শ্রী শ্রী
গোবিন্দার্চ্চনচূড়ামণিঃ
(সানুবাদঃ)





শ্রীধামনবদ্বীপনিবাসিনা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দপদারবিন্দাভিলাষিণা
শ্রীভুবনেশ্বর-সাধুনা
সঙ্কলিতঃ প্রকাশিতশ্চ



শ্রী শ্রী
গোবিন্দার্চ্চনচূড়ামণিঃ





শ্রীধামনবদ্বীপনিবাসিনা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দপদারবিন্দাভিলাষিণা

শ্রীভুবনেশ্বর-সাধুনা

সঙ্কলিতঃ প্রকাশিতশ্চ



প্রকাশক—
শ্রীভুবনেশ্বর সাধু
শ্রীশ্রীগোবিন্দ মন্দির,
শ্রীধাম নবদ্বীপ।

প্রথম সংস্করণ—১৩৪১।

মুদ্রাকর—
শ্রীকানাই লাল দাস,
বঙ্গরত্ন মেসিন প্রেস,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

— নিবেদন —



আমি বহুদিন যাবৎ শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চনচূড়ামণিঃ নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়নের ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছি এবং উক্ত গ্রন্থখানি যাহাতে প্রণালী-শুদ্ধ ও শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীশ্রীগোস্বামী-চরণের মতানুযায়ী হয় ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু আমি মূর্খ ও ভক্তিহীন ও ভজনহীন ; অতএব এপ্রকার অভিলাষ পূর্ণ হওয়া আমার মত হতভাগ্যের পক্ষে অসম্ভব মনে করিয়া নিরস্ত ছিলাম।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং ॥"

যাঁহার কৃপা হইলে বোবাও বাচাল হইতে পারে এবং পঙ্গুও গিরিলঙ্ঘনে সমর্থ হয় সেই শ্রীগোবিন্দের কৃপায় উক্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চনচূড়ামণিঃ নামক শ্রীগ্রন্থখানি সমাপ্ত হইলেন। এক্ষণে মহানুভব শ্রীলশ্রীসাধুভক্তবৃন্দ ও মহান্ত বৈষ্ণবগণের চরণে আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, সাধুগণের স্বভাব—তাঁহারা কুলার মত দোষাংশ ত্যাগ করিয়া গুণ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং উক্ত গ্রন্থে

আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া গুণ গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র আনন্দ অনুভব করিলে, আমি কৃতার্থ হইব। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ও পূজ্যপাদ শ্রীলশ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীলশ্রীসনাতন গোস্বামী, শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীলশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদগণের শ্রীগ্রন্থ হইতে ও শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীনারদপঞ্চরাত্র নামক শ্রীগ্রন্থ দৃষ্টে এই, সানুবাদ শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চনচূড়ামণিঃ লিখিত হইল। এই শ্রীগ্রন্থের কোনও স্থানই শাস্ত্র ছাড়া লেখা হয় নাই। উক্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চনচূড়ামণিঃ গ্রন্থখানি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণ-কমলে অর্পণ করিলাম ইতি—

শ্রীশ্রীগোবিন্দ মন্দির
শ্রীধাম নবদ্বীপ,
১০ই মাঘ, চৈতন্যাব্দ ৪৪৮।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
ভুবনেশ্বর সাধু।

সূচীপত্রম্



পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা



শ্রী শ্রী
শ্রী শ্রী
শ্রী গোবিন্দো জয়তি শ্রী

শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চনচূড়

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরণম্।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥১॥
চৈঃ চঃ আদি লীলা ১ম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গার্থ—মন্ত্রদাতা ও শিক্ষাগুরুগণকে, শ্রীবাস প্রভৃতি ঈশ্বরের ভক্তবর্গকে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা ঈশ্বরকে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি তাঁহার অবতারগণকে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি তাঁহার প্রকাশ ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি তাঁহার শক্তিবর্গকে আমি বন্দনা করি ॥১॥

বন্দেহহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতাশ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥২॥

চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত লীলা ২য় পরিচ্ছেদ।

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ
স্মরামি ॥৩॥

চৈঃ চঃ আদি লীলা ১ম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গার্থ—সমষ্টিগুরুর পদকমলকে, শ্রবণগুরু, দীক্ষাগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুকে, সনাতন, রঘুনাথদাস ও জীবের সহিত বিদ্যমান শ্রীরূপকে, অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ ও পরিজনের সহিত বিদ্যমান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে এবং মঞ্জরীগণে পরিবৃতা ললিতা ও বিশাখার সহিত বিদ্যমান শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদকে আমি বন্দনা করি ॥২॥

বৃন্দাবনস্থ কল্পবৃক্ষের মূলে রত্নময় মন্দির মধ্যস্থ সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং পরম প্রেষ্ঠ সখীগণ কর্ত্তৃক সেব্যমান শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীগোবিন্দদেবকে স্মরণ করি ॥৩॥

অরুণোদয়কৃত্যম্

সাধক ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করিবেন পরে মহামন্ত্র নাম লইবেন। যথা—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

পরে শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিবেন। যথা—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৪॥

তৎপর—

"সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে" ॥৫॥

বলিয়া হাত জোড়পূর্ব্বক "প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" এই মন্ত্রে

বঙ্গার্থ—অজ্ঞান অন্ধকারে অন্ধজনের চক্ষু যিনি জ্ঞানরূপ শলাকা দ্বারা ফুটাইয়াছেন সেই গুরুদেবকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥৪॥

হে বিষ্ণুপত্নি পৃথিবি! সমুদ্র তোমার মেখলা ও পর্ব্বত তোমার স্তনমণ্ডল ; তুমি আমার পাদস্পর্শ ক্ষমা কর ॥৫॥

প্রণাম করিয়া শয্যাত্যাগ করিবে। পরে গৃহের বাহিরে যথাসম্ভব দূরে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া যথাবিধি

এক লিঙ্গে গুদে তিস্রো দশ বামকরে নৃপ।
হস্তদ্বয়েচ সপ্তান্যা মৃদঃ শৌচোপপাদিকা ॥৬॥

মৃত্তিকাদ্বারা হাত পা ধৌত করিয়া শুদ্ধজলে মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠের দ্বারা—

"আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চঃ প্রজাপশুবসূনি চ।
ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো ধেহি বনস্পতে" ॥৭॥

এই মন্ত্রে দন্তকাষ্ঠ অভিমন্ত্রিত করিয়া দন্তধাবন করিবে পরে দ্বাদশ গণ্ডুষ জল দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে। তারপর বস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য বস্ত্র পরিধান করিয়া কম্বলাদি-নির্ম্মিত আসনে পূর্ব্ব অথবা উত্তর মুখে উপবেশন করতঃ আচমন করিবে।

বঙ্গার্থ—হে রাজন্! যে ব্যক্তি শুদ্ধি কামনা করিবেন তিনি শৌচ সাধন মৃত্তিকা দ্বারা একটী আমলকী ফল পরিমাণ মৃত্তিকা প্রত্যেকবার লইয়া লিঙ্গে একবার গুহ্যে তিনবার বাম হস্তে দশবার উভয় হস্তে সাতবার এবং উভয় পদে তিনবার মৃত্তিকা লেপন করিবেন ॥৬॥

হে বনস্পতে! তুমি আমাদিগকে আয়ু, বল, যশঃ, তেজ, সন্ততি, পশু, ধন, বেদবিষয়ক জ্ঞান, মতি ও স্মৃতি প্রদান কর ॥৭॥

অথ বৈষ্ণবাচমনম্

ত্রিপাণে কেশবং নারায়ণং মাধবমপ্যথ।
প্রক্ষালনে দ্বয়োঃ পাণ্যো গোবিন্দং বিষ্ণুমপ্যভো॥
মধুসূদনমেকঞ্চ মার্জনেঽন্যং ত্রিবিক্রমং।
উন্মার্জনেঽপ্যধরয়োর্বামনশ্রীধরাবুভৌ॥
প্রক্ষালনে পুনঃ পাণ্যো হৃষীকেশঞ্চ পাদয়োঃ।
পদ্মনাভং প্রোক্ষণেতু মূর্দ্ধ্নি দামোদরং ততঃ॥
বাসুদেবং মুখে সংকর্ষণং প্রত্যুম্নমিত্যুভৌ।
নাসয়োর্নেত্রযুগলেঽনিরুদ্ধং পুরুষোত্তমং॥

বঙ্গার্থ—গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলে একটী মাষকলায় ডুবিতে পারে এই পরিমাণ জল লইয়া "কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মাধবায় নমঃ" এই তিন মন্ত্রে তিনবার পান করিয়া "গোবিন্দায় নমঃ" এই মন্ত্রে দক্ষিণ হস্ত ও "বিষ্ণবে নমঃ" এই মন্ত্রে বাম হস্ত ধুইয়া ফেলিবে। "মধুসূদনায় নমঃ" মন্ত্রে উপরের ওষ্ঠ "ত্রিবিক্রমায় নমঃ" মন্ত্রে অধর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মার্জ্জন করিবে। "বামনায় নমঃ" মন্ত্রে উত্তরোষ্ঠ "শ্রীধরায় নমঃ" মন্ত্রে অধরোষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা উন্মার্জ্জন করিবে। "হৃষীকেশায় নমঃ" মন্ত্রে হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিবে; "পদ্মনাভায় নমঃ" মন্ত্রে পাদদ্বয় ধৌত করিবে, অর্থাৎ পাদদ্বয়ে জলের ছিটা দিবে; "দামোদরায় নমঃ" মন্ত্রে মস্তকে জল সেচন করিবে

অধোক্ষজং নৃসিংহঞ্চ কর্ণয়োর্নাভিতোঽচ্যুতং।
জনার্দ্দনঞ্চ হৃদয়ে উপেন্দ্রং মস্তকে ততঃ॥
দক্ষিণে তু হরিং বাহৌ বামে কৃষ্ণং যথাবিধি।
নমোঽন্তঞ্চ চতুর্থ্যন্তমাচামেৎ ক্রমতো জপন্॥
অশক্তঃ কেবলং দক্ষং স্পৃশেৎ কর্ণং তথাচ বাক্।
কুর্ব্বীতালভনং বাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ॥৮॥

(হরিভক্তি ৩য় বিলাস)

"বাসুদেবায় নমঃ" মন্ত্রে মুখ স্পর্শ করিবে, "সঙ্কর্ষণায় নমঃ" "প্রদ্যুম্নায় নমঃ" মন্ত্রে যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম নাসাপুট, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা স্পর্শ করিবে। "অনিরুদ্ধায় নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণ নেত্র এবং "পুরুষোত্তমায় নমঃ" মন্ত্রে বাম নেত্র অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিবে। "অচ্যুতায় নমঃ" মন্ত্রে নাভি অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা স্পর্শ করিবে। "জনার্দ্দনায় নমঃ" মন্ত্রে হৃদয় স্পর্শ, "উপেন্দ্রায় নমঃ" মন্ত্রে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। "হরয়ে নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণ বাহু এবং "কৃষ্ণায় নমঃ" মন্ত্রে বাম বাহু সর্ব্বাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করিবে। এই বিষয় প্রমাণও রহিয়াছে যে অশক্ত হইলে কেবল দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে॥৮॥

শ্রীগুরুস্মরণম্

কৃপামরন্দান্বিতপাদপঙ্কজং, শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনম্।
গন্ধাঢ্যমালাভরণং গুণালয়ং স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিং ॥৯

এইরূপে শ্রীগুরু স্মরণ করিয়া "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মরণ করিবে।

।কৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভোঃ স্মরণং

অহং কনককেতকীকুসুমগৌর।
দুষ্টঃ ক্ষিতৌ ন দোষলবদর্শিতা বিবিধদোষপূর্ণেহপিতে ॥
ত্বাং ভজে শচীসুত ময়ি প্রভো কুরু মুকুন্দ মন্দে কৃপাং ॥১০॥

বঙ্গার্থ—শ্রীগুরু স্মরণ করিবে। স্মরণ যথা—যাঁহার চরণ-কমল কৃপারূপ মধুযুক্ত, যাঁহার পরিধানে শ্বেতবসন, যাঁহার অঙ্গকান্তি গৌরবর্ণ যাঁহার গন্ধযুক্ত মালা আভরণ, যিনি গুণের বসতিস্থল, যিনি সদ্ভক্তিময় সেই সনাতন শ্রীগুরু রূপী হরিকে আমি স্মরণ করিতেছি ॥৯॥

শ্রী ।কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মরণ। স্মরণ যথা— হে স্বর্ণকেতকীকুসুমের মত গৌরবরণধারী শচীনন্দন গৌরহরি! হে মুকুন্দ! হে দীনজনে স্নেহযুক্ত প্রভু আমার, জগতের মধ্যে আমি দুষ্ট ও নানাদোষ-পরিপূর্ণ কিন্তু তুমি আমার একবিন্দুও দোষ দেখিলে না। তাই ভাল করিয়া বুঝিয়া

এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্মরণ করিয়া প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্র যথা—

যস্যৈব পাদাম্বুজভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরমঃ পুমর্থঃ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥১১॥

অনন্তর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্র যথা—

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভোঃ স্মরণং

ঔদার্য্যেন সুকামধেনুদিবিষদ্বৃক্ষেন্দুচিন্তামণি-
বৃন্দং ব্রহ্মসুখঞ্চ সুন্দরতয়া কন্দর্পবৃন্দং প্রভুং।
বাৎসল্যেন সুমাতৃধেনুনিচয়ং বিস্পর্দ্ধিনং নন্দিনং।
নিত্যানন্দমহং নমামি সততং প্রেমাব্ধিসংবর্দ্ধিনম্ ॥১২॥

আমি তোমাকেই ভক্তি করিতেছি, তুমি এই মন্দ জনে করুণা কর ॥১০॥

বঙ্গার্থ—যাঁহার চরণকমলে একান্ত শরণাগত হইলে পরম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করা যায়, সেই বিশ্বমঙ্গলবিধায়ক মঙ্গলময়মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্যদেবের চরণে প্রণাম করিতেছি ॥১১॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্মরণ যথা ঃ—যিনি ঔদার্য্য-গুণের দ্বারা সুন্দর কামধেনু কল্পবৃক্ষ চিন্তামণি ব্রহ্মসুখকেও পরাজিত করেন, সৌন্দর্য্যের দ্বারা কন্দর্পকে, বাৎসল্যের দ্বারা মাতাসকল ও ধেনুসকলকে স্পর্দ্ধা করেন, যিনি নিরন্তর আনন্দময়, যিনি কৃপা করিয়া প্রেমসিন্ধুকে সতত বাড়াইয়া

এই মন্ত্রে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্মরণ ও প্রণাম করিবে।

তদনন্তর শ্রীমদদ্বৈতপ্রভোঃ প্রণামঃ

অদ্বৈতচরণারবিন্দ-জ্ঞান-ধ্যান-ভাবনং।
সদাদ্বৈতপাদপদ্মরেণুরাশিধারণং।
দেহি ভক্তিং জগন্নাথ রক্ষ মামভাজনং।
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনং ॥১৩॥

এই প্রকারে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রণাম করার পর শ্রীঅদ্বৈত চিন্তা করিয়া প্রণামপূর্ব্বক "শ্রীবাসাদি গৌরভক্ত-চরণেভ্যো নমঃ" বলিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দকে প্রণাম করিবে। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রাতর্ধ্যান করিবে।

অরুণোদয়কৃত্যং সমাপ্তং।

থাকেন সেই পরম করুণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥১২॥

বঙ্গার্থ—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রণাম যথা—আমি অদ্বৈতের চরণারবিন্দ জ্ঞান ধ্যান ও ভাবনা করি। সদা তাঁহার পাদ-পদ্মের রেণু রাশি আমার মস্তকে ধারণ করি। হে জগতের নাথ অদ্বৈত! হে সীতানাথ! তোমার চরণারবিন্দ নির-ন্তর চিন্তা করিতেছি। তুমি এই অযোগ্য পাত্র আমাকে ভক্তি দান করিয়া রক্ষা কর ॥১৩॥

অথ প্রাতঃকৃত্যম্

প্রাতর্ধ্যানং যথা—

শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রে—

আরাধনবিধিং বক্ষ্যে প্রাতঃকালে বিশেষতঃ।
বরং বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পুণ্যবৃক্ষাদিসেবিতং॥
পুন্নাগৈর্নাগবৃক্ষৈশ্চ পনসৈশ্চৈব কাঞ্চনৈঃ
বকুলৈশ্চৈব বিল্বৈশ্চ বন্যৈঃ কুরবকৈরপি॥
সর্ব্বর্ত্তু কুসুমোপেতৈঃ পুষ্পাবনতশাখিভিঃ।
তন্মধ্যে পুলিনং ধ্যায়েদ্বহুপুষ্পাকচম্পাকং॥
ধূপদীপৈর্বিতানেন পুষ্পমালাবিভূষিতং।
মুক্তাদামপতাকাভির্বন্যপুষ্পৈরলঙ্কৃতং॥

বঙ্গার্থ— গৌতমীয় তন্ত্রে ঃ—বিশেষ করিয়া প্রাতঃকালের আরাধনাবিধি বর্ণন করিব। প্রথমতঃ পুন্নাগ, নাগ, পনস, কাঞ্চন, বকুল, বিল্ব, বন্যকুরবক এবং সকল ঋতুর কুসুমসম্পন্ন ও পুষ্পাবনত শাখাবিশিষ্ট পুণ্য বৃক্ষসমূহে পরিবৃত উৎকৃষ্ট বৃন্দাবনকে ধ্যান করিবে। তাহার মধ্যে বহু চম্পক পুষ্প, ধূপ, দীপ, শয্যা তথা পুষ্পমালাবিভূষিত ও মুক্তাদাম

তন্মধ্যে কল্পবৃক্ষস্য চ্ছায়ায়াং পঙ্কজাসনে।
সুস্থিতং বেণুগীতাঢ্যং সর্ব্বাভরণভূষিতং ॥
বনমালাপরিবৃতং গোপীকাশতবেষ্টিতং
শরণ্যং সর্ব্বলোকানাং গোপীনাং প্রাণবল্লভং ॥১৪॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম করিবে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রণামঃ যথা—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥১৫॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ মন্ত্র পাঠ করিবে।

পতাকাদি বন্যপুষ্পে অলঙ্কৃত পুলিন ধ্যান করিবেন। তাহার মধ্যে কল্পবৃক্ষের ছায়ায় কমলাসনে সুন্দররূপে অবস্থিত, বেণুগীতসম্পন্ন, সর্ব্বাভরণভূষিত, বনমালা-পরিবৃত, শত শত গোপীকা-বেষ্টিত সকল লোকের আশ্রয় এবং গোপী-দিগের প্রাণবল্লভ অর্থাৎ শ্রীরাধিকাকে বামে লইয়া অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবেন ॥১৪॥

বঙ্গার্থ—যিনি ব্রাহ্মণকে মর্য্যাদা দান করেন, গো সকলের ও ব্রাহ্মণ সকলের যিনি হিতকারী, যিনি নিখিল জগতেরও কল্যাণ বিধান করেন, সেই অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডপতি লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি ॥১৫॥

স্মরণমন্ত্রঃ

জয়তি জননীবাসো দেবকীজন্মবাদো
যত্নবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং॥

স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনং যত্র জায়তে।
পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিং॥

বিদগ্ধগোপালবিলাসিনীনাং সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিতসর্ব্বগাত্রং।
পবিত্রমাম্নায় গিরামগম্যং ব্রহ্ম প্রপদ্যে নবনীতচৌরং॥

বঙ্গার্থ—নিখিল জীবসমূহের যিনি বাসস্থান, যিনি এক প্রকাশে দেবকীনন্দন অন্য প্রকাশে যশোদানন্দন-রূপে আবির্ভূত হন তথাপি সাধারণজনের নিকট যিনি দেবকীনন্দন-রূপে পরিচিত, যিনি ব্রজবাসী ও যাদবগণের সমাজরূপ নিজ বাহু-সকলের দ্বারা জগতের অধর্ম্মরাশিকে বিদূরিত করেন, যিনি স্থাবর জঙ্গমের সর্ব্ববিধ দুঃখকে নাশ করেন, যিনি সুন্দর হাসিমাখা নিজ মুখ-মাধুর্য্য দ্বারা ব্রজগোপীকার ও দ্বারকার মহিষীবর্গের হৃদয়স্থ প্রেমকে নিরন্তর বর্দ্ধন করিতে-ছেন সেই শ্রীকৃষ্ণের জয় হউক। যাঁহার স্মরণ করিলে জীব সর্ব্ববিধ কল্যাণের পাত্র হয়, সেই জন্মরহিত নিত্যস্বরূপ শ্রীহরির চরণে আমি শরণাগত হইতেছি। প্রেমরসে

উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ।
দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থনশব্দমিশ্রিতো নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলং ॥১৬॥

তদনন্তর শ্রীরাধিকাকে প্রণাম করিবে।

শ্রীরাধাপ্রণাম

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং রাধাং বৃন্দাবনেশ্বরীং
বৃষভানুসুতাং দেবীং তাং নমামি হরিপ্রিয়াং ॥১৭॥

এই মন্ত্রে শ্রীমতী রাধিকাকে প্রণাম করিয়া শ্রীহরিকে যুক্তহস্তে ভক্তিপূর্ব্বক বিজ্ঞাপন করিবে।

রসিকা ব্রজগোপীগণের সম্ভোগ চিহ্নদ্বারা যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুশোভিত, যিনি নিত্য পবিত্র, যিনি বেদবাক্য সকলের অগম্য সেই ননীচোরা কৃষ্ণাঙ্কিত ব্রহ্মের চরণে শরণ লইতেছি। ব্রজগোপীকা-সকল উচ্চৈঃস্বরে কমল-নয়ন শ্রীকৃষ্ণের লীলা, রূপ, গুণ পান করিতেছেন তাহার সহিত দধিমন্থনের শব্দ মিশিয়া সেই ধ্বনি আকাশকে স্পর্শ করিতেছে এবং সেই মঙ্গলময় ধ্বনির দ্বারা দশদিকের অমঙ্গলরাশি বিদূরিত হইতেছে ॥১৬॥

বঙ্গার্থ—গলিত স্বর্ণের মত যাঁহার শ্রীঅঙ্গ গৌরবর্ণ, যিনি বৃন্দাবনের অধীশ্বরী দেবী সেই বৃষভানুনন্দিনী হরিপ্রিয়া রাধিকাকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥১৭॥

অথ বিজ্ঞাপনং

ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়াধিদেব শ্রীনাথ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তিষ্যে ॥১৮॥

এই প্রকার বিজ্ঞাপনান্তে শ্রীললিতাদি সখীগণকে চিন্তা করিবে ও প্রণাম করিবে যথা

তারুণ্যকল্পলতিকে ললিতে নমস্তে।
রাধাসমানগুণচাতুরিকে বিশাখে।
ত্বাং নৌমি চম্পকলতেঽচ্যুতচিত্তচৌরে।
বন্দে বিচিত্রচরিতে সখীচিত্রলেখে।

বঙ্গার্থ—হে ত্রিভুবন চৈতন্যময়, হে আদিদেব, হে লক্ষ্মীনাথ, হে বিষ্ণু! আমি আপনার আজ্ঞাতেই প্রাতঃকালে উঠিয়া আপনার সুখের জন্য সংসারযাত্রা বিধান করিব ॥১৮॥

হে ললিতে! তুমি শ্রীকৃষ্ণরূপ কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া নবীনা কল্পলতার ন্যায় শোভা পাইতেছ তোমাকে নমস্কার, হে বিশাখে! তুমি গুণ ও চাতুরিতে শ্রীমতী রাধার সমান হইতেছ তোমাকে নমস্কার, হে চম্পকলতে! তুমি শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত চুরি করিয়াছ তোমাকে নমস্কার, হে চিত্রলেখে! তুমি শ্রীকৃষ্ণের সখী, তোমার চরিত্র অতিশয় বিচিত্র তোমাকে নমস্কার, হে রঙ্গদেবী! তোমার প্রেমরূপ

শ্রীরঙ্গদেবি দয়িতপ্রণয়াঙ্গরঙ্গে।
তুভ্যং নমস্তু সুখলাস্যসরাৎ সুদেবি।
বিদ্যাবিনোদসদনেঽপি চ তুঙ্গবিদ্যে।
পূর্ণেন্দুখস্তনখরে সুসখীন্দুলেখে ॥১৯॥

তারপর অনঙ্গমঞ্জরী এবং মধুমতীমঞ্জরী প্রভৃতি সমস্ত মঞ্জরীগণকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিবে তারপর স্নান করিবে।

স্নানবিধি

অবিরাম কৃষ্ণনাম করিতে করিতে ধৌত শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া গঙ্গাদি তীর্থে অথবা পুষ্করিণী কিম্বা কূপোত্থিত জল সমীপে গমনপূর্ব্বক তীর্থকে প্রণাম করিবে।

চন্দন তোমার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে সর্ব্বদা লাগিয়া আছে তোমাকে নমস্কার, হে সুদেবি! তুমি শ্রীকৃষ্ণ-সরোবরে হংসীর ন্যায় সর্ব্বদা সুখে ক্রীড়া করিতেছ তোমাকে নমস্কার, হে তুঙ্গবিদ্যে! যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা পরমা বিদ্যার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন তাঁহার গৃহে তুমি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা-স্বরূপিনী তোমাকে নমস্কার, হে ইন্দুলেখে! তোমার প্রতি নখর পরিপূর্ণ চন্দ্রের গর্ব্বকেও খর্ব্ব করিতেছে তুমি শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় সখী তোমাকে নমস্কার ॥১৯॥

প্রণাম-মন্ত্রঃ

সাগরস্বননির্ঘোষ দণ্ডহস্তাসুরান্তক
জগৎশ্রেষ্ঠ জগন্মর্দ্দিন্ নমামি ত্বাং সুরেশ্বর ॥২০॥

তদনন্তর আচমন ও প্রাণায়াম-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্বুজধ্যান ও তাঁহার নাম কীর্ত্তন করতঃ করিয়া পবিত্র জলে নিমগ্ন হইবে।

তীর্থ স্নানার্থে আজ্ঞা প্রার্থনা।

দেব দেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর।
দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তব তীর্থং নিষেবণে ॥
পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ ॥২১॥

বঙ্গার্থ—হে সাগরধ্বনিতুল্য ভীষণ শব্দশালিন্! হে দণ্ডহস্ত! হে অসুরান্তক! হে জগৎস্বষ্টিকারিন্! হে জগৎবিনাশ-কারিন্! হে দেবেশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি ॥২০॥

হে সর্ব্বদেবারাধ্য দেব! হে জগন্নাথ। হে শঙ্খ-চক্রগদাধর বিষ্ণু! তোমার তীর্থ সেবায় তুমি আমাকে আজ্ঞা দিও। আমি নিজে পাপস্বরূপ এবং পাপ কর্ম্মই আমি নিরন্তর করিতেছি, পাপেতেই আমার মন ও পাপ হইতেই আমার উৎপত্তি। তুমি সর্ব্বপাপ হরণ কর বলিয়াই তুমি র, সেইজন্য প্রার্থনা করি তুমি কমল-নয়ন হরি তুমি আমাকে উদ্ধার কর ॥২১॥

অতঃপর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে তীরের পবিত্র মৃত্তিকা লইয়া সমস্ত গায়ে মাখিবে।

মৃত্তিকাগ্রহণমন্ত্রঃ

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং ॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা।
নমস্তে সর্ব্বভক্তানাং প্রভবারিণি সুব্রতে ॥
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয় ॥২২॥

পরে নাভি-পরিমিত জলে নামিয়া প্রবাহ অভিমুখে এবং প্রবাহশূন্য জলে সূর্য্যাভিমুখে দাঁড়াইয়া মূলমন্ত্রের প্রাণায়াম-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা ও নাম করিতে করিতে স্নান করিবেন।

বঙ্গার্থ—হে মৃত্তিকে ! তুমি অশ্ব, রথ ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছ, অতএব হে বসুন্ধরে ! আমি যাহা পাপ কর্ম্ম করিয়াছি, তুমি সেই পাপ হরণ কর। তোমার ব্রত বড় সুন্দর তুমি কৃপা করিয়া আমার অঙ্গোপরি উঠিয়া আমার সর্ব্ব পাপ মোচন কর। তোমাকে শতবাহু বরাহরূপী কৃষ্ণ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তুমি সকল ভক্তের পুনর্জ্জন্ম নিবারণ কর ॥২২॥

স্নানমন্ত্রঃ

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥২৩॥

এই মন্ত্রে স্নানীয় জলে তীর্থ কল্পনার পর "অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতীর্থে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতয়ে স্নানমহং কুর্ব্বে"। এইপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া—কেশবায় নমঃ। নারায়ণায় নমঃ। শ্রীমাধবায় নমঃ। শ্রীগোবিন্দায় নমঃ। বিষ্ণবে নমঃ। শ্রীমধুসূদনায় নমঃ। শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ। শ্রীবামনায় নমঃ। শ্রীধরায় নমঃ। হৃষীকেশায় নমঃ। পদ্মনাভায় নমঃ। শ্রীদামোদরায় নমঃ। এই দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দ্বাদশবার ডুব দিবে। পরে তীরে উঠিয়া পবিত্র শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করতঃ তিলক রচনা করিবে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থে আবাহন করিতে নাই (শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে নিষেধ আছে) গঙ্গাদি প্রসিদ্ধ তীর্থ ব্যতীত অন্যত্র পূর্ব্বোক্ত বিধানে আবাহন করিবে।

সমর্থ ও সুস্থ ব্যক্তির জন্য এই স্নানবিধি লিখিত হইল, অসমর্থ পক্ষে নিম্নোক্ত সপ্তবিধ স্নানের যে কোনটী স্নান করিলে দেবকার্য্যে অধিকার জন্মিয়া থাকে।

বঙ্গার্থ—হে গঙ্গে! হে যমুনে! হে গোদাবরি! হে সরস্বতি! হে নর্ম্মদে! হে সিন্ধু! হে কাবেরি! তোমরা সকলে এই জলে সন্নিহিত হও ॥২৩॥

১। মন্ত্রস্নান—"শন্ন আপো" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রাহ্মণের এবং "নমো নারায়ণায়" মন্ত্রে স্ত্রী ও শূদ্রের স্নানকে মন্ত্রস্নান বলে।

২। মৃদালম্ভ—গায়ে মৃত্তিকালেপনকে মৃদালম্ভ স্নান বলে।

৩। আগ্নেয়—সমস্ত গায়ে ভস্ম লেপন করিলে আগ্নেয় স্নান করা হয়।

৪। অনিল—গোক্ষুরোদ্ধৃত ধূলিদ্বারা স্নানকে অনিল স্নান বলে।

৫। বারুণ—নদী কিম্বা কূপতড়াগাদি হইতে সংগৃহীত জলে স্নান।

৬। দিব্য—রৌদ্রবিদ্যমানে বৃষ্টির বিন্দু স্পর্শ।

৭। মানস—মানসিক শ্রীবিষ্ণু স্মরণ দ্বারা স্নান।

তিলকধারণ কর্ত্তব্যতা

তিলকধারণের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রৈর্ব্বিহীনস্তু কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তাদিকং সর্ব্বং নিস্ফলং স্যান্ন সংশয়ঃ ॥২৪॥

পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড।

তিলকধারণ কর্ত্তব্যতা

বঙ্গার্থ—ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অর্থাৎ তিলক ধারণ না করিয়া ইষ্টপূর্ত্তাদি যে কোন কর্ম্ম নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিস্ফল হয় ॥২৪॥ পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড।

তিলকধারণ নিয়ম যথা—

তির্য্যক্‌পুণ্ড্রং ন কুর্ব্বীত সংপ্রাপ্তে মরণেঽপি চ।
নৈবান্যন্নাম চ ব্রূয়াৎ পুমান্নারায়ণাদৃতে॥
নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং।
মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং॥
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ॥২৫॥

স্কন্দপুরাণ।

তিলকরচনা অঙ্গুলি নির্ণয়

অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুস্করী ভবেৎ
অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জনী মোক্ষসাধনী॥২৬॥

বঙ্গার্থ—মৃত্যুকালেও মানব বক্রতিলক ধারণ এবং ভগবৎনাম ভিন্ন অন্য নাম গ্রহণ করিবে না। নাসা হইতে কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত মনোহর মধ্যে ছিদ্রযুক্ত তিলকই হরি-মন্দির। তিল-বামে ব্রহ্মা, দক্ষিণে সদাশিব ও মধ্যে বিষ্ণু অবস্থান করেন সুতরাং মধ্যভাগ লেপন করিবে না॥২৫॥ স্কন্দ পুরাণ।

অনামিকা দ্বারা তিলক বাঞ্ছিত ফল প্রদান করে, মধ্যমা পরমায়ু বৃদ্ধি করে, অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টি সাধন করে এবং তর্জ্জনী দ্বারা তিলক রচনা করিলে মুক্তিফল প্রাপ্ত হয়॥২৬॥

তিলকধারণ-বিধিঃ

সাধক নির্জ্জনে কম্বলাদি আসনে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে আচমনান্তে ললাটাদিক্রমে দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করিবে যথা—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনঃ।
ত্রিবিক্রমং কন্দরেতু বামনং বামপার্শ্বকে॥
শ্রীধরং বামবাহৌতু হৃষীকেশন্তু কন্দরে।
পৃষ্ঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥
তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধণি ॥২৭॥

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড।

বঙ্গার্থ—ললাটে কেশবকে ধ্যান করিবে, নারায়ণকে উদরে, বক্ষঃস্থলে মাধবকে, কুণ্ঠকূপে গোবিন্দকে, দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদনকে, দক্ষিণ কন্দরে ত্রিবিক্রমকে, বাম পার্শ্বে বামনকে, বাম বাহুতে শ্রীধরকে, বাম কন্দরে হৃষীকেশকে, পৃষ্ঠে পদ্মনাভকে, এবং কটীতে দামোদরকে ন্যাস করিবে। তিলকের প্রক্ষালন উভয় হস্তের জল "বাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া মস্তকে লেপন করিবে ॥২৭॥

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড।

দ্বাদশ নামের দ্বাদশ স্থানে ধ্যান করিয়া তিলক ধারণান্তর দ্বাদশ নামের ন্যাস করিবে অর্থাৎ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিবে। ন্যাস যথা, ললাটে—শ্রীকেশবায় নমঃ। উদরে—শ্রীনারায়ণায় নমঃ। বক্ষঃস্থলে—শ্রীমাধবায় নমঃ। কণ্ঠস্থলে--শ্রীগোবিন্দায় নমঃ। দক্ষিণ পার্শ্বে--শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। দক্ষিণ বাহুতে—শ্রীমধুসূদনায় নমঃ। দক্ষিণ স্কন্ধে--শ্রীত্রিবিক্রমায় নমঃ। বাম পার্শ্বে—শ্রীবামনায় নমঃ। বাম বাহুতে—শ্রীধরায় নমঃ। বাম স্কন্ধে—হৃষীকেশায় নমঃ। পৃষ্ঠে—শ্রীপদ্মনাভায় নমঃ। কটীতে—শ্রীদামোদরায় নমঃ।

নিম্নলিখিত তিলকগুলি নিস্ফল যথা—

বর্ত্তুলং তির্য্যগচ্ছিদ্রং হ্রস্বং দীর্ঘতরং তনু।
বক্রং বিরূপং বর্দ্ধাগ্রং ভিন্নমূলং পদচ্যুতং॥
অশুভ্রং রূক্ষমাসক্তং তথা লাঙ্গুলিকম্পিতং।
বিদগ্ধমপসব্যঞ্চ পুণ্ড্রমাহুরনর্থকং॥২৮॥

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড।

বঙ্গার্থ—বর্ত্তুলাকার, তির্য্যক্ (বক্র), ছিদ্রশূন্য, খর্ব্ব, অত্যন্ত দীর্ঘ, কৃশ, বক্র, বিরূপ, অগ্রভাগ সংলগ্ন, মূলভাগ বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ নিম্নভাগ পৃথক স্থানভ্রষ্ট, মলিন, রূক্ষ, পরস্পর সংলগ্ন, অপিচ অঙ্গুলি ভিন্ন অন্য দ্রব্য দ্বারা রচিত তিলককে বিফল বলিয়াছেন॥ ২৮॥ পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড।

গোপী চন্দনের দ্বারা তিলক রচনার মাহাত্ম্য

যো ধারয়েৎ কৃষ্ণপুরীসমুদ্ভবাং।
সদা পবিত্রাং কলিকিল্বিষাপহাং॥
নিত্যং ললাটে হরিমন্ত্রসংযুক্তাং।
যমং ন পশ্যেৎ যদি পাপসংবৃতঃ॥ ২৯ (গরুড় পুরাণ)

তুলসীমূল-মৃত্তিকা দ্বারা তিলক রচনার মাহাত্ম্য।

তুলসী মৃত্তিকাপুণ্ড্রং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
দেহং ন স্পৃশতি পাপং ক্রিয়মানস্তু নারদ ॥৩০ ॥
নারদসংবাদে।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা-বিধি

তিলক ধারণের পর পুনরায় পূর্ব্বোক্ত বিধানে আচমন করিয়া "আত্মতত্ত্বায় নমঃ" মন্ত্রে পাত্রস্থ জল নিজ মস্তকে সেচন করিয়া আত্মশুদ্ধি করিবে। পরে "অস্ত্রায় ফট্"

বঙ্গার্থ—যিনি কলিপাপনাশিনী সর্ব্বদা পবিত্রস্বরূপা হরিমন্ত্র-সংযুতা দ্বারকা মৃত্তিকা ললাটে ধারণ করেন, তিনি যদি পাপে পরিবেষ্টিতও হয়েন তথাপি যমকে অবলোকন করিবেন না ॥২৯॥

হে নারদ! যাঁহার ললাটে তুলসী মৃত্তিকার তিলক দৃষ্ট হয়, তিনি পাপ করিলেও সে পাপ তাঁহার দেহে প্রবেশ করিতে পারে না ॥৩০॥

মন্ত্রে শিখা বন্ধন করিবে। অতঃপর "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রাদ্বারা পঞ্চপাত্রে বা অন্য পাত্রে জল আলোড়ন চিন্তা করিয়া জল শুদ্ধি করিবে। পরে জলে নিজ মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে পূজা করিয়া তাহার আবরণ প্রভৃতিকে যথাবিধি তর্পণ করিবে। (হরিভক্তি ৩য় বিলাস)

তর্পণ-বিধি।

কৃষ্ণচরণ ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি নমঃ" মন্ত্রে তিন অঞ্জলি জলদ্বারা তিনবার তর্পণ করিবে। পরে শ্রীকৃষ্ণের আবরণ দেবতা শ্রীরাধাকে এক এক অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিবে। যথা,—"শ্রীরাধিকাং তর্পয়ামি" "শ্রীললিতাদি-সখীস্তর্পয়ামি" "শ্রীদামাদি-গোপালাংস্তর্পয়ামি" "শ্রীনন্দাদি-ব্রজবাসিগণাংস্তর্পয়ামি" "গাস্তর্পয়ামি" "বৎসাংস্তর্পয়ামি" "বৃষারণ্য-মৃগাদীংস্তর্পয়ামি" "ব্রহ্মাদি-দেবাংস্তর্পয়ামি," "নারদাদি-ঋষীংস্তর্পয়ামি" "নারদং তর্পয়ামি" "পর্ব্বতং তর্পয়ামি" "জিষ্ণুং তর্পয়ামি" "নিশঠং তর্পয়ামি" "উদ্ধবং তর্পয়ামি" "দারুকং তর্পয়ামি" "বিশ্বকসেনং তর্পয়ামি" "শৈলেয়ং তর্পয়ামি"।

পরে সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী ধ্যানোদ্দিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে কাম গায়ত্রী যথা,—"ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ" মন্ত্রে একবার জপ করিয়া ইদমর্ঘ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

অনন্তর সূর্য্যমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া দশবার কামগায়ত্রী জপ করিবে পরে "ক্ষমস্ব"এই মন্ত্র বলিয়া পাত্র হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া নিম্ন মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে।

জপসমর্পণ-বিধি

গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাত্ত্বয়িস্থিতে ॥৩১॥

পরে "ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণাম মন্ত্রে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রণাম করিবে। মন প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ চরণে অর্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুখের ভাবনা করাই প্রকৃত ভজন, অন্য বাসনায় শ্রীকৃষ্ণভজন হয় না; বাসনারই ভজন হয়।

ভগবৎপ্রবোধন-বিধিঃ

প্রথমতঃ শ্রীগুরুদেব চরণে প্রণাম করিবে যথা,—

নমস্তে গুরুরূপায় সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনে।
সর্ব্বমঙ্গলরূপায় সর্ব্বানন্দবিধায়িনে ॥৩২॥

বঙ্গার্থ—হে দেব তুমি গুহ্য পরমরহস্যের রক্ষক, আমাদের কৃত জপ গ্রহণ কর, তোমাতে স্থিত হইলেও তোমার প্রসাদে সিদ্ধি হয় নতুবা নহে ॥ ৩১॥

হে প্রভু তুমি সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা, সর্ব্ব মঙ্গলরূপী, সকল

পরে গুরুচরণে শ্রীভগবৎ সেবার আজ্ঞা প্রার্থনা মন্ত্রটী যুক্তহস্তে পাঠ করিবে।

আজ্ঞা প্রার্থনা মন্ত্র।

শ্রীগুরো পরমানন্দ প্রেমানন্দ ফলপ্রদ।
ব্রজানন্দ প্রদানন্দ সেবায়াং মাং নিয়োজয় ॥৩৩॥

এইরূপে আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া আজ্ঞা প্রাপ্তি (স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে সাক্ষাৎ আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক) চিন্তাপূর্ব্বক ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তিকে জাগাইবে।

প্রবোধন মন্ত্র।

সোঽসাবদভ্রকরুণো ভগবান্ বিবৃদ্ধ
প্রেমস্মিতেন নয়নাম্বুরুহং বিজৃম্ভন্।
উত্থায় বিশ্ববিজয়ায় চ নো বিষাদং
মাধ্বা গিরাপনয়তাৎ পুরুষপুরাণঃ ॥

প্রকার আনন্দবিধানকারী, সেই শ্রীগুরুরূপী তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥ ৩২ ॥

বঙ্গার্থ—হে প্রেমানন্দ, ফলপ্রদ, পরমানন্দস্বরূপ শ্রীগুরুদেব তুমি আমার ব্রজের আনন্দপ্রদ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দময়ী সেবায় নিয়োজিত কর ॥ ৩৩ ॥

সেই পুরাতন পুরুষ ভগবান, নিরতিশয় দয়ালু, তিনি তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত প্রসিদ্ধ প্রেম-হাস্যের দ্বারা আপনার

দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব
অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পারয়াচ্যুতেতি ॥৩৪॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গোবিন্দ ত্যজ নিদ্রাং জগৎপতে।
ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথে জগৎ সুপ্তং ভবেদিদং॥
উত্থিতে চেষ্টতে সর্ব্বমুত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ মাধবঃ ॥৩৫॥

এই মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ, তদীয় প্রেয়সী শ্রীরাধিকাকে ও ললিতাদি সখীগণকে উত্থাপন করিবে এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তগণকে নিদ্রা হইতে উত্থাপন করিবে।

নয়ন কমল বিকশিত করিয়া এই বিশ্বের উদ্ভব এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিয়া আমার দুঃখ বিদূরিত করুন। হে দেব! হে প্রপন্নজন-ভয়ভঞ্জন! হে কেশব! আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করুন। হে অচ্যুত! পুনরায় অবলোকন দান করিয়া আমাকে পবিত্রিত করুন ॥৩৪॥

বঙ্গার্থ—হে গোবিন্দ উত্থান করুন, উত্থান করুন। হে জগৎ-পতে! আপনি জগতের নাথ! আপনি নিদ্রিত থাকিলে এই জগৎ নিদ্রিত থাকিবে এবং আপনি উত্থিত হইলে সমস্ত চেষ্টান্বিত হইবে। হে মাধব! উত্থিত হউন, উত্থিত হউন ॥৩৫॥

উক্ত বিধান এক মন্দিরে শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ থাকেন তবে করিবে, অন্যথায় মানসিক উত্থাপন করিবে। পরে মূর্ত্তিসকলের তুলসী ভিন্ন অপর নির্ম্মাল্য অপসারণ করিবে। তারপর সুবাসিত জল লইয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক "ইদং মুখপ্রক্ষালনীয়জলং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া প্রদান করিবে। এই প্রকারে শ্রীরাধা, ললিতাদি, শ্রীমন্মহা-প্রভু প্রভৃতি সকলের নিমিত্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক মুখ-প্রক্ষালন জল দিবে। পরে দন্তকাষ্ঠ লইয়া মূলমন্ত্রসহ "ইদং দন্তকাষ্ঠং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে এবং এই-রূপ শ্রীরাধা প্রভৃতিকে দন্তকাষ্ঠ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্পণ করিয়া (জিভ্ছোলা লইয়া) মূলমন্ত্রসহ "ইয়ং জিহ্বা-শোধনী শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া অর্পণপূর্ব্বক শ্রীরাধা প্রভৃতিকেও অর্পণ করিবে। পরে আবার মুখ ধোয়াইবার জল পূর্ব্ববৎ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অর্পণ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র লইয়া মূলমন্ত্রসহ "ইদং মুখমার্জ্জনীয়বস্ত্রং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া মুখ মার্জ্জন-পূর্ব্বক শ্রীরাধিকাদি সকলের মুখ মার্জ্জন করাইবে। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তবৃন্দকেও করিবে। পরে স্তোত্র পাঠ করিবে।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং

নবজলধরবর্ণং চম্পকোদ্ভাসিকর্ণং।
বিকশিতনলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দহাস্যং॥

কনকরুচিদুকূলং চারুবর্হাবচূড়ং।
কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপীকুমারং ॥
বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং।
কঞ্জাখ্যং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুং ॥
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা।
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্ম গোপালবেশং ॥৩৬॥

শ্রীরাধিকা স্তোত্র।

রাধা দামোদর-প্রেষ্ঠা রাধিকা বার্ষভানবী।
সমস্তবল্লবীবৃন্দধর্ম্মিলোত্তংস-মল্লিকা ॥

বঙ্গার্থ—যাঁহার অঙ্গের বরণটী নবজলধরের মত, যাঁহার কর্ণ-যুগল চম্পকপুষ্পদ্বারা সুশোভিত, বিকসিতকমলের মত যাঁহার বদন এবং যে বদনে সুন্দর মন্দ মন্দ হাস্য বিরাজিত, যাঁহার স্বর্ণবর্ণ বস্ত্র, সুন্দর ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা যাহার চূড়াটী রচিত, নিখিল তত্ত্বের সার সেই গোপীনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছি। ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, কস্তুরীর তিলক, উভয় কর্ণের সুন্দর কুণ্ডল দ্বারা দুই গণ্ড সুশোভিতরূপে আক্রান্ত, কমলনয়ন, শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখাসমন্বিত কণ্ঠ, মধুময় হাসিতে শ্রীবদন সুশোভিত, অধরে বেণু, বৈজয়ন্তী মালা দ্বারা ভূষিত, শ্যামল, শান্ত, ত্রিভঙ্গ, পীতাম্বর, শত শত ব্রজযুবতী পরিবৃত বৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মগোপাল শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥৩৬॥

কৃষ্ণপ্রিয়াবলিমুখ্যা গন্ধর্ব্বা ললিতা সখী।
বিশাখাসখ্যসুখিনী হরিহৃদ্‌ভৃঙ্গমঞ্জরী ॥
ইমাং বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা দশ নাম মনোরমাং।
আনন্দচন্দ্রিকা নাম যো রহস্যাং স্তুতিং পঠেৎ ॥
সংক্লেশরহিতো ভূত্বা ভূরি সৌভাগ্যভূষিতঃ।
ত্বরিতং করুণাপাত্রং রাধামাধবয়োর্ভবেৎ ॥৩৭॥

॥শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্তোত্রং

উজ্জ্বলবরণগৌরবরদেহং বিলসতি নিরবধি ভাববিদেহং।
ত্রিভুবনপাবন কৃপয়ালেশং ত্বং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥

বঙ্গার্থ—রাধা-দামোদর-প্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা, বার্ষভানবী, সমস্ত গোপীকাগণের শিরোভূষণ স্বরূপা, কৃষ্ণপ্রিয়াগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, গন্ধর্ব্বা, ললিতা সখী বিশাখা সখ্যসুখিনী, হরির হৃদয় ভ্রমরের মঞ্জরী স্বরূপা, বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার এই মধুর দশটী নামযুক্ত আনন্দচন্দ্রিকা নামে রহস্য স্তুতি যিনি পাঠ করেন তিনি দুঃখরহিত ও প্রচুর সৌভাগ্যযুক্ত হইয়া শীঘ্র শ্রীরাধামাধবের কৃপাপাত্র হন ॥৩৭॥

উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহধারী, নিরন্তর ভাবোন্মত্ত-রূপে বিলাসবান্, যাঁহার করুণালেশ সম্পর্কেও ত্রিভুবন উদ্ধার হয় সেই শ্রীশচীমাতার স্নেহপুত্তলি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে প্রণাম করি। যিনি আন্তরিক ভাবের বিকারে গদ্‌গদ,

গদ্‌গদ-অন্তর-ভাববিকারং দুর্জ্জনতর্জ্জন-নাদ-বিশালং।
ভবভয়ভঞ্জনকারণকরুণং ত্বং প্রণমামি চ

শ্রীশচীতনয়ং ॥৩৮॥

এইরূপ স্তব পাঠ করিয়া মঙ্গল আরত্রিক করিবে। নিম্নলিখিত শ্রীগোবিন্দের ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দান প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও তদীয় ভক্তবৃন্দেরও এইরূপ মঙ্গল আরতি জানিবে। সর্ব্বত্র "শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" স্থলে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিবে, এইপ্রকার অন্যান্য প্রভুদেরও জানিবে।

প্রথমে "সুপ্রোক্ষিতমস্তু" মন্ত্রে ধূপাধারে জলের ছিটা দিয়া "ধূপায় নমঃ" এই মন্ত্রে ঐ ধূপে পুনরায় জলের ছিটা দিয়া অর্চ্চন করতঃ

বনস্পা

আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বভূতানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥৩৯॥*

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "এষ ধূপঃ শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" মন্ত্রে ধূপাধারটী ভূমি হইতে

যাঁহার বিলাস কৃষ্ণনাম দুষ্কর দুর্জ্জন ব্যক্তির তর্জ্জন স্বরূপ, যিনি সংসার ভয় ভঞ্জনকারী ও অতিশয় দয়ালু সেই শ্রীশচীনন্দনকে আমি প্রণাম করিতেছি ॥৩৮॥

*৩৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ পূজায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীমূর্ত্তির নাভিদেশ পর্য্যন্ত উত্তোলন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ ধূপ-নির্গত সুগন্ধ গ্রহণ করিতেছেন এইরূপ মানসিক চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে কিছুক্ষণ ধারণ পূর্ব্বক নামাইয়া রাখিবে। পরে কর্পূর উক্তরূপ নিবেদনপূর্ব্বক আরত্রিক করিবে। তারপর ঘৃতনির্ম্মিত একাধিক অথচ অসমসংখ্যক ৩ অথবা ৫, ৭, ৯ প্রভৃতি বর্ত্তিকা দ্বারা মঙ্গল নীরাজন করিবে।

দীপ নীরাজন প্রণালী।

স্বর্ণাদি নির্ম্মিত ধাতুপাত্রে কপূর অথবা ঘৃতাপ্লাবিত বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী সংযোগে দুই হাত চিৎ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে তিনবার ঘুরাইয়া মূলমন্ত্রসহ ধেনু মুদ্রা দেখাইয়া "দীপেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দীপার্পণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিবে।

অনন্তর, ওঁ সুপ্রকাশ মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ
সবাহ্যাভ্যন্তর-জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥ ৪০॥*

এই মাত্র পাঠ করিবে। পরে ঐ দীপাধার দক্ষিণ হস্তে লইয়া বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দীপাধারটী ঘুরাইবে। ঘুরাইবার সংখ্যা যথা,—

---

*৪০ শ্লোকের ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণ পূজায় দ্রষ্টব্য

আদৌ চতুষ্পাদতলে চ বিষ্ণো।
দ্বৌ নাভিদেশে মুখমণ্ডলৈকং।
সর্ব্বেষু চাঙ্গেষ্বপি সপ্তবারান্।
আরত্রিকং ভক্তজনস্তু কুর্য্যাৎ ॥৪১॥

পরে সজল শঙ্খ শ্রীমূর্ত্তির মুখমণ্ডলে তিনবার ঘুরাইয়া নীরাজন করিবে। পরে পবিত্র বস্ত্র দ্বারা আরত্রিক করিয়া মূলমন্ত্রসহ "শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও সর্ব্বশেষে চামর ব্যজন করিবে।

আরত্রিক আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে মূলমন্ত্রসহ "শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। আরত্রিক কালে মহাবাদ্য, জয়ধ্বনি, মহাপ্রভুর বা রাধাগোবিন্দের মঙ্গল আরত্রিক গীতি করতাল বাদ্য সহকারে গান করিতে হইবে। মঙ্গল আরত্রিক অন্তে নৈবেদ্য প্রদান করিবে।

প্রথমতঃ "সোপকরণ-নৈবেদ্যায় নমঃ" এই মন্ত্রে নৈবেদ্যে জলের ছিটা দিয়া নৈবেদ্যের অর্চ্চনা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "ইদং সোপকরণ-নৈবেদ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া

বঙ্গার্থ—প্রথমে শ্রীমূর্ত্তির চরণ লক্ষ্য করিয়া চারিবার, নাভি-প্রদেশে দুইবার, শ্রীবদনমণ্ডলে একবার, সর্ব্বাঙ্গ লক্ষ্য করিয়া সাতবার ঘুরাইবে। পরে শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী ধূপ, দীপ গরুড় ও ভক্তবৃন্দের প্রীতির নিমিত্ত দ্বারাভিমুখে একবার ঘুরাইবে ॥৪১॥

নিবেদনান্তে যবনিকার অন্তরালে আসিয়া ভোজন চিন্তা সহ মূলমন্ত্র জপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে আচমনীয় জল ও তাম্বুল প্রদান করিবে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদীনৈবেদ্যং "শ্রীরাধিকাদিব্রজদেবীভ্যো নমঃ"; অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। জপান্তেও পুনঃ প্রাণায়াম করিতে হইবে।

অথ প্রাণায়াম বিধি।

দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বামনাসা টিপিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে দুইবার মূলমন্ত্র জপ করাকে রেচক বলে। পরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া বাম নাসাদ্বারা চারিবার মূলমন্ত্র সহ নিঃশ্বাস গ্রহণ করাকে পূরক বলে। পরে অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা ও অনামিকা কনিষ্ঠা দ্বারা বামনাসা টিপিয়া ছয়বার মূলমন্ত্র জপ করাকে কুম্ভক বলে।

প্রাণায়ামের অপর বিধি।

পূর্ব্বপ্রকারে বাম নাসা বন্ধপূর্ব্বক ষোলবার কামবীজ (ক্লীঁ) জপ করিয়া রেচক করিবে। পরে দক্ষিণ নাসা বন্ধ করিয়া বত্রিশবার জপে পূরক। পরে চৌষট্টিবার জপ করিয়া কুম্ভক করিবে। এইপ্রকার রেচক, পূরক, কুম্ভক করিবে।

জপাঙ্গুলী নির্ণয় বিধি।

জপ করিতে হইলে অঙ্গুলী ব্যবহারের প্রণালী যথা—

আরভ্যানামিকামধ্যাং প্রদক্ষিণমনুক্রমাৎ।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং ক্রমাদ্দশসু পর্ব্বসু॥
অঙ্গুলীনবিযুঞ্জীত কিঞ্চিৎ সঙ্কোচয়েত্তলং।
অঙ্গুলীনাং বিয়োগে তু ছিদ্রেষু স্রবতে জপঃ॥৪২॥

এই প্রকারে জপ করিবে, কিন্তু জপকালে মধ্যমার অপর দুই পর্ব্ব পরিত্যাগ করিবে।

যথা,— পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া জপকালে বিবর্জ্জয়েৎ।
এবং মেরুং বিজানীয়াদ্ব্রহ্মণা দূষিতং স্বয়ং॥৪৩॥

বঙ্গার্থ—দক্ষিণ হস্তের অনামিকার মধ্যপর্ব্ব আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত দশ পর্ব্বে জপ করিবে। হস্ততল কিঞ্চিৎ সঙ্কোচপূর্ব্বক অবিচ্ছিন্ন অঙ্গুলী পর্ব্বে জপ বিহিত। অঙ্গুলী সকল পৃথক পৃথক থাকিলে ছিদ্র পথে জপের ফল পড়িয়া যায়॥৪২॥

জপকালে মধ্যমার মধ্যমপর্ব্ব ও মূলপর্ব্ব পরিত্যাগ করিবে। এই প্রকারের মধ্যমার ঐ দুই পর্ব্বকে মেরু জানিতে হইবে। ব্রহ্মা স্বয়ং তাহাকে দূষিত করিয়াছেন॥৪৩॥

জপযজ্ঞ করিবার প্রণালী তিন প্রকার যথা—

ত্রিবিধো জপযজ্ঞঃ স্যাৎ তথ্যভেদান্নিবোধত।
বাচিকশ্চ উপাংশুশ্চ মানসশ্চ ত্রিধা মতঃ॥

ত্রয়ানাং জপযজ্ঞানাং শ্রেয়ান্ স্যাদুত্তরোত্তরঃ।
যদুচ্চনীচস্বরিতৈঃ স্পষ্টশব্দবদক্ষরৈঃ॥

মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ।
শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ॥

কিঞ্চিচ্ছব্দং স্বয়ং বিদ্যাদুপাংশু স জপঃ স্মৃতঃ।
ধিয়া সদক্ষশ্রেণ্যা বর্ণাদ্বর্ণং পদাৎ পদং॥
শব্দার্থচিন্তনাভ্যাসঃ স উক্ত মানসো জপঃ॥৪৪॥

বঙ্গার্থ—জপযজ্ঞ তিন প্রকার হয়, তাহার ভেদ সকল শ্রবণ কর যথা, বাচিক, উপাংশু, মানস এই ত্রিবিধ। এই তিন প্রকার জপযজ্ঞের মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। উচ্চনীচ-স্বরিত অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত সংজ্ঞক স্বরে স্পষ্ট শব্দবিশিষ্ট অক্ষর দ্বারা যে মন্ত্র স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করা হয় সেই জপযজ্ঞের নাম বাচিক। ধীরে ধীরে মন্ত্র উচ্চা-রণ করিবে, ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ চালিত করিবে। তাহাতে কিঞ্চি-ন্মাত্র শব্দ স্বয়ং শুনিতে পাওয়া যায় তাহার নাম উপাংশু জপ। যে অক্ষর শ্রেণীর বর্ণ হইতে বর্ণ ও পদ হইতে পদের যে অর্থ বুদ্ধির দ্বারা চিন্তন অর্থাৎ অনুসন্ধান, তাহার

জপের পূর্ব্বে ও জপান্তে প্রাণায়াম করিতে হয়। জপে অসমর্থ হইলে ১০৮ বার, সক্ষম হইলে ১০০৮ বার জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে। জপ সমর্পণের সময় দক্ষিণ হস্তের এক অঞ্জলি জল লইয়া "শ্রীকৃষ্ণের হস্তে জলগণ্ডূষ অর্পণ করিতেছি" এইরূপ চিন্তা করিয়া "গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তা ত্বং" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

এইপ্রকার নিবিষ্টমনে অর্থাৎ মন প্রাণ শ্রীগোবিন্দ-চরণে সমর্পণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-সুখের জন্য নিঃস্বার্থভাবে জপ করিবে। পরে (৪৮ বার, ২৪ বার, ১২ বার, ৬ বার) যথাশক্তি অষ্টাঙ্গপ্রণাম করিবে। ভোজন এবং শয়নকালে প্রণাম করিতে নাই।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম বিধি।

দোর্ভ্যাং পদ্ভ্যাঞ্চজানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
মনসা বচসা চেতি প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥

যে অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি, তাহাকে মানস জপ বলে ॥৪৪॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জপের কালে মন্ত্রার্থ চিন্তা অথবা তাহার রূপ লীলা চিন্তা করতঃ জপ করিবে।

বঙ্গার্থ—বাহুদ্বয়, পদদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি, মন ও বাক্য এই অষ্ট অবয়ব দ্বারা প্রণামকে অষ্টাঙ্গ শব্দে

জানুভ্যাঞ্চৈব বাহুভ্যাং শিরসা বচসা ধিয়া।
পঞ্চাঙ্গকপ্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমাবিতি ॥৪৫॥

প্রণামকালে গরুড়কে দক্ষিণে রাখিবে যথা—

গরুড়ং দক্ষিণে কৃত্বা কুর্য্যাত্তৎপৃষ্ঠতো বুধঃ।
অবশ্যঞ্চ প্রণামাংস্ত্রীন্ শক্তশ্চেদধিকাধিকান্ ॥৪৬॥

নিরূপিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য উভয় বাহুর দ্বারা শ্রীভগবানের চরণ ধারণপূর্ব্বক মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম, চক্ষুর ঈষৎ নিমীলন দৃষ্টিগত প্রণাম, বাহুদ্বারা প্রভুর চরণ ধারণপূর্ব্বক অবনত মস্তকে প্রণত হইয়া রহিয়াছি, এই প্রকার ধ্যানই মানসিক প্রণাম।

হে ভগবান! আপনি প্রসন্ন হউন ইত্যাদি বাক্যে তিই বাক্যগত প্রণাম।

দুই জানু, দুই বাহু, মস্তক, বাক্য, বুদ্ধি, এই পাঁচ অবয়ব দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলিয়া কথিত হয় ॥৪৫॥

এই পঞ্চাঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ প্রণামই পূজাকালে প্রশস্ত।

বঙ্গার্থ—পণ্ডিতব্যক্তি প্রণামকালে ভগবানের সম্মুখস্থ গরুড়কে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে অর্থাৎ বামভাগে প্রণাম করিবে, প্রভুর অতি নিকটে প্রণাম নিষিদ্ধ। প্রণাম তিনবার অবশ্যই করিতে হইবে কিন্তু সমর্থের পক্ষে অধিকসংখ্যকই কর্ত্তব্য ॥৪৬॥

অতঃপর স্বর, তাল, লয়-যোগে পরমভক্তিসহ শ্রীশ্রীহরি-নাম মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে চারিবার শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিবে। অথবা অন্যান্য মহাজনের পদাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিবে।

মহামন্ত্রসংকীর্ত্তনপ্রমাণং যথা—

হরিনাম-মহামন্ত্রৈর্নশ্যেৎ পাপং পিশাচকং।
হরেরগ্রেস্বনৈরুচ্চৈর্নৃত্যং তন্নামকৃন্নরঃ॥
পুনাতি ভুবনং বিপ্রগঙ্গাদি সলিলং যথা।
হরেঃ প্রদক্ষিণং কুর্ব্বন্নুচ্চৈস্তন্নামকৃন্নরঃ॥
করতালাদিসন্ধানং সুস্বরং কলশব্দিতং॥৪৭॥

পদ্মপুরাণ ২৪শ অধ্যায়।

শ্রীহরিমন্দির চারিবার প্রদক্ষিণ করিবার বিধি নারসিংহে দেখা যায় যথা—

বঙ্গার্থ—যে কোন ব্যক্তি শ্রীহরির সম্মুখে মহামন্ত্র হরিনাম নৃত্যাদি পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করে তাহার পাপরূপ পিশাচ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। গঙ্গাদি পবিত্র নদীর জল যেমন জগতকে পবিত্র করে, সেইরূপ করতালাদি দিয়া সুমধুর কণ্ঠে সেই ষোড়শ নামাত্মক মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ করিলে জগৎ পবিত্র হয়॥৪৭॥

একাং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত তিস্রো দদ্যাদ্বিনায়কে।
চতস্রঃ কেশবে দদ্যাৎ শিবেত্বর্দ্ধপ্রদক্ষিণাং ॥৪৮॥

(হরিভক্তিবিলাস ৮ম বিঃ)

প্রদক্ষিণ মাহাত্ম্য

প্রদক্ষিণেন চৈকেন দেবদেবস্য মন্দিরে।
কৃতেন যৎ ফলং নৃণাং তচ্ছৃণুস্ব নৃপাত্মজ ॥
পৃথ্বীপ্রদক্ষিণফলং যত্তৎ প্রাপ্য হরিং ব্রজেৎ।
এবং কৃত্বা তু কৃষ্ণস্য যঃ কুর্য্যাদ্বিপ্রদক্ষিণং ॥
সপ্তদ্বীপবতীং পুণ্যং লভতে তু পদে পদে।
পঠন্নাম সহস্রন্তু নামান্যেবাথ কেবলং ॥৪৯॥

(নৃসিংহপুরাণ)

বঙ্গার্থ—চণ্ডীকে একবার, সূর্য্যকে সাতবার, গণেশকে তিনবার, বিষ্ণুকে চারিবার ও শিবকে অর্দ্ধবার প্রদক্ষিণ করিবে ॥৪৮॥

হে রাজপুত্র! মানবগণ দেবশ্রেষ্ঠ ভগবানের মন্দির একবার মাত্র প্রদক্ষিণ করিলে যে ফল প্রাপ্ত হন তাহা শ্রবণ করুন। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলে যে ফল হয়, তাঁহারা সেই ফল লাভ করেন এবং হরিকে প্রাপ্ত হন। যিনি এই প্রকার কৃষ্ণকে দুইবার প্রদক্ষিণ করেন এবং সহস্র নাম পাঠ অথবা ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী প্রদক্ষিণ অথবা দানের ফল পদে পদে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৪৯॥

বিষ্ণুস্মৃতৌ

একহস্তপ্রণামশ্চ একাচৈব প্রদক্ষিণা।
অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং ॥৫০॥

অতঃপর দ্বাদশী ভিন্ন সমস্ত তিথিতে তুলসী পত্র আহরণ করিবে।

তুলসী আহরণ মন্ত্র

তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥
ত্বদঙ্গসম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং।
তথা কুরু পবিত্রাঙ্গি কলৌমলবিনাশিনি॥

বঙ্গার্থ—বিষ্ণুস্মৃতিতে,—এক হস্তে প্রণাম করিলে ও একবার মাত্র প্রদক্ষিণ, এবং অকালে অর্থাৎ ভোজন শয়নাদি সময়ে বিষ্ণুকে দর্শন করিলে পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হয় ॥৫০॥

* পূর্ব্বোক্ত শ্রীনৃসিংহপুরাণোক্ত শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ মাহাত্ম্য পাঠ করিলে বুঝা যায় যে একবার অথবা দুইবারও শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিতে পারা যায়, কিন্তু শ্রীহরিভক্তি-বিলাস-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্মৃতির প্রমাণের সহিত একবাক্য করিয়া বুঝিতে হইবে যে পূর্ব্বোক্ত শ্রীনৃসিংহপুরাণোক্ত বচনটী অবৈষ্ণব; বৈষ্ণবগণ ৪ বার শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করিবে, একবার বা দুইবার প্রদক্ষিণ করিলে অপরাধী হইবেন।

মোক্ষৈকহেতো ধরণীপ্রশস্তে,
বিষ্ণোঃ সমস্তস্য গুরোঃ প্রিয়েতি।
আরাধনার্থং বরমঞ্জরীকং।
লুনামি পত্রং তুলসি ক্ষমস্ব ॥৫১॥

এই স্তোত্র পাঠ করিয়া শাখা ভগ্ন না হয় এইপ্রকার যত্নে উভয় হস্তে এক একটী করিয়া পত্র অথবা সমঞ্জরী কোমল পত্রযুগ্ম তুলসী তুলিবে।

ইতি প্রাতঃকৃত্যং সমাপ্তং।

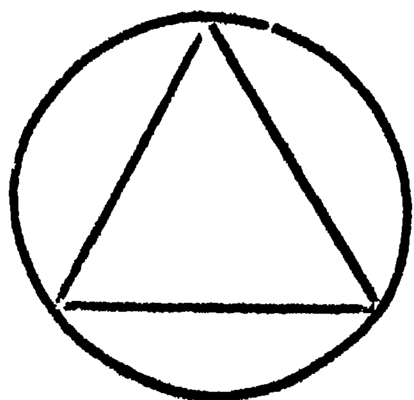
বঙ্গার্থ—হে শোভনে! হে তুলসি! অমৃত হইতে তোমার জন্ম এবং সকল সময়েই কেশবের প্রিয়া, কেশবের পূজার নিমিত্ত আমি তোমাকে চয়ন করিতেছি, তুমি বরপ্রদা হও।

হে পবিত্রাঙ্গি! হে কলিপাপবিনাশিনি! তোমার অঙ্গসম্ভূত পত্রদ্বারা আমি যেরূপে হরির পূজা করিতে পারি, তুমি সেইরূপ কর। হে তুলসি! তুমি মোক্ষের একমাত্র কারণ, পৃথিবীতে তোমার তুল্য শ্রেষ্ঠ নাই, তুমি সর্ব্বগুরু ভগবান বিষ্ণুর প্রিয়া। অতএব তাঁহার আরাধনার নিমিত্ত আমি তোমার শ্রেষ্ঠ মঞ্জরী ও পত্র ছেদন করিতেছি, তুমি ক্ষমা কর ॥৫১॥

অথ পূর্ব্বাহ্নকালকৃত্যম্

সূর্য্যোদয় হইতে ১০ দণ্ড অর্থাৎ ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পূজার মুখ্যকাল তদ্ভিন্ন কাল গৌণকাল।

অথ পূজাপ্রকরণম্



ত্রিকোণ-মণ্ডল।

"সামান্যার্ঘ্য" নিজের বামাগ্রভাগে ভূমিতে চন্দন দ্বারা একটী ত্রিকোণ-মণ্ডল দক্ষিণহস্তের মধ্যমার দ্বারা অঙ্কিত করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা "আধারশক্তয়ে নমঃ, অনন্তায় নমঃ, কূর্ম্মায় নমঃ" বলিয়া কোণত্রয়ে পূজা করিয়া মধ্য-স্থলে "পৃথিব্যৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। পরে "ফট্" বলিয়া অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিয়া মণ্ডলের উপর বসাইয়া "নমঃ" মন্ত্রে জলপূর্ণ করিবে। পরে অঙ্কুশ-মুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে "গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু" মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে। মূলমন্ত্রে জলে

জলোপরি

পান্তে ঐ জলের ছিটা নিজ শরীর ও পূজার সম্ভারে দিবে।

ঘণ্টাস্থাপনং

কামবীজ (ক্লীঁ) উচ্চারণসহ পাত্রের উপর ঘণ্টা রাখিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা ঘণ্টা পূজা করিয়া বাজাইবে।

আসনপূজা

"এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা আসন পূজা করিয়া বামহস্তে আসন ধরিয়া "আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কুর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ" বলিয়া যুক্তহস্তে "পৃথিত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা. ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু" এই মন্ত্রে আসন শুদ্ধি চিন্তা করিবে। পরে পূজার্থ আনীত পুষ্পগুলি হস্তে ধরিয়া "ওঁ পুষ্পে পুষ্পে, মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা" মন্ত্রে পুষ্প শোধন করিবে। পরে "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে দুই হস্তে একটী পুষ্প মর্দ্দন পূর্ব্বক কর-শোধন করিয়া বাম দিকে ফেলিয়া দিবে।

পাত্রাসনস্থাপনং

নিজের অগ্রে বামভাগে আধারের সহিত শঙ্খ অর্ঘ্য-পাত্র

পাদ্য-পাত্র ও আচমনীয় পাত্র সকল স্থাপন করিবে। দক্ষিণভাগে ঘৃতপ্রদীপ, বামে তৈলপ্রদীপ, এইরূপ সকল পূজার উপকরণ নিজের দৃষ্টির গম্যস্থানে স্থাপন করিবে। হস্তপ্রক্ষালনের একটি বড় পাত্র নিজের দক্ষিণে পশ্চাদ্ভাগে রাখিবে, পরে নিম্নোক্ত মঙ্গলশান্তি করিবে।

মঙ্গলশান্তিঃ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবান্, ভদ্রং পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসন্তনূভির্ব্বশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।
স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষাঃ বিশ্বদেবাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাত্বিতি পঠন্ ওঁ শান্তিঃ
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মারাধনেষু শান্তির্ভবত্বিতি ॥

দ্বারদেবতা-পূজা

গন্ধপুষ্প দ্বারা "এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীকৃষ্ণদ্বারদেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। পরে "শ্রীকৃষ্ণদ্বারদেবতাঃ ক্ষমধ্বং" বলিয়া যুক্তহস্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

বিঘ্ননিবারণং।

"অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভুবি সংস্থিতাঃ, যে ভূতাঃ বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া" মন্ত্রে এবং "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্র দ্বারা বাম পদের গোড়ালী দ্বারা মাটীতে তিনবার আঘাত করিয়া পৃথিবীর বিঘ্ন নিবারণ করিয়া অন্তরীক্ষের বিঘ্ন অপ-

সারিত করিবে। মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া আকাশের দিকে দিব্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া স্বর্গের বিঘ্নসকল দূর করিবে।

গুর্ব্বাদিনতি।

কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বামে "শ্রীগুরুভ্যো নমঃ" "পরমগুরুভ্যো নমঃ" "পরাৎপরগুরুভ্যো নমঃ" "পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ" দক্ষিণে "গাং গণেশায় নমঃ" অগ্রে "দুর্গায়ৈ নমঃ" পৃষ্ঠভাগে "ক্ষেত্রপালায় নমঃ" মধ্যে "শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিবে।

দশদিক বন্ধন।

"অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে (ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে) তিনটী করতালি, দিয়া দিগ্বন্ধন ও নিজের চতুর্দ্দিকে অগ্নিময় প্রাচীর চিন্তা করিবে।

অথ ভূতশুদ্ধিঃ

র্ত্তুর্জপ হামাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বা যথাবিধ্যপ্যনুষ্ঠিতাঃ ॥৫২॥

হরিভক্তিবিলাস ৫ম বিঃ ॥

করকচ্ছপিকা মুদ্রা রচনা করিয়া দীপ কলিকার ন্যায় জীবাত্মাকে "সোহহং"* মন্ত্রে হৃৎপদ্ম হইতে শিরঃস্থিত

বঙ্গার্থ—জপাদি কর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলেও ভূতশুদ্ধি না করিলে কর্ত্তার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয় ॥৫২॥

*সোহহং মন্ত্রার্থ = বিভু সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবান্ অনু-সচ্চিদানন্দ আমি তার দাস ॥

সহস্রদল-কমলের মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মার নিকট স্থাপন করিবে। তারপর ভাবিবে আমি, পরমাত্মা ভগবানের নিত্য সেবক শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ। পরে দেখিতেছি, পঞ্চভূত যে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছে তাহার বিপরীত ক্রমে তামসাহঙ্কারে বিলীন হইল। ইন্দ্রিয়গণ ও বুদ্ধি রাজসাহঙ্কারে, মন ও দেবতাগণ সাত্ত্বিকাহঙ্কারে, তিন অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে ও মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে লীন হইল। পরে নাভিস্থিত "যং" বায়ু বীজ উচ্চারণ দ্বারা দক্ষিণ কুক্ষিস্থ রূক্ষ কৃষ্ণবর্ণ পাপ-পুরুষ শুষ্ক হইল এবং হৃদয়োত্থিত "রং" বহ্নি বীজ উচ্চারণ দ্বারা পাপ-পুরুষ ভস্মীভূত হইল।

পরে সহস্রদল-কমলাবস্থিত পূর্ণচন্দ্র-মণ্ডল হইতে "বং" বীজ উচ্চারণ দ্বারা অক্ষরাকার সুধা বর্ষণ হইয়া ভস্মীভূত দেহ ধৌত হইয়া গেল। অতঃপর নিজ মনে চিন্তা করিবে যে আমার একটী দিব্য দেহ হইয়াছে। ঐ অভিনব দেহে সূর্য্যমণ্ডল হইতে প্রাণ শক্তি দেবী ও ইন্দ্রিয়গণ প্রবেশ করিল। পরমাত্মা ভগবানের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ সেবার উপযুক্ত দেহ পাইয়া পুনঃ হৃদয়ে আসিয়া স্থিতি লাভ করিলাম। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বিধানে প্রাণায়াম করিবে।

শ্রীশ্রীগুরুপূজাবিধিঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অথবা শ্রীশ্রীনন্দনন্দনের পূজার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীগুরু পূজা করিতে হয়, সুতরাং প্রথমে গুরু পূজা করিবে।

প্রমাণ যথা—

পূজয়িষ্যংস্ততঃ কৃষ্ণমাদৌ সন্নিহিতং গুরুং।
প্রণম্য পূজয়েদ্ভক্ত্যা দত্ত্বা কিঞ্চিদুপায়নং ॥
রিক্তপাণি র্ন পশ্যেত্তু রাজানং ভিষজং গুরুং।
নোপায়নকরঃ পুত্রং শিষ্যং ভৃত্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥৫৩॥

শ্রীভগবদুক্তৌ।—

প্রথমস্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনং।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

বঙ্গার্থ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতে উপস্থিত হইয়া অগ্রে সমীপবর্ত্তী শ্রীগুরুদেবকে কিঞ্চিৎ উপহার প্রদান-পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া ভক্তি-সহকারে পূজা করিবে। রিক্ত-হস্তে রাজা, গুরু এবং চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না, আর উপায়ন হস্তে লইয়া পুত্র, শিষ্য ও ভৃত্যকে দেখিবে না ॥৫৩॥

গুরৌ সন্নিহিতে যস্তু পূজয়েদন্যমগ্রতঃ।
স দুর্গতিমবাপ্নোতি পূজনং তস্য নিষ্ফলং ॥৫৪॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং

অতঃ প্রাক্ গুরুমভ্যর্চ্চ্য কৃষ্ণভাবেন বুদ্ধিমান্ ॥৫৫॥

হরিভক্তিবিলাসের পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র-বচনানুসারে সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরু পূজা কর্ত্তব্য। মন্ত্রদাতা শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলে অভিবন্দনান্তর পাদ্য, গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। শ্রীগুরুদেবের অনুপস্থিতিতে অথবা তিনি প্রকট না থাকিলে সাধক শুদ্ধ বস্ত্রোত্তরীয় ধারণ করিয়া শুদ্ধাসনে উত্তর অথবা পূর্ব্বাস্য হইয়া দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ পূর্ব্বক আচমন করতঃ শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠের শ্রীগোবিন্দজীউর বামভাগে শ্রীগুরুদেবকে ধ্যান করিবে।

।ভগবানের বাক্য।

বঙ্গার্থ—প্রথমে গুরুর পূজা করিলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা না করিলে পূজার ফল হয় না। গুরু নিকটে থাকিতে যিনি অগ্রে অন্যের পূজা করেন, তিনি দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েন এবং তাহার পূজা বিফল হয় ॥৫৪॥

অগস্ত্যসংহিতায়।

অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণবোধে সর্ব্বাগ্রে গুরু অর্চ্চনা করিবে ॥৫৫॥

শ্রীশ্রীগুরুধ্যানং

ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতে পদ্মে সহস্রদলশোভিতে।
শ্রীগুরুং পরমাত্মানং ব্যাখ্যামুদ্রালসংকরং ॥
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং পীতং ধ্যায়েদখিলসিদ্ধিদং ॥৫৬॥

হরিভক্তি ৩য় বিলাস।

(১৫নং শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য)

সদাচারপ্রাপ্তধ্যানং যথা—

শশাঙ্কযুতসঙ্কাশং বরাভয়লসৎকরং।
শুক্লাম্বরধরং দেবং শুক্লমাল্যানুলেপনং ॥
শিষ্যানুগ্রহসন্ধানস্মিতনিত্যযুতাননং।
শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেবাদিদাতারং দীনপালকং ॥
সমস্তমঙ্গলাধারং সর্ব্বানন্দময়ং বিভুং।
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুদেবং তং পরমানন্দমশ্নুতে ॥৫৭॥

বঙ্গার্থ—ব্রহ্মরন্ধ্রস্থানীয় সহস্রদলকমলে পরমাত্মা স্বরূপ, ব্যাখ্যা-মুদ্রা-শোভিত-কর, পীতবর্ণ, দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ অখিল মন্ত্র সিদ্ধিদাতা শ্রীগুরুদেবকে ধ্যান করিবে ॥৫৬॥

যাঁহার অঙ্গ-শোভা কোটি চন্দ্রমার ন্যায়, আনন্দ উজ্জ্বল শ্রীহস্ত বরাভয় ভঙ্গীমাময়, পরিধানে শুক্লাম্বর, শুভ্র জ্যোতিঃ মাল্য ও অনুলেপনে শোভমান, শিষ্যের অনুগ্রহ ভাবনাময় নিত্য স্মিতানন দীনজন-পালক, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম

উভয় ধ্যানই যোগপীঠস্থ শ্রীকৃষ্ণের বামভাগস্থিত গুরু লক্ষিত হইয়াছেন। ইহার যে কোনটী করতঃ মানসিক পূজা করিয়া পীঠে পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক হাত জোড় করিয়া "হে গুরো মদীয়াং পূজাং গৃহাণ" বলিয়া আবাহন করতঃ আবাহন মুদ্রা দেখাইয়া পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে।

পাদ্য-পাত্র পৃথক সংস্থাপন করিয়া "সুপ্রোক্ষিতমস্তু" মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ পাদ্য-পাত্রকে অর্ঘ্য-জলের দ্বারা পূজা প্রোক্ষণ করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে পাদ্যায় নমঃ" বলিয়া সচন্দন গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া "এতৎ পাদ্যং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" বলিয়া শ্রীগুরুদেবকে পাদ্য প্রদান করিবে। তৎপরে ক্রমশঃ "ইদমর্ঘ্যং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" "ইদমাচমনীয়ং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" "ইদং স্নানীয়জলং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" "এষ গন্ধঃ ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" "এতে গন্ধে পুষ্পে ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" এইরূপে প্রত্যেক উপচার অর্পণ করিবে। অনন্তর বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে "এতে গন্ধপুষ্পে" বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা "শ্রীগুরুভ্যো নমঃ, পরমগুরুভ্যো নমঃ, পরাৎপরগুরুভ্যো নমঃ, পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। পরে পাত্রে ধূপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া "সুপ্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া জলের ছিটা দিবে।

সেবাদি দাতা, অনন্ত বিশ্বের মঙ্গলাধার, সর্ব্বানন্দ-মূল স্বরূপ, বিভু সেই শ্রীগুরুদেবকে আমি ধ্যান করি ॥৫৭॥

পরে "এতে গন্ধপুষ্পে ধূপায় নমঃ" বলিয়া দ্বারা ধূপের অর্চ্চনা করিয়া "এষ ধূপঃ ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" বলিয়া শ্রীগুরুদেবকে প্রদান করিবে। এইপ্রকারে দীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া অভ্যুক্ষণ ও অর্চ্চনা করিয়া "এষ দীপঃ ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" বলিয়া প্রদান করিবে।

অনন্তর ত্রিকোণ-মণ্ডলোপরি অর্থাৎ জল দ্বারা ত্রিকোণ লিখিয়া তদুপরি নৈবেদ্য-পাত্র স্থাপন করিয়া আসন প্রদান পূর্ব্বক "সুপ্রোক্ষিতমস্তু" মন্ত্রে নৈবেদ্যের উপর জলের ছিটা দিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে সোপকরণ-নৈবেদ্যায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া তুলসীপত্রযুক্ত নৈবেদ্য উত্তান বামহস্ত দ্বারা স্পর্শ করতঃ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা জলযুক্ত শঙ্খ গ্রহণ করিয়া "এতৎ তুলসীসহিতং সোপকরণ-নৈবেদ্যং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" বলিয়া জলের ছিটা দিয়া শ্রীগুরুদেবকে প্রদান করিবে। পরে ধেনুমুদ্রা ও মৎস্যমুদ্রা দেখাইয়া "ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" এই মন্ত্র দশবার নৈবেদ্যের উপর জপ করিয়া "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গুরুদেবের দক্ষিণহস্তে জলগণ্ডূষ প্রদান করিবে। পরে "প্রাণায় স্বাহা" "অপানায় স্বাহা" "সমানায় স্বাহা" "উদানায় স্বাহা" "ব্যানায় স্বাহা" এইরূপ প্রাণাহুতি জল প্রদান পূর্ব্বক প্রাণাদি মুদ্রা প্রদর্শন করিবে।

পরে পানার্থ জল প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পরে

ভোজন সমাপ্তি চিন্তা করিয়া "ইদমাচমনীয়ম্ ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" বলিয়া আচমনীয় প্রদান করিবে। "এতৎ তাম্বূলং ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" বলিয়া তাম্বূল প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় আচমন করিবে; অতঃপর "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। প্রণাম করিয়া আজ্ঞা প্রার্থনা করিবে।

আজ্ঞাপ্রার্থন

শ্রীগুরো! পরমানন্দ! প্রেমানন্দ ফলপ্রদ।
ব্রজানন্দপ্রদানন্দ সেবায়াং মাং নিয়োজয়।

ইতি শ্রীশ্রীগুরুপূজা সমাপ্তা।

— বিশেষ দ্রষ্টব্য —

শ্রীগুরুপূজায় নৈবেদ্য অর্পণ-বিধি দুই প্রকার যথা—

(১) হরিভক্তিবিলাসের মতে প্রথমে শ্রীগুরুদেবকে নৈবেদ্য অর্পণপূর্ব্বক গুরুপূজা সমাপ্ত করিয়া শ্রীবিগ্রহপূজা আরম্ভ করিবে।

(২) কোন কোন পদ্ধতিতে দেখা যায় শ্রীগুরুদেবকে নৈবেদ্য অর্পণ বাকি রাখিয়া শ্রীবিগ্রহপূজার নৈবেদ্য অর্পণ সমাপ্ত করিয়া, ঐ প্রসাদী নৈবেদ্য শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিবে।

এইরূপ স্থলে সাধক নিজ নিজ গুরুর উপদেশানুসারে নৈবেদ্য অর্পণ করিবে।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুপূজা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধ্যানং

স্বধুর্ন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিতমতিবৃহৎ-কূর্ম্মপৃষ্ঠাভগাত্রং
রম্যারামাবৃতং সন্মণিকনক-মহাসদ্মসঙ্ঘৈঃ পরীতং।
নিত্যং প্রত্যালয়োদ্যৎ-প্রণয়ভরলসৎ-কৃষ্ণসংকীর্ত্তনাঢ্যং
শ্রীবৃন্দাটব্যভিন্নং ত্রিজগদনুপমং শ্রীনবদ্বীপমীড়ে ॥৫৮॥
তন্মধ্যে নবচূড়-রত্নকলসং বজ্রেন্দুরত্নান্তরা-
মুক্তাদাম-বিচিত্র-হেমপটলং যদ্ভাতি রত্নাচিতং।
দেবদ্বার-সুদৃষ্ট-মৃষ্ট-মণিকুট্ট-শোভা-কবাটান্বিতং
সচ্চন্দ্রাতপ-পদ্মরাগ-বিধু-রত্নালম্বি যন্মন্দিরং ॥৫৯॥

বঙ্গার্থ—মনোহর সুরধুনী তীরে অতি বৃহৎ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় গাত্র রমণীয় উপবনবেষ্টিত, মণিময় স্বর্ণময় গৃহাদি দ্বারা পরিশোভিত, প্রতিগৃহে অহরহঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-সংকীর্ত্তন হইতেছে। এতাদৃশ ত্রিভুবন নিরুপম শ্রীবৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধামকে ভজনা করি ॥৫৮॥

উক্ত নবদ্বীপ মধ্যে নবচূড়া ও রত্নময় কলস শোভিত যে সুন্দর রত্নময় মন্দির আছে, সেই মন্দির মধ্যে হীরক,

তন্মধ্যে মণি-চিত্র-হেমরচিতে মন্ত্রার্ণ-যন্ত্রান্বিতে
ষট্‌কোণান্তর-কর্ণিকার-শিখর-শ্রীকেশরৈঃ সন্নিভে।
কূর্ম্মাকার-মহিষ্ঠ-যোগমহসি শ্রীযোগপীঠেঽম্বুজে
আকাশাতপ-চন্দ্রপত্র-বিমুলে যদ্ভাতি সিংহাসনং ॥৬০॥
সিংহাসনস্থ মধ্যে শ্রীগৌরকৃষ্ণং স্মরেত্ততঃ।
দক্ষে নিত্যানন্দরামং প্রেমানন্দ-কলেবরং ॥
বামে গদাধরং দেবমানন্দশক্তি-বিগ্রহং
দেবস্যাগ্রে কর্ণিকায়ামদ্বৈতং বিশ্বপাবনং ॥
তদ্দক্ষিণে ভক্তবর্য্যং শ্রীবাসং ছত্রহস্তকং।
চতুর্দ্দিক্ষু মহানন্দময়ং ভক্তগণং তথা ॥৬১॥

চন্দ্রকান্ত ও নানা রত্ন দ্বারা সুশোভিত এবং মুক্তার মালা ও বিচিত্র স্বর্ণময় গৃহোপকরণযুক্ত নয়নরঞ্জন সুমার্জ্জিত দেবদ্বার ও মণিময় সুন্দর কবাটযুক্ত এবং অতি মনোহর চন্দ্রাতপযুক্ত ও স্থানে স্থানে পদ্মরাগমণি ও নানারত্নে খচিত মন্দির আছে ঐ শ্রীমন্দিরকে আমি ভজনা করি ॥৫৯॥

বঙ্গার্থ—তার মধ্যে মণিখচিত স্বর্ণের দ্বারা রচিত, মন্ত্রময় যন্ত্র-যুক্ত কমলাভ্যন্তরে মণিময় কেশরযুক্ত কর্ণিকারে কূর্ম্মাকার শ্রেষ্ঠ তেজপূর্ণ যোগপীঠে একটী সুন্দর সিংহাসন আছে ॥৬০॥

সিংহাসনের মধ্যে গৌরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিবে, তাঁহার দক্ষিণে প্রেমানন্দ-কলেবর শ্রীনিত্যানন্দরামকে ও বামে আনন্দ শক্তি বিগ্রহ শ্রীগদাধরকে, অগ্রে বিশ্বপাবন

উক্ত যোগপীঠোপরি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর ধ্যান করিবে।

মহাজনবিরচিতং ধ্যানং

প্রতপ্তকনকপ্রভং বিমলপূর্ণচন্দ্রাননং
গলন্নয়নবারিভিঃ সপদিসিক্ত ভূমিতলং।
সগদ্‌গদগিরং মুদাসকলদেবচূড়ামণিং
শচীসুতামহং ভজে করুণাসাগরনাগরং ॥৬২॥

কিঞ্চ

অমল-কমল-বক্ত্রং গৌরমম্ভোজনেত্রং
মধুর-মধুর-হাস্যং চারু-কন্দর্প-বেশং।

শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার দক্ষিণে ছত্রহস্তে দণ্ডায়মান ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাস এবং চতুর্দ্দিকে মহানন্দময় ভক্তগণকে চিন্তা করিবে ॥৬১॥

বঙ্গার্থ—যাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তি গলিত স্বর্ণের ন্যায় প্রভাযুক্ত এবং অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বদন এবং যাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অবিরত প্রেমধারা বিগলিত হইয়া নিরন্তর ভূমিতলকে সিক্ত করিতেছে এবং যিনি প্রেমানন্দ সতত ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র শ্রীহরিনাম গদ্‌গদ কণ্ঠে উচ্চারণ করিতেছেন এবং যিনি সকল দেবচূড়ামণি ও করুণার সাগর, রাধাভাবে ভাবিত নাগররাজ সেই শ্রীশচীনন্দনকে আমি ভজনা করি ॥৬২॥

পদ্মের ন্যায় যাঁহার বদন অতি নির্ম্মল এবং যাঁহার

সুর-নর-মুনিবন্দ্যং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং
দলিত-নটন-শক্তিং তং ভজে প্রেমমূর্ত্তিং ॥৬৩॥

উক্ত প্রকার ধ্যান করতঃ মানসোপচারে বহিঃপূজায় বর্ণিত পাদ্যাদির দ্বারা মনে মনে পূজা করিবে; পরে বহিঃ পূজা করিবে। পরে পুষ্পাঞ্জলিত্রয় "এঁষ পুষ্পাঞ্জলিঃ (মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি নমঃ" মন্ত্রে প্রদান করিয়া স্বর্ণাদি আসন গ্রহণপূর্ব্বক অভ্যুক্ষণ ও পূজা করিয়া "ইদমাসনং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া আসন অর্পণ করিবে। পরে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! সহ পরিবারেণ স্বাগতং করোমি" এই বাক্যে স্বাগত মুদ্রাসকল দেখাইয়া স্বাগত প্রশ্ন করিয়া শঙ্খ স্থাপন করিবে।

শঙ্খস্থাপনং

নিজের বাম দিকে সম্মুখভাগে চন্দনাদি দ্বারা ত্রিকোণ-মণ্ডল লিখিয়া ঐ মণ্ডলে "অস্ত্রায় ফট্" উচ্চারণপূর্ব্বক

অধরে মধুর মধুর হাস্য লাগিয়া রহিয়াছে এবং যিনি বেশ-ভূষায় কন্দর্পের ন্যায় মনোহর এবং যাঁহার চরণদ্বয় দেব মানব ও মুনিগণ বন্দনা করিতেছেন এবং যাঁহার অদ্ভুত নৃত্যশক্তি সমুদয় নটগণের নৃত্যশক্তিকে পদদলিত করিতেছে সেই প্রেমময় মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥৬৩॥

জল দ্বারা ধৌত শঙ্খাধারকে "ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ" মন্ত্র দ্বারা স্থাপন করিয়া তদুপরি "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্র দ্বারা ধৌত শঙ্খকে স্থাপন করিবে। পরে শঙ্খে "হৃদয়ায় নমঃ" মন্ত্র দ্বারা গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ করিবে। পরে "ক্ষং" হইতে "অং" পর্য্যন্ত বিলোম-মাতৃকা অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে উক্ত অক্ষর সকল উচ্চারণ পূর্ব্বক "শিরসে স্বাহা" মন্ত্রে ঐ শঙ্খকে জল দ্বারা পূর্ণ করিবে। পরে "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা শঙ্খাধারে বহ্নিমণ্ডলের পূজা করিবে। পরে "অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ" বলিয়া পূর্ব্ববৎ শঙ্খে অর্কমণ্ডলের পূজা করিবে। পরে "উং সোম-মণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া পূর্ব্ববৎ শঙ্খস্থ জলে সোমমণ্ডলের পূজা করিবে। পরে "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি, নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু" মন্ত্র সহকারে অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা অর্কমণ্ডল হইতে শঙ্খ মধ্যে তীর্থ সকলকে আবাহন করিয়া "শ্রীগৌরাঙ্গ ইহাবহ" মন্ত্রে হৃৎপদ্ম হইতে শ্রীগৌরাঙ্গকে আবাহন করিয়া "শিখায়ৈ বষট্" মন্ত্র দ্বারা গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। পরে "নেত্রাভ্যাম্ বৌষট্" মন্ত্র দ্বারা ঐ জল দর্শনপূর্ব্বক "কবচায় হুং" মন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন করিবে। পরে ঐ জলে মূলমন্ত্রের পঞ্চাঙ্গ ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার জলে গন্ধাদি প্রদান করিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া কুর্চ্চ দ্বারা অর্থাৎ "হুং" বীজ দ্বারা ঐ

জল স্পর্শ করিয়া সপ্রণব "বং" এই অমৃত বীজ দ্বাদশ জপ করিয়া "সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" পুনর্ব্বার গন্ধাদি প্রদান করিয়া জলকে চক্রমুদ্রা দ্বারা রক্ষণ ও মৎস্য মুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া শঙ্খ স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিবে। পরিশেষে ঐ জল প্রোক্ষণি পাত্রে কিঞ্চিৎ প্রক্ষেপ করিয়া শেষ জল দ্বারা সমস্ত অর্চ্চন দ্রব্য ও নিজের শরীরে মূলমন্ত্র দ্বারা তিনবার প্রোক্ষণ করিবে।

অথ পূজা

সর্ব্বত্র মন্ত্র স্মরণ সহকারে "এতৎ পাদ্যং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া চরণ লক্ষ্য করিয়া পাদ্য অর্পণ করিবে।

"ইদমর্ঘ্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি স্বাহা" বলিয়া মস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

"ইদমাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি স্বাহা" বলিয়া দক্ষিণহস্তে আচমনীয় প্রদান করিবে।

"এষ মধুপর্কঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি স্বাহা" বলিয়া মধুপর্ক মুখে অর্পণ করিবে।

"ইদং স্নানীয়জলং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া স্নানার্থে জল দিবে।

"ইদং পরিধেয়বসনং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া বস্ত্র অর্পণ করিবে।

"এতানি সুবর্ণময়াণ্যাভরণানি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া আভরণ পরিধান করাইবে।

"এষ গন্ধঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া শ্রীঅঙ্গে গন্ধ লেপন করিবে।

সচন্দন পুষ্প লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া পুষ্প প্রদান করিবে।

সচন্দন তুলসী লইয়া "ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" "এতৎ সচন্দন-তুলসীপত্রং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া তুলসী অর্পণ করিবে। পরে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও পার্ষদ প্রভৃতির পূজা করিবে।

অঙ্গপূজা

।নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গ। অতএব অঙ্গপূজাস্থলে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের নিম্নলিখিত ধ্যান করিয়া গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভোর্ধ্যানং

শরচ্চন্দ্রভ্রান্তিং স্ফুরদমলকান্তিং গজগতিং
হরিপ্রেমোন্মত্তং ধৃতপরমসত্ত্বং স্মিতমুখং।

বঙ্গার্থ—যাঁহার কান্তি শরচ্চন্দ্রের ন্যায় অমল, আনন্দময় গতি মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মনোহর, বদনচন্দ্রমা ঈষৎ হাস্যে

সদাঘূর্ণন্নেত্রং করকলিতবেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজনতরুকন্দং নিরবধি ॥৬৪॥

এইরূপ ধ্যানান্তে শ্রীমহাপ্রভুর ন্যায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পূজা করিবে। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি নমঃ" স্থলে (মন্ত্রসহ) "শ্রীনিত্যানন্দায় নিবেদয়ামি নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ধ্যান

সদ্ভক্তালিনিষেবিতাঙ্‌ঘ্রিকমলং কুন্দেন্দুশুক্লাম্বরং।
শুদ্ধস্বর্ণরুচিং সুবাহুযুগলং স্মেরাননং সুন্দরং ॥
শ্রীচৈতন্যদৃশং বরাভয়করং প্রেমাঙ্গভূষান্বিতং।
অদ্বৈতং সততং স্মরামি পরমানন্দৈককন্দং প্রভুং ॥৬৫॥

শোভমান, নয়ন হরিপ্রেমোন্মত্ততায় ঘূর্ণায়মান, শ্রীহস্তে মোহন বেত্র, সেই কলিমলনাশক পরমসত্ত্বস্বরূপ ভজন-তরুর মূলাশ্রয় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে নিরবধি ভজন করি ॥৬৪॥

বঙ্গার্থ—যাঁহার চরণকমল মধুপানে সাধুভক্তগণ আনন্দিত, পরিধানে কুন্দকুসুম-বিনিন্দিত শুক্লাম্বর, প্রেমময় অঙ্গ নানাবিধ ভূষণে বিভূষিত, বর্ণ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, মনোহর বাহুযুগল পরম করুণাপ্রকাশক বরাভয়প্রদ, শ্রীচৈতন্য অনুভবানন্দে মধুস্মিতানন পরমানন্দকন্দ সেই শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে সতত স্মরণ করি ॥৬৫॥

ধ্যানান্তে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূর্ব্বোক্তভাবে (মন্ত্রসহ) "শ্রীঅদ্বৈতায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে।

পরে উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে।

শ্রীশ্রীবাসপণ্ডিতের ধ্যান

শ্রীগৌরাঙ্গকৃপাপাত্রং পণ্ডিতাখ্যং সদা শুচিং,
শুক্লাম্বরধরং গৌরং গৌরভক্তিপ্রদায়কং।
শ্রীকীর্ত্তনে সদোন্মত্তং ধ্যায়েৎ শ্রীবাসসত্তমং ॥৬৬॥

শ্রীশ্রীগদাধরপণ্ডিতধ্যান

কারুণ্যৈক-মরন্দ-পদ্মচরণং চৈতন্যচন্দ্রদ্যুতিং
তাম্বূলার্পণভঙ্গিদক্ষিণকরং শ্বেতাম্বরং সদ্বরং।

বঙ্গার্থ—যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপাত্র ও সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত এবং যাঁহার পরিধানে শুক্লবর্ণ বস্ত্র শোভা পাইতেছে, যিনি গৌরবর্ণ এবং সকলকে শ্রীগৌরভক্তি প্রদান করিতেছেন, শ্রীকীর্ত্তনে সর্ব্বদা প্রেমোন্মত্ত হইয়া আছেন, সেই উত্তম সাধু শ্রীবাস পণ্ডিতকে আমি ধ্যান করি ॥৬৬॥

যিনি করুণার সাগর যাঁহার চরণদ্বয় পদ্মসদৃশ সুন্দর, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ন্যায় যাঁহার শ্রীঅঙ্গের কান্তি এবং যাঁহার দক্ষিণকর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে তাম্বুল প্রদান করিতেছে এই প্রকার ভঙ্গি প্রকাশ করিতেছেন, যাঁহার পরিধানে সুন্দর

প্রেমানন্দতনুং সুধাস্মিতমুখং শ্রীগৌরচন্দ্রেক্ষণং
ধ্যায়েচ্ছ্রীলগদাধরং দ্বিজবরং মাধুর্য্যভূষোজ্জ্বলং ॥৬৭॥

এতে গন্ধপুষ্পে "শ্রীগদাধরাদি শ্রীগৌর-পার্ষদেভ্যো নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে।

পরে প্রভুর অস্ত্র পূজা করিবে "এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীভগবন্নামভ্যো নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। তারপর ধূপ দান করিবে।

অথ ধূপদানম্

তৈজসাদি পাত্রে সুগন্ধি ধূপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া মন্ত্র স্মরণ সহকারে "ইমং ধূপং শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাদ্বৈতেভ্যো নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া দান করিবে।

অথ দীপদানম্

তৈজসাদি পাত্রে ঘৃতনির্ম্মিত বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত করিয়া "ইমং দীপং মন্ত্রস্মরণসহকারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দাদ্বৈতেভ্যো নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া শ্রীবিগ্রহের চরণে

ও শুভ্র বস্ত্র শোভিত আছে, যাঁহার শরীর প্রেমানন্দময়, যাঁহার হাস্যবদন হইতে সুধা ক্ষরিত হইতেছে, যিনি শ্রীগৌরচন্দ্রকে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন, যাঁহার মাধুর্য্য-ভাবরূপ অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীগদাধরকে ধ্যান করি ॥৬৭॥

চারিবার, নাভিতে দুইবার, মুখে একবার এবং সর্ব্বাঙ্গ লক্ষ্য করিয়া সাতবার দীপ ঘুরাইয়া "এতৎপ্রসাদীধূপদীপৌ শ্রীবাসাদিগৌরভক্তবৃন্দেভ্যো নিবেদয়ামি নমঃ" মন্ত্র স্মরণ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে ঘুরাইয়া রাখিয়া দিবেন। পরে নৈবেদ্য অর্পণ করিবে।

নৈবেদ্যার্পণ

তিন প্রভুর জন্য পৃথক পৃথক তিনখানি নৈবেদ্য রচনা করিয়া, নৈবেদ্য ও পানীয় তিনটী জলপাত্রে তুলসী প্রদান পূর্ব্বক "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিয়া চক্র মুদ্রা ঘুরাইয়া রক্ষা করিবে। পরে যং বায়ুবীজ দশবার জপ করিয়া নৈবেদ্য দোষ-শুষ্ক ভাবনা করিবে। দক্ষিণ করতলে রং অগ্নিবীজ জপ করিয়া বাম করতলে দক্ষিণ করতলের পৃষ্ঠ সংযোগ করিয়া দেখাইয়া বাম করতলে ঠং অমৃতবীজ জপ পূর্ব্বক দক্ষিণ করতল বাম করের পৃষ্ঠে সংযোগ করিয়া প্রদর্শন করাইয়া নৈবেদ্যে অমৃতসিক্ত ভাবনা করিবে। তাল-ত্রয়ে দিগ্বন্ধনপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া কবচ মুদ্রা দ্বারা অবগুণ্ঠন করিবে। মূলমন্ত্রসহ জল প্রোক্ষণ করিয়া সুধাময় চিন্তা করিবে এবং আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ধেনু মুদ্রা দ্বারা নৈবেদ্যকে অমৃত মনে করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা নৈবেদ্যকে পূজা করিয়া বামহস্ত দ্বারা প্রত্যেক পাত্র স্পর্শ করতঃ

দক্ষিণহস্তে গন্ধপুষ্পযুক্ত জল লইয়া "এতৎ সোপকরণ-নৈবেদ্যং (মন্ত্রস্মরণ-সহকারে) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি নমঃ" মন্ত্রে জল ভূমিতে ফেলিবে। দ্বিতীয় নৈবেদ্য স্পর্শ করিয়া (মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক) "শ্রীনিত্যানন্দায় নিবেদয়ামি নমঃ" এইরূপ তৃতীয় নৈবেদ্য (মূলমন্ত্রসহ) "শ্রীঅদ্বৈতায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্পযুক্ত জল ভূমিতে ফেলিবে। পরে দুই হাতে নৈবেদ্য উঠাইয়া "নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে" মন্ত্রে ভক্তিপূর্ব্বক তিন প্রভুকে অর্পণ করিয়া "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" মন্ত্রে তিন প্রভুর দক্ষিণ-হস্তে জল দিবে। নিজ বামহস্তে গ্রাস-মুদ্রা দেখাইয়া "প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা" মন্ত্রে যথাক্রমে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পানীয় জল নিবেদন করিবে — "ইদং সুবাসিত-পানীয়োদকং (মূলমন্ত্রসহ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি নমঃ"। এইরূপ শ্রীনিত্যানন্দায় নিবেদয়ামি নমঃ, শ্রীঅদ্বৈতায় নিবেদয়ামি নমঃ। পরে ঘণ্টা বাজাইয়া যবনিকার বাহিরে আসিবে, কিম্বা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভোজন চিন্তা সহ ১০৮ বার মূলমন্ত্র জপান্তে "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" মন্ত্রে তিন প্রভুর হাতে জল দিয়া "ইদমাচমনীয়ং (মূলমন্ত্রসহ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি স্বাহা", "শ্রীনিত্যা-নন্দায় নিবেদয়ামি স্বাহা", "শ্রীঅদ্বৈতায় নিবেদয়ামি স্বাহা"

বলিয়া আচমন প্রদান করিয়া "এতৎ তাম্বূলং (মূলমন্ত্রসহ) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নিবেদয়ামি নমঃ", "শ্রীনিত্যানন্দায় নিবেদয়ামি নমঃ", "শ্রীঅদ্বৈতায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া তাম্বূল

। পরে "এতৎ ক্কৃষ্ণচৈতন্যপ্রসাদীনৈবেদ্য শ্রীবাসাদিভক্তবৃন্দেভ্যো নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া ভক্তবৃন্দকে নিবেদন করিবে ও পরে "এতৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রসাদীতাম্বূলং

করিবে। পরে স্তব পাঠপূর্ব্বক

শ্রীমহাপ্রভুস্তোত্রং

মোহোন্মাদরসেন গোপবনিতাসিক্তেন বৃন্দাবনং
যঃ পূর্ব্বং জগদেকমঙ্গলমলংচক্রে ঘনশ্যামলঃ
সোঽয়ং গৌরহরিঃ সমস্তজগতীং প্রেম্না সমুল্লাসয়ন্,
কারুণ্যৈকনিকেতনং বিজয়তে গৌরোঽবনীমণ্ডলে ॥

বঙ্গার্থ—যিনি পূর্ব্বে মোহোন্মাদরসে গোপবনিতাদিগকে অভিষিক্ত করিয়া জগতের একমাত্র মঙ্গলস্বরূপ বৃন্দাবনকে বিভূষিত করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণই গৌরহরি গৌরমণ্ডল প্রেমরসে বিশ্ব উল্লাসিত করিয়া সদা জয়যুক্ত হইতেছেন। বিকশিত কদম্বকুসুমের ন্যায় পুলকপুঞ্জে অত্যুজ্জ্বল, মুক্তামালার ন্যায় অবিরাম ঝর ঝর অশ্রু শোভায় শোভমান

কদম্বকুসুমোল্লসৎ-পুলকপুঞ্জ-পুঞ্জোজ্জ্বলং
ঝলজ্‌ঝলদিতি স্খলন্‌ নয়নবারিভিঃ নির্ঝরং
বয়ং দমদমায়িতে হৃদি দরস্ফুরন্মাধুরী
মধুন্মদ-মহানটং কিমপি ধাম বন্দামহে ॥৬৮॥

শ্রীনিত্যানন্দস্তোত্রং

মিহিরমণ্ডল, শ্রবণে কুণ্ডল, গগনমণ্ডলে দোলিতং
কিরে নিরুপম মালতীর দাম, অঙ্গে অনুপমশোভিতং।
মধুর মধুমদে, মত্তমধুকর, চারু চৌদিকে চুম্বিতং
জয়তি জয় বসুজাহ্নবাপ্রিয়! দেহি মে স্বপদান্তিকং ॥৬৯॥

শ্রীঅদ্বৈত-স্তোত্রং

মুহুর্মুহুঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে গায়তং।
অহে নাথ জগত্রাতঃ মম দৃষ্টিগোচরং।

মাধুর্য্য রসোন্মাদনায় নৃত্যশীল অনির্ব্বচনীয় পরমাশ্রয়কে বন্দনা করি ॥৬৮॥

বঙ্গার্থ—যাহার কর্ণের কুণ্ডল বিশাল গগনে নির্ম্মল চঞ্চল চন্দ্র-বিম্বের ন্যায় শোভমান, শ্রীঅঙ্গে মালতী মালার শোভা অতুলনীয় মধুর মধু মত্ততায় মত্ত ভ্রমরকুল চারু চুম্বনে চতুর্দ্দিকে আসক্ত সেই বসুজাহ্নবাপ্রিয় প্রভু সদা জয়যুক্ত হইতেছেন। হে প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ! তোমার চরণপদ্মে স্থান দাও ॥৬৯॥

দ্বিভুজ করুণানাথ দীয়তাং সুদর্শনং
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দভাবনং ॥

দীন-হীন-নিন্দকাদি-প্রেমভক্তি-প্রদায়কং
সর্ব্বদাতঃ সীতানাথ শান্তিপুর-নায়কং।

রাগ-রঙ্গ-সঙ্গদোষ-কর্ম্মযোগ-মোক্ষণং
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনং ॥৭০॥

শ্রীশ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য-বিরচিতং স্তোত্রং

বঙ্গার্থ—যে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বারংবার হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছেন এবং হে জগৎত্রাণকারিন্ হে নাথ! আপনার দর্শন অতি মনোহর, আপনি দ্বিভুজ ও করুণাময়, আপনি আমার দৃষ্টিপথের গোচর হউন বলিয়া রোদন করিতেছেন সেই সীতানাথ অদ্বৈত-চরণারবিন্দ ভাবনা করি। সর্ব্বদা কৃপা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমভক্তি দান করিতেছেন এবং যিনি শান্তিপুর-নায়ক; ও বিষয়ানু-রাগ, কুসঙ্গ দোষ, এবং কর্ম্মবন্ধন হইতে জীবগণকে মুক্তি-দান করিতেছেন সেই সীতানাথ অদ্বৈত প্রভুর শ্রীচরণারবিন্দ আমি ভাবনা করি ॥৭০॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে ভক্তরূপ, শ্রীনিত্যানন্দরূপে ভক্তস্বরূপ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যরূপে ভক্তাবতার, শ্রীবাসাদিরূপে

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণাম

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ॥৭১॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুপূজা সমাপ্তা।

ভক্তসঙ্গক, এবং শ্রীগদাধররাদিরূপে ভক্তশক্তিক, সেই কৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥৭১॥

ইতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুপূজা সমাপ্তা।

অথ শ্রীশ্রীগোবিন্দপূজা।

সামান্যার্ঘ্য, ঘণ্টাস্থাপন, আসনপূজা, পাত্রাসন-স্থাপন, মঙ্গলশান্তি, দ্বারদেবতাপূজা, বিঘ্ননিবারণ, গুর্ব্বাদিনতি, দশদিগ্‌বন্ধন, ভূতশুদ্ধি, শঙ্খস্থাপন, প্রাণায়াম, এই বারটি শ্রীগুরু পূজার পূর্ব্বে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তারপর নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলির অনুষ্ঠান করিতে হইবে যথা—

অথ ঋষ্যাদি স্মরণং

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রস্য শ্রীনারদ ঋষি গায়ত্রী ছন্দঃ!
সকললোক-মঙ্গলনন্দতনয়ো দেবতা ক্লীঁ বীজং
স্বাহা শক্তিঃ কৃষ্ণঃ প্রকৃতি-দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতাঽভিমতার্থে
বিনিয়োগঃ।

অঙ্গন্যাসঃ যথা

ক্লীঁ কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা, গোপীজনশিখায়ৈ বষট্‌, বল্লভায় কবচায় হুং, স্বাহা করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌।

অথ করন্যাসঃ যথা

ক্লীঁ কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, গোবিন্দায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, গোপীজনমধ্যমাভ্যাং বষট্‌, বল্লভায় অনামিকাভ্যাং

হুং, স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। পরে সমস্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তক হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত দুই হস্ত দ্বারা তিনবার ব্যাপক ন্যাস করিবে।

অথ মন্ত্রাস্য অক্ষরন্যাসঃ।

মস্তকে "ক্লীঁ নমঃ"। ললাটে "কৃং নমঃ"। ভ্রূ মধ্যে "ষ্ণাং নমঃ"। দক্ষিণ কর্ণে "অং নমঃ"। বাম কর্ণে "গোং নমঃ"। দক্ষিণ নেত্রে "বিং নমঃ"। বাম নেত্রে "ন্দাং নমঃ"। দক্ষিণ নাসায় "স্বং নমঃ"। বাম নাসায় "গোং নমঃ"। মুখে "পীং নমঃ"। কণ্ঠে "জং নমঃ'। হৃদয়ে "নং নমঃ"। নাভিতে "বং নমঃ"। দক্ষিণ কটিতে "ল্লং নমঃ"। বাম কটিতে "ভাং নমঃ"। গুহ্যে "য়ং নমঃ"। জানুদ্বয়ে "স্বাং নমঃ স্বাং নমঃ"। পদদ্বয়ে "হাং নমঃ হাং নমঃ"।

অথ ঋষ্যাদি-ন্যাসঃ

মস্তকে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রস্য "শ্রীনারদায় ঋষয়ে নমঃ" মুখে "গায়ত্র্যৈ ছন্দসে নমঃ" হৃদয়ে "সকললোকমঙ্গল-শ্রীনন্দতনয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ" দক্ষিণস্তনে "ক্লীঁ বীজায় নমঃ" বামস্তনে "স্বাহায়ৈ শক্তয়ে নমঃ" পুনঃ হৃদয়ে "কৃষ্ণায় প্রকৃতয়ে নমঃ" পুনঃ হৃদয়ে "দুর্গায়ৈ অধিষ্ঠাতৃদেবতায়ৈ নমঃ" দশাক্ষর মন্ত্রে, মস্তকে-দশাক্ষরমন্ত্রস্য মুখে "বিরাট-

চ্ছন্দসে নমঃ” এই মাত্র বিশেষ। যাঁহারা দশাক্ষরমন্ত্রে দীক্ষিত তাঁহারা নিম্নলিখিত অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও অক্ষরন্যাস করিবেন।

দশাক্ষরমন্ত্রস্য অঙ্গন্যাসঃ

“আচক্রায় স্বাহা” হৃদয়ায় নমঃ। “বিচক্রায় স্বাহা” শিরসে স্বাহা। “সুচক্রায় স্বাহা” শিখায়ৈ বষট্। “ত্রৈলোক্যরক্ষাচক্রায় স্বাহা” কবচায় হুং। “অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা” করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

দশাক্ষরমন্ত্রস্য করন্যাসঃ

“আচক্রায় স্বাহা” অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। “বিচক্রায় স্বাহা” তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। “সুচক্রায় স্বাহা” মধ্যমাভ্যাং বষট্। “ত্রৈলোক্যরক্ষাচক্রায় স্বাহা” অনামিকাভ্যাং হুং। “অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা” কনিষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

তারপর সমস্ত দশাক্ষরমন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ৩ বার ব্যাপক ন্যাস করিবে।

দশাক্ষরমন্ত্রের অক্ষরন্যাস বিধিবিশেষ

গোং হৃদয়ায় নমঃ। পীং শিরসে নমঃ। জং শিখায়ৈ নমঃ। নং কবচায় নমঃ। বং অস্ত্রায় দশদিগ্‌ভ্যো নমঃ। ল্লং দক্ষিণপার্শ্বায় নমঃ। ভাং বামপার্শ্বায় নমঃ। য়ং কট্যৈ নমঃ। স্বাং পৃষ্ঠায় নমঃ। হাং মস্তকায় নমঃ।

মুদ্রাপ্রদর্শন

পরে বেণু, বনমালা, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও বিল্বমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে।

(উপরোক্ত মুদ্রাগুলি মুদ্রাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য)

শ্রীনন্দনন্দন-ধ্যানবিধিঃ।

অথ প্রকটসৌরভোদ্গলিত মাধ্বিকোৎফুল্লসৎ-
প্রসূন-নবপল্লবপ্রকরনম্রশাখৈর্দ্রুমৈঃ।
প্রফুল্লনবমঞ্জরীললিতবল্লরীবেষ্টিতৈঃ।
স্মরেচ্ছিশিরিতং শিবং সিতমতিস্তু বৃন্দাবনং॥
বিকাশিসুমনোরসাস্বাদনমঞ্জুলৈঃ সঞ্চর-
চ্ছিলিমুখোদ্গতৈর্ম্মুখরিতান্তরং ঝঙ্কতৈঃ
কপোতশুকশারিকা-পরভৃতাদিভিঃ পত্রিভি-
র্ব্বিরাণিতমিতস্ততো ভুজগশক্রনৃত্যাকুলং॥

বঙ্গার্থ—শ্রীব্রজধাম কল্যাণদায়ক। তাহাতে বিবিধ তরু-সকল বিরাজিত অতএব এই পবিত্র স্থান অতীব সুশীতল। উক্ত বৃক্ষগণের শাখাগুলি উপযুক্ত সুগন্ধে পরিপূর্ণ এবং মধুস্রাবি আর বিকসিত উত্তম পুষ্পের ও নূতন পল্লব সমূহের ভারে নত হইয়া প্রস্ফুটিত নূতন মঞ্জরী দ্বারা শোভিত লতাগণ উহাদিগকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ভ্রমর-সমূহ প্রস্ফুটিত কুসুমের মধু পান করতঃ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ

কলিন্দদুহিতুশ্চলল্লহরিবিপ্রুষাং বাহিভি-
র্ব্বিনিদ্রেসরসীরুহোদর-রজশ্চয়োদ্ধূসরৈঃ।
প্রদীপিতমনোভবব্রজবিলাসিনীবাসসাং।
বিলোলনবিহারিভিঃ সততসেবিতং মারুতৈঃ
প্রবালনবপল্লবং মরকতচ্ছদং বজ্রমৌক্তিক-
প্রকরকোরকং কমলরাগ-নানা-ফলং।
স্থবিষ্ঠমখিলর্ত্তুভিঃ সততসেবিতং কামদং।

করিতেছে এবং রস আস্বাদন সময়ে মুখ হইতে উত্থিত ঝঙ্কারে বৃন্দাবন আমোদে পূর্ণ হইয়াছে, কপোত শুক শারিকা, কোকিলগণ সর্ব্বদা ধ্বনি করিতেছে, চতুর্দ্দিকে ময়ূরবৃন্দ নৃত্য করিতেছে। যমুনা নদীর তরঙ্গের জলবিন্দু প্রবহনশীল শীতল প্রস্ফুটিত পদ্মের রেণুদ্বারা ধূসরবর্ণ বিশিষ্ট ও উত্তেজিত কামাতুর গোপীসুন্দরীগণের বস্ত্র কম্পনকারী বায়ু ধীরে ধীরে বৃন্দাবনে সর্ব্বদা খেলা করিতেছে। উক্ত ব্রজধামে কল্পতরু চিন্তা করিবে। ঐ বৃক্ষের প্রবাল নূতন পল্লব। উহার পত্র, নীলকান্তমণি। হীরক মুক্তা-গুলি উহার কলিকা; পদ্মরাগমণি তাহার নানা প্রকার ফল। বৃক্ষ অতি স্থূল ও উন্নত। অভীষ্ট ফল প্রদান করিতে পারে। ষড় ঋতুর সকল সময়ে উহাকে সেবা করিতেছে অর্থাৎ সকল কালেই ষড় ঋতুর পুষ্প বিক-
[illegible] ... পক্ষিক ব্যক্তি নিরালসভাবে

তদন্তরপি কল্পকাঙ্ঘ্রিপমুদঞ্চিতং চিন্তয়েৎ

স্ফুরদ্ধেমশিখরাবলেরুদিত-ভানুবদ্ভাস্বরা ।

মধোঽস্য কনকস্থলীমমৃতশীকরাসারিণঃ ।

প্রদীপ্তমণিকুট্টিমাং কুসুমরেণুপুঞ্জোজ্জ্বলং ।

স্মরেৎ পুনরতন্দ্রিতো বিগতষট্তরঙ্গাং বুধঃ ॥৭২॥

।বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষের তলদেশে মনোহর স্বর্ণময় ভূমিতে চিত্র-বিচিত্র মণিদ্বারা নির্ম্মিত, অদ্ভুত, অনির্ব্বচনীয় এবং মন প্রাণকে আকর্ষণকারী চতুর্দ্বারযুক্ত মণিমণ্ডল চিন্তা করিবে, তাহার নিম্নে যোগপীঠের চিন্তা করিবে।

যোগপীঠং যথা

তদ্রত্নকুট্টিম-নিবিষ্টমহিষ্ঠ-যোগ-

পীঠেঽষ্টপত্রমরুণং কমলং বিচিন্ত্য ।

রত্নময়ী ভূমি চিন্তা করিবে। রত্নময় শৃঙ্গের শ্রেণীর নিকটে সূর্য্যদেব উদিত হইলে যেরূপ শোভা বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে উক্ত ভূমির দীপ্তিও তদ্রূপ। সুবর্ণে নির্ম্মিত ভূমিদেশ জ্বলিতেছে। পুষ্পগুলির রেণু পতিত হওয়াতে ভূমি উজ্জ্বলিত দেখায়। সংসারের ছয় তরঙ্গ অর্থাৎ শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, উক্ত স্থানে থাকিতে পারে না ॥৭২॥

বঙ্গার্থ—উক্ত মণিমণ্ডপের মধ্যস্থিত রত্নময়কুট্টিমে একটী যোগাসনে রক্তবর্ণ একটী অষ্টদল কমল চিন্তা করিবে।

উদ্যদ্বিরোচন-সরোচিরমুষ্যমধ্যে
সঞ্চিন্তয়েৎ সুখনিবিষ্টমথো মুকুন্দং ॥৭৩॥

সুখে বাস যথা—সম্মোহনতন্ত্রে শ্রীশিব বলিতেছেন, দুই হস্তে বেণু ধারণ করিয়া শ্রীমুখে যোজনা করতঃ সম্যক্-রূপে ত্রিভঙ্গ হইয়া শ্রীমতী রাধিকাকে বামে লইয়া স্থাবর জঙ্গম সকলের মন আকর্ষণ করতঃ মোহন বেণু বাজাই-তেছেন এইরূপে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিবে।

যোগপীঠস্থ রক্তকমলের প্রধান অষ্টদলে শ্রীললিতাদি প্রধান অষ্ট সখীকে চিন্তা করিবে।

প্রধানাষ্টদলেষ্বেবমষ্টৌ শ্রীললিতাদয়ঃ।
রাধাকৃষ্ণসুখামোদা সেবোপায়নপাণয়ঃ ॥
সবৃন্দাযত্নতোধ্যেয়াস্তত্রাদৌ-ললিতোত্তরে।
ঐশান্যেতু বিশাখৈন্দ্রে চিত্রেন্দুলেখিকাগ্নেয়ে ॥
যাম্যে চম্পকবল্লীচ নৈঋতে রঙ্গদেবীকা।
পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যাথ সুদেবী বায়বে তথা ॥৭৪॥

প্রাতঃকালীন উদিত রবির ন্যায় প্রভাশালী উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে তাহার মধ্যভাগে সুখে অবস্থিত আছেন ইহা ভাবনা করিবে ॥৭৩॥

বঙ্গার্থ—যুগলকিশোর বিরাজিত পথের উত্তরদিক্স্থিত দলে শ্রীললিতা দেবীকে, ঈশানকোণস্থ দলে শ্রীবিশাখা দেবীকে,

যোগপীঠস্থ প্রধানা সখীগণের অনুগতা মঞ্জরীগণকে যোগপীঠ কমলের উপদলে চিন্তা করিবে।

অথাষ্টোপদলেষ্বেবমনঙ্গমঞ্জরীমুখাঃ।
সযূথা যত্নতো ধ্যেয়াস্তত্রোত্তরদলদ্বয়ে।
অনঙ্গমঞ্জরী, তস্যা বামে মধুমতী মতা
পূর্ব্বয়োর্বিমলা বামে শ্যামলা দক্ষিণে দ্বয়ে।
পালিকামঙ্গলা বারুণয়োর্ধন্যাচ তারকা ॥৭৫॥

উক্ত কমলের কেশরের পার্শ্বস্থ উপদলে প্রধানা মঞ্জরীগণের অনুগতা, মঞ্জরীগণকে চিন্তা করিবে।

পূর্ব্বদিক্স্থিত দলে চিত্রাদেবীকে, অগ্নিকোণস্থ দলে ইন্দুলেখা দেবীকে, দক্ষিণদিক্স্থিত দলে চম্পকলতা দেবীকে, নৈঋতকোণস্থ দলে রঙ্গদেবীকে, পশ্চিমদিক্স্থিত দলে তুঙ্গবিদ্যা দেবীকে, এবং বায়ুকোণদিক্স্থিত দলে সুদেবীকে ধ্যান করিবে ॥৭৪॥

(উক্ত সখীগণের বর্ণ, রূপ, বয়স, বস্ত্রাভরণাদি ও কুঞ্জসেবা শ্রীকৃষ্ণের প্রথমাবরণ পূজায় দ্রষ্টব্য)

বঙ্গার্থ—উক্ত কমলের উত্তরস্থ উপদলে অনঙ্গমঞ্জরী, ঈশানকোণস্থ উপদলে মধুমতী, পূর্ব্বদিক্স্থিত উপদলে পালিকামঞ্জরী, নৈঋতকোণস্থ উপদলে মঙ্গলামঞ্জরী, পশ্চিমদিক্স্থিত উপদলে ধন্যামঞ্জরী এবং বায়ুকোণস্থ উপদলে তারকামঞ্জরীকে চিন্তা করিবে ॥৭৫॥

অথকিঞ্জল্কপার্শ্বস্থা সর্ব্বদা সেবনোৎসুকা
প্রিয়নর্ম্মসখীর্ধ্যায়েৎ কৃষ্ণদক্ষিণতঃ ক্রমাৎ।
লবঙ্গমঞ্জরীং রূপমঞ্জরীং রসমঞ্জরীং
গুণরত্যুত্তরে নাম মঞ্জর্য্যৌ ভদ্রমঞ্জরীং
লীলামঞ্জরিকাঞ্চৈব বিলাসমঞ্জরীং তথা
কস্তুরীমঞ্জরীঞ্চান্যাং মঞ্জর্য্যৌ কেলিকুন্দয়োঃ।
মদনাশোকমঞ্জর্য্যৌ মঞ্জুলালীং সুধামুখীং
পদ্মমঞ্জরিকামেতা ষোড়শ প্রবরামতা ॥৭৬॥

বঙ্গার্থ—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের দক্ষিণ দিকের দল হইতে মঞ্জরীগণকে ধ্যান করিবে। দক্ষিণস্থ দলে লবঙ্গমঞ্জরী ও রূপমঞ্জরী, নৈঋতকোণস্থ দলে রসমঞ্জরী ও গুণমঞ্জরী পশ্চিমদিক্‌স্থিত দলে রতিমঞ্জরী ও ভদ্রমঞ্জরী, বায়ুকোণস্থ দলে লীলামঞ্জরী ও বিলাসমঞ্জরী, উত্তরস্থ দলে কস্তুরীমঞ্জরী ও কেলীমঞ্জরী, ঈশানকোণস্থ দলে কুন্দমঞ্জরী ও মদনমঞ্জরী, পূর্ব্বদলে অশোকমঞ্জরী ও মঞ্জুনালী মঞ্জরী এবং অগ্নিকোণস্থ দলে সুধামুখীমঞ্জরী ও পদ্মমঞ্জরীকে চিন্তা করিবে। ঐসকল মঞ্জরীগণের অনুগত হইয়া নিজ নিজ গুরূপদেশানুসারে প্রাপ্ত সিদ্ধদেহ অন্যাভিলাষ-শূন্য হইয়া শ্রীরাধামাধবের সুখের জন্য মন প্রাণ অর্পণ করিয়া কায়মনোবাক্যে নিরন্তর সেবা করিবে ॥৭৬॥

এইরূপ সখীমঞ্জরী পরিবেষ্টিত কর্ণিকার মধ্যে শ্রীমতী রাধাকে বামে লইয়া বিরাজিত ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দনকে ধ্যান করিবে।

শ্রীকৃষ্ণস্য ধ্যানং

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বিদ্যুদাম্বরং
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরং।
গোপ-গোপী-গবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রয়ং
দিব্যালঙ্করণোপেতং রক্তপঙ্কজমধ্যগং।
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতং
চিন্তয়ংশ্চেতি তং কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ ॥৭৭॥

অন্যচ্চ

স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনাবৃতং।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥

বঙ্গার্থ—প্রস্ফুটিত কমলতুল্য নয়ন, মেঘের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, বিদ্যুতের ন্যায় পীতবস্ত্র পরিধান, দ্বিভুজ, মৌনমুদ্রা-সমন্বিত, বনমালী ঈশ্বর, গোপগোপী গো-সমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত, কল্পতরুর তলে উপবিষ্ট, দিব্যাভরণভূষিত, রক্তকমলের মধ্যে অবস্থিত যমুনা সলিলের তরঙ্গ সম্পর্কিত পবন দ্বারা সেবিত ঈদৃশ রূপবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিলে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে ॥৭৭॥

আত্মনো বদনাম্ভোজপ্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ।
কামবাণেন বিবশাশ্চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ॥
মুক্তাহারলসৎপীনোত্তুঙ্গস্তনভারাণতাঃ।
স্রস্তধর্ম্মিল্লবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ॥
দন্তপঙ্ক্তিপ্রভোদ্ভাসিস্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈর্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ভিতৈঃ॥৭৮॥

অন্যচ্চ

ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং।

বঙ্গার্থ—সহস্র সহস্র ব্রজবধূ কৃষ্ণ-বদনকমলে নিজ নিজ নয়ন ভ্রমর নিযুক্ত করিয়াছেন, কামবাণে বশীভূত হইয়া প্রগাঢ় আলিঙ্গনে উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, মুক্তাহারে বিভূষিত শোভমান উন্নত স্থূল কুচভারে নত হইয়াছেন, যাঁহাদিগের কেশ বন্ধন বিগলিত হইয়াছে, মত্ততা-প্রযুক্ত বাক্য স্খলিত, প্রফুল্লিত দন্তশ্রেণীযুক্ত অধরে শোভিত শৃঙ্গারাদি ভাবগর্ভ বিভ্রমদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রলুব্ধ করিতেছেন, রমণীয় বৃন্দাবনে গোপবধূ বিমোহনকারী পদ্মলোচন শ্যামসুন্দরকে স্মরণ করিবে॥৭৮॥

বিকসিত নীলকমলের ন্যায় যাঁহার অঙ্গকান্তি, চন্দ্র-সদৃশ মনোহর মুখমণ্ডল, ময়ূরপুচ্ছ-ভূষণে প্রীত, শ্রীবৎসচিহ্নে

গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গো-গোপসঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥৭৯॥

অন্যচ্চ।

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং।
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুং।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশং ॥৮০॥

বিভূষিত, কৌস্তুভরত্নধারী, পীত বসন পরিধান, মনোহর ব্রজাঙ্গনাগণের নেত্র-কমল দ্বারা সুপূজিত দেহ, গো ও গোপসমূহ পরিবেষ্টিত, অব্যক্ত মধুর ধ্বনি-সমন্বিত বেণু বাদন-পরায়ণ এবং দিব্যাঙ্গভূষাধারী শ্রীগোপীজনবল্লভ শ্রীগোবিন্দকে ভজনা করি ॥৭৯॥

বঙ্গার্থ—ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, কস্তুরীর তিলক, উভয় কর্ণের সুন্দর কুণ্ডল দ্বারা দুই গণ্ড সুশোভিতরূপে আক্রান্ত, কমল-নয়ন, শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখা-সমন্বিত কণ্ঠ, মধুময় হাসিতে বদন সুশোভিত, অধরে বেণু, বৈজয়ন্তী মালা দ্বার ভূষিত, শ্যামল, শান্ত, ত্রিভঙ্গ, পীতাম্বর, শত শত ব্রজ যুবতী কর্ত্তৃক বৃত, যিনি বৃন্দাবনস্থিত গোপালবেশী ব্রহ্ম সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি ॥৮০॥

শ্রীশ্রীনন্দনন্দনস্থ সর্ব্বাঙ্গবর্ণনধ্যানং

সুত্রামরত্নদলিতাঞ্জনমেঘপুঞ্জং।
প্রত্যগ্রনীলজলজন্মসমানভাসং॥
সুস্নিগ্ধনীলঘনকুঞ্চিতকেশজালং।
রাজন্মনোজ্ঞশিতিকণ্ঠশিখণ্ডচূড়ং॥৮১॥

রোলম্বলালিতসুরদ্রুমপ্রসূনকল্পি-
তোত্তংসমুৎকচ নবোৎপলকর্ণপূরং।
লোলালকস্ফুরিতভালতলপ্রদীপ্ত।
গোরোচনা-তিলকমুচ্চলচিল্লিমালং॥৮২॥

আপূর্ণশারদগতাঙ্কশশাঙ্কবিম্ব-
কান্তাননং কমলপত্রবিশালনেত্রং॥

বঙ্গার্থ—তাঁহার কান্তি, নীলকান্ত মণি, মর্দ্দিতাঞ্জন, মেঘপুঞ্জ এবং নূতন নীল-পদ্মের সদৃশ এবং তাহার কেশজাল সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ, ঘন ও আকুঞ্চিত তাঁহার চূড়ায় মনোহর ময়ূরপুচ্ছ শোভা পাইতেছে॥৮১॥

তিনি, ভ্রমরকুলসেবিত কল্পবৃক্ষ প্রসূন-বিরচিত-আভরণ ধারণ করিয়াছেন। বিকসিত নব উৎপল তাঁহার কর্ণভূষণ, আর, চঞ্চল-অলক দ্বারা সুশোভিত তদীয় ললাট-মণ্ডলে গোরোচনা বিরচিত তিলক দীপ্তি পাইতেছে। তাঁহার দুই ভ্রূ-লতা নৃত্য করিতেছে॥৮২॥

মকরকুণ্ডলরশ্মিদীপ্ত।
গণ্ডস্থলীমুকুরমুন্নতচারুনাসং ॥৮৩॥

সিন্দুরসুন্দরতরাধরমিন্দুকুন্দ
মন্দারমন্দহসিতদ্যুতিদীপিতাঙ্গং।
বন্যপ্রবালকুসুমপ্রচয়াবক্লিপ্ত
গ্রৈবেয়কোজ্জ্বলমনোহরকম্বুকণ্ঠং ॥৮৪॥

মত্তভ্রমদ্ভ্রমরজুষ্টবিলম্বমান-
সন্তানকপ্রসরদামপরিষ্কৃতাংসং।
হারাবলীভগনরাজিতপীবরোরো-
ব্যোমস্থলীললিতকৌস্তুভভানুমন্তং ॥৮৫॥

বঙ্গার্থ—তাঁহার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ কলঙ্কবিহীন, শারদীয় শশাঙ্কের সদৃশ মনোহর, লোচন যুগল পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল, দর্পণতুল্য অর্থাৎ (নির্ম্মল) গণ্ডস্থল, মণি-বিরচিত মকর কুণ্ডল দ্বারা উদ্দীপিত, নাসিকা উন্নত ও মনোহর ॥৮৩॥

অধর দেখিতে সিন্দুর হইতেও অধিক সুন্দর। চন্দ্র, কুন্দ-পুষ্প ও মন্দার প্রসূন সদৃশ শুভ্র, ঈষৎ হাস্যে সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বলীভূত। কণ্ঠ, নব পল্লব ও পুষ্প দ্বারা বিরাজিত কণ্ঠাভরণে দীপ্তিমান ॥৮৪॥

দুই স্কন্ধ চঞ্চল মত্ত ভ্রমরনিকর বিরাজিত লম্বমান কল্পকুসুমের মালায় সুশোভিত, হারাবলীরূপ তারাগণের দ্বারা

।বৎসলক্ষ্মণসুলক্ষিতমুন্নতাংস-
মাজানুপীনপরিবৃত্তসুজাতবাহুং।
আবন্ধুরোদরমুদরেগভীরনাভিং
ভৃঙ্গাঙ্গনানিকরমঞ্জুলরোমরাজিং ॥৮৬॥
নানামণিপ্রঘটিতাঙ্গদকঙ্কণোর্ম্মি-
গ্রৈবেয়সারসননূপুরতুন্দবন্ধং।
দিব্যাঙ্গরাগপরিপিঞ্জরিতাঙ্গযষ্টি-
মাপীতবস্ত্রপরিবৃতনিতম্ববিম্বং ॥৮৭॥
চারূরুজানুমনুবৃত্তমনোজ্ঞজঙ্ঘং
কান্তোন্নতপ্রপদনিন্দিতকূর্ম্মকান্তিং

শোভমান তদীয় বক্ষোরূপ নভোমণ্ডলে মনোহর কৌস্তুভ রূপী সূর্য্য দীপ্তি পাইতেছে ॥৮৫॥

বঙ্গার্থ—শ্রীবৎস চিহ্নদ্বারা তাঁহাকে সুন্দররূপে চিনিতে পারা যাইতেছে তাহার স্কন্ধ দেশ উন্নত, বাহু যুগল জানু পর্য্যন্ত লম্বিত, গোলাকার পুষ্ট এবং সুন্দর। উদর আনত, নাভি-স্থল প্রশস্ত ও গভীর, রোমাবলী দেখিতে ভ্রমরী শ্রেণীর সদৃশ সুন্দর ॥৮৬॥

অঙ্গদ, কঙ্কন, কবচ, রসনা, নূপুর এবং কটিবন্ধনের জন্য স্বর্ণরচিত ও বিবিধ মণিগণ দ্বারা নির্ম্মিত ডোর, দেহ দিব্য অঙ্গরাগে বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট নিতম্ব, অতি পীত বস্ত্রে বেষ্টিত ॥৮৭॥

মাণিক্যদর্পণলসন্নখরাজিরাজ
দ্রত্নাঙ্গুলিচ্ছদনসুন্দরপাদপদ্মং ॥৮৮॥

মৎস্যাঙ্কুশারদরকেতুযবাব্জবজ্র-
সংলক্ষিতারুণকরাঙ্ঘ্রিতলাভিরামং
লাবণ্যসারসমুদায়বিনির্ম্মিতাঙ্গ-
সৌন্দর্য্যনির্জ্জিতমনোভবদেহকান্তিং ॥৮৯॥

আস্যারবিন্দপরিপূরিতবেণুরন্ধ্র-
লোলং-করাঙ্গুলিসমীরিতদিব্যরাগৈঃ।

বঙ্গার্থ—উরু এবং জানু মনোহর, জঙ্ঘা সুন্দররূপে অনুবৃত্ত, মনোহর উন্নত পাদাগ্রভাগ, কূর্ম্মের আকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। নখরাজি মাণিক্যনির্ম্মিত দর্পণ হইতে অধিকতর শোভাশালিনী, সেই নখরাজি দ্বারা শোভমান রত্নাঙ্গুলিস্বরূপ পত্র-নিকরে তাঁহার পাদপদ্ম-যুগল দীপ্তি পাইতেছে ॥৮৮॥

নিরতিশয় অরুণবর্ণ করতলে ও চরণতলে মৎস্য, অঙ্কুশ, চক্র, শঙ্খ, ধ্বজ, যব, পদ্ম ও বজ্রের চিহ্ন থাকাতে তিনি দেখিতে অতি মনোহর হইয়াছেন তাঁহার দেহকান্তি, লাবণ্যের সারসর্ব্বস্ব দ্বারা বিনির্ম্মিত অঙ্গসকলের সৌন্দর্য্য রা, মীনকেতনের অর্থাৎ কন্দর্পের দেহকান্তি জয় করিয়াছে ॥৮৯॥

অনন্তর সুখের সাগরস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ-মুখপদ্ম

শশ্বদ্দ্রবীকৃতবিকৃষ্টসমস্তজন্তু-
সন্তানসন্ততিমনন্তসুখাম্বুরাশিং ॥৯০॥

শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপে ধ্যান করিয়া মনের তৃপ্তি অনুসারে প্রার্থনা করতঃ সমস্ত মানসিক উপচার দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। বাহ্যপূজার বস্তুসকল পৃথক পৃথক করিয়া বলিব, রুচি অনুসারে ঐ সকল দ্রব্য মানস পূজায়ও ব্যবহার করিতে হইবে।

মানসপূজা-প্রার্থনা যথা—

স্বাগতং দেবদেবেশ সন্নিধৌ ভব কেশব।
হাণ মানসীং পূজাং যথার্থপরিভাবিতাং ॥৯১॥

দ্বারা পরিপূরিত বংশীর রন্ধ্রসমূহে হস্তের অঙ্গুলিনিচয় চালন করিয়া যে দিব্য রাগসকল উদ্গীরণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যাবতীয় জন্তুর সন্তানসন্ততি অর্থাৎ বংশাবলী দ্রবীভূত ও আকৃষ্ট হইয়াছে; উধোভারে ভারাক্রান্ত গাভীসকল মন্দ মন্দ স্খলিত গমনে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিতেছে ॥৯০॥

(উপরোক্ত ধ্যান লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে সাধকের যে ধ্যানেতে প্রীতি ও ভালবাসা হয় সেই ধ্যানেতে শ্রীনন্দ-নন্দনের ধ্যান করিবে। কারণ প্রীতি ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ হয় না। কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সুখের জন্য বাসনাশূন্য মনে এইসকল ধ্যান করিবে)

বঙ্গার্থ—হে দেব দেবেশ, তোমার সুন্দর আগমন, হে কেশব,

উক্তপ্রকারে মানসিক পূজা করণান্তর যুক্তহস্তে প্রার্থনা করিবে "অনুজ্ঞাং দেহি ভগবন্ বহির্যাগে মম প্রভো!" এইরূপ বাহ্যপূজার আজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া, গুরুপূজার পূর্ব্বে সামান্যার্ঘ্যাদি হইতে দশদিগ্‌বন্ধন পর্য্যন্ত সেই সমস্ত জানিবে অর্থাৎ পুনরায় পৃথকরূপে করিতে হইবে না। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজায় লিখিত শঙ্খপ্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ এখানে করিবে কিন্তু "গৌরাঙ্গ ইহাবহ, ইহাবহ" স্থলে "শ্রীকৃষ্ণ ইহাবহ, ইহাবহ" বলিবে এইমাত্র বিশেষ। তদনন্তর পীঠপূজা করিবে।

অথ পীঠপূজা

তাম্রাদি-নির্ম্মিত আসনে চন্দনাদি দ্বারা প্রথমে কর্ণিকা, ষোড়শটী কেশর, এবং আটটী দল এই প্রকারে একটী পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তাহার বেষ্টন স্বরূপ পর পর তিনটী বৃত্ত দিবে। এই বৃত্তের বাহিরে চারিদিকে চারিটী দ্বারযুক্ত একটী মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। ঐ অঙ্কিত পদ্মটীকে জল দ্বারা প্রোক্ষণ পূর্ব্বক পীঠ পূজা করিবে। পীঠমধ্যস্থ ভগবানের বামভাগে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত শ্রীগুরুবর্গ, গুরু পাদুকা ও নারদাদি সিদ্ধগণের নাম মন্ত্রসহ গন্ধ

তুমি নিকটবর্ত্তী হও। যথার্থরূপে পরিভাবিতা মানসী পূজা গ্রহণ কর ॥৯১॥

পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। সর্ব্বত্র "এতে গন্ধপুষ্পে" বলিবে। শ্রীগুরবে নমঃ, পরমগুরুভ্যো নমঃ, পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ, পরাৎপরগুরুভ্যো নমঃ, শ্রীগুরুপাদুকাভ্যো নমঃ, শ্রীনারদাদি সিদ্ধপুরুষেভ্যো নমঃ, অন্যেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ, বলিয়া প্রত্যেকবার পূজা করিবে। দক্ষিণে দুর্গায়ৈ নমঃ, গণেশায় নমঃ, সরস্বত্যৈ নমঃ বলিয়া পূজা করিবে। মধ্যে আধারশক্ত্যৈ নমঃ, প্রকৃত্যৈ নমঃ, কূর্ম্মায় নমঃ, অনন্তায় নমঃ, পৃথিব্যৈ নমঃ, ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, রত্নমণ্ডলায় নমঃ, কল্পবৃক্ষায় নমঃ। পরে অগ্নিকোণে ধর্ম্মায় নমঃ, নৈঋতে জ্ঞানায় নমঃ, বায়ু-কোণে বৈরাগ্যায় নমঃ, ঈশানে ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, পূর্ব্বে অধর্ম্মায় নমঃ, দক্ষিণে অজ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমে অবৈরাগ্যায় নমঃ, উত্তরে অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। পুনঃ পীঠমধ্যে অগস্ত্যায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায়, উং সোমমণ্ডলায়, মং বহ্নিমণ্ডলায়, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে। প্রথমে এতে গন্ধপুষ্পে এবং শেষে নমঃ বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা প্রত্যেকের পূজা করিবে। অতঃপর পূর্ব্বাদি অষ্টদলে বিমলায়ৈ, উৎ-কর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্ব্যৈ, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ। পূজার পর পীঠের উপর শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া ইষ্টদেবতা চিন্তাপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে বারত্রয় অর্থাৎ তিনবার

পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। "এষ সচন্দনপুষ্পাঞ্জলিঃ (মূলমন্ত্রসহ) শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ"।

আসনার্পণং

সুবর্ণাদি-নির্ম্মিত আসনকে শঙ্খাদি শুদ্ধ জলের দ্বারা "সুপ্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া অভ্যুক্ষণ করতঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা "এতে গন্ধপুষ্পে অমুক আসনায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া আসন স্পর্শ পূর্ব্বক অথবা পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করতঃ

"সর্ব্বান্তর্য্যামিনে দেব ! সর্ব্ববীজময়ায় তে।
আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহম্" ॥৯২॥

এই মন্ত্রে মূলমন্ত্রসহ "ইদম্ আসনম্ শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া আসন অর্পণ পূর্ব্বক "শ্রীকৃষ্ণ ! ইদম্ আসনমত্রাস্যতাং সুখং" এই প্রার্থনা করিবে। সমস্ত ঃপচারে "সুপ্রোক্ষিতমস্তু" বলিয়া শুদ্ধ জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ ও গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া মূলমন্ত্রসহ অর্পণ করিতে হইবে।

অথ স্বাগতম্

যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে।
তস্য তে পরমেশান সুস্বাগতমিদং বপুঃ ॥৯৩॥

বঙ্গার্থ—হে দেব তুমি সকলের অন্তর্য্যামী, সর্ব্বকারণকারণ, নিজ স্বরূপে স্থিত তোমাকে আমি শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ আসন কল্পনা করিতেছি ॥৯২॥

এই বাক্যটী পাঠ করিয়া (মূলমন্ত্রসহ) "শ্রীকৃষ্ণ সহ পরিবারেন স্বাগতং করোমি" এই মন্ত্রে স্বাগত প্রশ্ন করিয়া আবাহনাদি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক "শ্রীকৃষ্ণ! ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহ সম্যক্ তিষ্ঠ, তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি" ইত্যাদি প্রকারে আবাহন করিবে।

অথ পাদ্যার্পণম্

তাম্রাদি পাত্রে শ্যামাক দূর্ব্বা, পদ্ম, বিষ্ণুক্রান্ত জল অথবা শুদ্ধ জল দ্বারা পাদ্য রচনা করিয়া তাহাতে জলের ছিটা দিয়া পূজা করিয়া প্রদান করিবে। পূজিত পাদ্য-পাত্র গ্রহণ করিয়া

যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসংপ্লব।
তস্য তে চরণাব্জায় পাদ্যং শুদ্ধায় কল্প্যতে ॥৯৪॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া (মূলমনুচ্চার্য্য) "এতৎ পাদ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া শ্রীচরণে পাদ্য অর্পণ করিবে।

বঙ্গার্থ—হে পরমেশ্বর! দেবতাগণ সর্ব্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত, যে তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, সেই তোমার এই বপুটীর সুস্বাগত ॥৯৩॥

যে তোমার চরণে, ভক্তিলেশ সম্পর্কে পরমানন্দের উদয় হয়, সেই তোমার শুদ্ধ চরণ-কমলে আমি পাদ্য কল্পনা করিতেছি ॥৯৪॥

অর্ঘ্যার্পণম্

তিল, সর্ষপ, গন্ধপুষ্প, দূর্ব্বা, অক্ষত, যব ও কুশাগ্রযুক্ত জল কিম্বা কেবল জল, শঙ্খে লইয়া

তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্।
তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহং ॥৯৫॥

বলিয়া (মূলমুচ্চার্য্য) "ইদম্ অর্ঘ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি স্বাহা" মন্ত্রে মস্তকে অর্পণ করিবে।

আচমনীয়ার্পণং

জাতি, লবঙ্গ ও কল্লোলযুক্ত জল অথবা কেবল জল শঙ্খাদি পাত্রে লইয়া

দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচামং কল্পয়ামীশ শুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে ॥৯৬॥

বলিয়া (মূলমুচ্চার্য্য) "ইদমাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া দক্ষিণ হস্তে জল দিবে।

বঙ্গার্থ—ত্রিতাপহারী পরমানন্দ-স্বরূপ আপনাকে ত্রিতাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এই অর্ঘ্য সমর্পণ করিতেছি ॥৯৫॥

দেবতাদিগের দেবতা ও দেবগণের আত্মা এবং আত্মার দেবতা আপনি হয়েন, অতএব আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত আচমনীয় প্রদান করিতেছি ॥৯৬॥

মধুপর্কার্পণম্

দুগ্ধ, চিনি, ঘৃত, মধু, দধি, জল সহ অথবা শুধু জল কাংস্যাদি পাত্রে গ্রহণ করিয়া

সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে।
মধুপর্কমিমং দেব ! কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥৯৭॥

বলিয়া, (মূলমুচ্চার্য্য) "ইমং মধুপর্কং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি স্বাহা" বলিয়া শ্রীমুখে দিবে।

পুনরাচমনীয়ার্পণং

শুদ্ধ জল শঙ্খাদি পাত্রে লইয়া

উচ্ছিষ্টোপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কং ॥৯৮॥

বলিয়া মূলমন্ত্রসহ "ইদং পুনরাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া দিবে।

পাদুকার্পণং

হাত জোড় করিয়া "ভগবন্ স্নানভূমিমলঙ্কুরু" মন্ত্রে

বঙ্গার্থ—সকল পাপ হইতে রহিত পরিপূর্ণ সুখাত্মা স্বরূপ আপনাকে এই মধুপর্ক দিতেছি, হে দেব ! আপনি ইহাতে প্রসন্ন হউন ॥৯৭॥

যাঁহার স্মরণ মাত্রে উচ্ছিষ্ট এবং অশুচি বস্তু শুদ্ধি লাভ করে সেই দেবকে পুনরাচমনীয় দিতেছি ॥৯৮॥

বিজ্ঞাপন করিয়া পীঠ হইতে উত্থিত শ্রীকৃষ্ণকে "পাদুকে নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া সাক্ষাৎ রৌপ্যাদি নির্ম্মিত পাদুকা-দ্বয় অথবা চিন্তা দ্বারা অর্পণ করিবে।

স্নানং

সেব্য শ্রীমূর্ত্তিকে তাম্রাদি পাত্রে বসাইয়া কর্পূর, পুষ্প ও তুলস্যাদি বাসিত জল শঙ্খে লইয়া "জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহা" মন্ত্রে বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে

পরমানন্দবোধাব্ধিনিমগ্ননিজমূর্ত্তয়ে
সাঙ্গোপাঙ্গ ইদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশতে ॥৯৯॥

বলিয়া (মূলমুচ্চার্য্য) "শ্রীকৃষ্ণ! স্নানীয়জলং তে নিবে-দয়ামি স্বাহা" মন্ত্রে স্নান করাইবে।

বস্ত্রার্পণং

স্নানের পর সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা শ্রীঅঙ্গের জল অপসরণ করিয়া আসনে স্থাপন করিবে। পরে পরিধেয় অভ্যুক্ষণ ও পূজা করিয়া

মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ননিজগূঢ়োরুতেজসে।
নিরাবরণ বিজ্ঞায় বাসস্তে কল্পয়াম্যহং ॥১০০॥

বঙ্গার্থ—পরমানন্দ ও জ্ঞান সিন্ধুতে যে নিজ তোমার মূর্ত্তি নিমগ্ন, হে ঈশ্বর! আমি তোমার স্নানীয় কল্পনা করিতেছি, তুমি অঙ্গ উপাঙ্গের সহিত গ্রহণ কর ॥৯৯॥

যোগমায়ারূপ চিত্রপটেতে আপনি স্বকীয় গূঢ় তেজ

বলিয়া (মূলমুচ্চার্য্য) "ইদং পরিধেয়বসনং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া দিবে।

উত্তরীয়ার্পণং

উত্তরীয় বসন অভ্যুক্ষণ ও পূজান্তে

যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কং ॥১০১॥

(মূলমুচ্চার্য্য) "ইদমুত্তরীয়বসনং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" মন্ত্রে প্রদান করিবে।

আভরণার্পণং

রজত কিম্বা স্বর্ণাভরণ অভ্যুক্ষণ ও পূজান্তে, রজত হইলে "রজতাভরণায় নমঃ", স্বর্ণ হইলে "স্বর্ণাভরণায় নমঃ" বলিয়া অভ্যুক্ষণ ও পূজা করিবে। তৎপর আভরণকে রিয়া

স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিতম্ ॥১০২॥

আচ্ছন্ন রাখিয়াছেন এবং নিরাবরণ বিষয়ে অভিজ্ঞ যে আপনি সেই আপনার নিমিত্ত এই বাস কল্পনা করিতেছি ॥১০০॥

বঙ্গার্থ—যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জগৎসম্মোহিনী মহামায়া থাকেন সেই পরমেশ্বরের জন্য উত্তরীয় কল্পনা করিতেছি ॥১০১॥

হে দেবগণার্চ্চিত! স্বাভাবিক সুন্দরাঙ্গ ও নানাশক্তির

বলিয়া "ইদম্ রজতাভরণং" অথবা স্বর্ণ হইলে "ইদং স্বর্ণাভরণং (মূলমুচ্চার্য্য) শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া দিবে।

গন্ধঃ

চন্দন, অগুরু, কর্পূর প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া

পরমানন্দসৌরভপরিপূর্ণদিগন্তরং।
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥১০৩॥

বলিয়া "ইমম্ গন্ধং (মূলমুচ্চার্য্য) শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া অর্পণ করিবে।

পুষ্পং

সুগন্ধি পুষ্প গ্রহণ করিয়া

তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরং।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমং ॥১০৪॥

বলিয়া "ইমানি সচন্দন-পুষ্পাণি (মূলমুচ্চার্য্য) শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" মন্ত্রে দিবে।

সমাশ্রয়, তোমাকে বিচিত্র ভূষণ সকল দিতেছি ॥১০২॥

বঙ্গার্থ—হে পরমেশ্বর! পরমানন্দ সৌরভে পরিপূর্ণ এবং দিগন্তরগামী এই উত্তম গন্ধ গ্রহণ করুন ॥১০৩॥

তুরীয় বন হইতে উৎপন্ন, নানা গুণে মনোহর এবং আনন্দদায়ক সৌরভযুক্ত এই উত্তম পুষ্প আপনার গ্রাহ্য হউক ॥১০৪॥

তুলস্যর্পণং

সুগন্ধি চন্দন মাখান বোঁটার সহিত তুলসী গ্রহণ করিয়া "ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" বলিয়া "এতৎ সচন্দন-তুলসীপত্রং (মূলমুচ্চার্য্য) শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" মন্ত্রে চিৎ করিয়া শ্রীচরণে অর্পণ করিবে।

অঙ্গপূজা

গন্ধ পুষ্প দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গে পূজা করিবে যথা,— হৃদয়ে—"এতে গন্ধপুষ্পে ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ", মস্তকে—"এতে গন্ধপুষ্পে গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা" শিখায়াং—"এতে গন্ধপুষ্পে গোপীজনশিখায়ৈ বষট্", কবচে— "এতে গন্ধপুষ্পে বল্লভায় কবচায় হুঁং" সর্ব্বাঙ্গে—"এতে গন্ধপুষ্পে স্বাহা অস্ত্রায় ফট্"। তারপর উপাঙ্গ পজা করিবে।

উপাঙ্গ পূজা

এতে গন্ধপুষ্পে (মূলমুচ্চার্য্য) মুখে—"বেণবে নমঃ" এতে গন্ধপুষ্পে (মূলমুচ্চার্য্য) মস্তকে—"মোহনচূড়ায়ৈ নমঃ", এতে গন্ধপুষ্পে (মূলমুচ্চার্য্য) কর্ণয়োঃ—"মকর-কুণ্ডলাভ্যাং নমঃ", এতে গন্ধপুষ্পে (মূলমুচ্চার্য্য) বক্ষসি— "বনমালায়ৈ নমঃ", এতে গন্ধপুষ্পে (মূলমুচ্চার্য্য) শ্রীভগ-বতোদক্ষিণস্তনোর্দ্ধে—"শ্রীবৎসায় নমঃ", এতে গন্ধপুষ্পে (মূলমুচ্চার্য্য) বামস্তনোর্দ্ধে—"কৌস্তুভায় নমঃ", এতে গন্ধ

পুষ্পে (মূলমুচ্চার্য্য) কট্যাম্—"পীতবস্ত্রায় নমঃ", এবং "কিঙ্কিণ্যৈ নমঃ", এতে গন্ধপুষ্পে (মূলমুচ্চার্য্য) পাদদ্বয়োঃ "নূপুরাভ্যাং নমঃ" প্রভৃতি মন্ত্রে সেই সেই স্থানে পূজা করিবে।

একান্তিভিস্তু রাধাদ্যা যথা ধ্যানং প্রভোঃ প্রিয়াঃ। (হরিভক্তি ৭ম বিলাস) অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তগণ শ্রীরাধিকাদি প্রভুর প্রেয়সীবর্গকে পূজা করিবে।

অথ প্রথমাবরণ-পূজা।

(অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকার পূজা)

শ্রীমতী রাধিকার বীজমন্ত্র, গায়ত্রী প্রভৃতি শাস্ত্রে নাই এইরূপ অন্য সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন, সেই হেতু শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের নবম অধ্যায়ের শ্লোক ও মথুরা-মাহাত্ম্যের শ্রীমতীর গায়ত্রী, প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তত্র প্রমাণং

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে—

শ্রীনারদ উবাচ

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি রহস্যং পরমাদ্ভুতং
যে যে মন্ত্রাশ্চ শ্রীমত্যা রাধিকায়াঃ সুগোপিতাঃ।
তন্মে ব্রূহি মহাদেব যদ্যনুগৃহ্যতাং ময়ি ॥১০৫॥

বঙ্গার্থ—শ্রীনারদ বলিলেন, অধুনা পরমাদ্ভুত রহস্য শুনিতে

শ্রীমহাদেব উবাচ

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পার্ব্বত্যৈ যৎপ্রকাশিতং।
নৈব তত্ত্বাং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব গদতো মম॥
বহ্নিবীজং ক্রোশযুক্তং তথা বিন্দুবিভূষিতং।
এতদ্বীজং মুনিশ্রেষ্ঠ বীজং ত্রৈলোক্যপূজিতং॥১০৬॥
একাক্ষরোঽয়ং বিপ্রেন্দ্র মনুঃ সর্ব্বফলপ্রদঃ।
পুরশ্চরণকৃন্মন্ত্রী জপেল্লক্ষদ্বয়ং সুধীঃ॥
অথাপ্যং মন্ত্ররাজস্তু শৃণু কল্পদ্রুমং মহৎ।
নিজবীজং ততো মায়া কামবীজমতঃপরং॥১০৭॥

ইচ্ছা করিতেছি, হে মহাদেব! শ্রীমতী রাধিকার যে সকল মন্ত্র সুগোপিত আছে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা ব্যক্ত করুন॥১০৫॥

বঙ্গার্থ—শ্রীমহাদেব কহিলেন, হে নারদ! আমি যাহা পার্ব্বতীর নিকট প্রকাশ করিয়াছি, তাহা এ পর্য্যন্ত তোমার নিকট প্রকাশ করি নাই; এক্ষণে বলিতেছি, শ্রবণ কর। —বহ্নিবীজ অর্থাৎ র, তাহাতে ক্রোশ অর্থাৎ আকার যুক্ত করিলে রা হইল, ইহাতে বিন্দু অর্থাৎ ং অনুস্বার সংযুক্ত করিলে (রাং) এই একাক্ষর শ্রীরাধার বীজ আছে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, তাহা ত্রৈলোক্যের পূজনীয় হয়॥১০৬॥

হে বিপ্রেন্দ্র! এই একাক্ষর মন্ত্রসকল ফলদায়ক হওয়াতে, মন্ত্রজ্ঞ সুবুদ্ধি সাধক তাহা পুরশ্চরণকালে (রাং)

অথ মথুরামাহাত্ম্যোক্তা গায়ত্রী যথা-

শ্রীরাধায়ৈ বিদ্মহে কৃষ্ণবল্লভায়ৈ ধীমহি তন্নো রাধা প্রচোদয়াৎ।

রাধায়ৈ বহ্নিজায়ান্তো মন্ত্রোঽয়ং কল্পপাদপঃ।
প্রাতঃকৃত্যাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ পরিকল্পয়েৎ ॥
যাগস্থানং ততো গত্বা স্থানাসনপরিগ্রহং।
ভূতশুদ্ধ্যাদিকং কৃত্বা প্রাণায়ামন্তু মূলতঃ ॥১০৮॥

ঋষিরস্য মহাদেবঃ গায়ত্রী ছন্দ এব চ।
দেবতা রাধিকা প্রোক্তা সর্ব্বশাস্ত্রেষু গোপিতা ॥
এবং ঋষ্যাদিকং কৃত্বা রাং বীজেনাঙ্গকল্পনা।
ততো ধ্যায়েৎ পরাং দেবীং কাঞ্চনাভাং বরপ্রদাং ॥১০৯

একাক্ষর শ্রীরাধার বীজ দুই লক্ষ বার জপ করিবে। অনন্তর মহৎ কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ অপর মন্ত্র শ্রবণ কর, নিজ বীজ অর্থাৎ (রাং), মায়া অর্থাৎ (হ্রীং) এবং কামবীজ (ক্লীং) উচ্চারণ করিয়া তাহার পর রাধায়ৈ স্বাহা উক্ত মন্ত্রকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও কল্পবৃক্ষ-স্বরূপ জানিবে। অনন্তর পূর্ব্ববৎ প্রাতঃকৃত্যাদি কল্পনা করিয়া যাগস্থানে গমন এবং স্থান ও আসন পরিগ্রহ এবং ভূতশুদ্ধি ও মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবেক ॥১০৭,১০৮॥

বঙ্গার্থ—উহার ঋষি মহাদেব, ছন্দ গায়ত্রী এবং শ্রীমতী রাধিকা দেবতা সর্ব্বশাস্ত্রে গোপনীয়ভাবে উক্ত হইয়াছেন।

কিশোরীং কৃষ্ণসহিতাং নীলাম্বরধরাং শুভাং।
দক্ষিণে ধৃততাম্বূলাং পাণৌ বামে সমুদ্গকং॥
ধারয়ন্তীং স্বর্ণভূষাং সদা কৃষ্ণানুরাগিণীং।
কৃষ্ণস্য নয়নাসক্তাং হারনূপুরভূষিতাং ॥১১০॥

এবং ধ্যাত্বা মানসৈস্তামুপচারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
ততো ধ্যাত্বা পুনর্দেবীং সংস্থাপ্য স্বপুরস্থলে॥
প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণান্ প্রাণেষু যোজয়েৎ।
ততঃ পাদ্যাদিকং দত্ত্বা মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥১১১॥

এইরূপে ঋষ্যাদি করিয়া রাং বীজে অঙ্গপূজার কল্পনা করিবেক ; অনন্তর কাঞ্চনপ্রভা এবং বরপ্রদা সেই দেবীকে ধ্যান করিবে ॥১০৯॥

বঙ্গার্থ—তিনি কিশোরী, কৃষ্ণসহিতা, নীলাম্বরধরা এবং শুভঙ্করী ও দক্ষিণ এবং বামহস্তে সমুদ্গক ও তাম্বূল ধারণ করিতেছেন। স্বর্ণভূষাধারিণী ও সদা-কৃষ্ণানুরাগিণী, কৃষ্ণের মুখে আসক্ত-নয়না ও হার এবং নূপুরভূষিতা ॥১১০॥

এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিবেক, অনন্তর পুনর্ব্বার ধ্যানান্তে আপন সম্মুখে তাঁহাকে সংস্থাপন করিয়া, যথোক্ত মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হইলে মন্ত্রজ্ঞসাধক মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি দিয়া অর্চ্চনা করিবে ॥১১১॥

যথাবিধি ধূপদীপনৈবেদ্যৈঃ পরিপূজয়েৎ।
পুষ্পাঞ্জলিং পঞ্চধা চ দত্ত্বা মন্ত্রেণ বৈষ্ণব ॥
শুক্লপুষ্পৈঃ সদা পূজ্যা তুলসীপত্রসংযুতা।
করবীরং তথা পদ্মং বকং কাঞ্চনমেব চ ॥১১২॥

অথ-ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

শ্রীরাধিকামন্ত্রস্য মহাদেবঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ।
শ্রীরাধিকাদেবতা পুরুষার্থসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ ॥
শিরসি মহাদেবঋষয়ে নমঃ।
মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ ॥
হৃদি শ্রীরাধিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।
সর্ব্বাঙ্গে রাং বীজায় নমঃ ॥

করন্যাসঃ।

রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা,
রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, রৈং অনামিকাভ্যাং হুং,
রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, রঃ অস্ত্রায় ফট্।

বঙ্গার্থ—পাঁচবার মন্ত্রসহকারে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যথাবিধি ধূপ দীপ এবং নৈবেদ্য সহকারে পূজা করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পুষ্প মধ্যে শুক্ল পুষ্প তুলসীপত্রযুক্ত এবং করবীর, পদ্ম ও বক ও কাঞ্চন পুষ্প প্রশস্ত ॥১১২॥

(উপরোক্ত ১০৫ নং শ্লোক হইতে ১১২ নং শ্লোক-গুলি প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইল; ইহা পূজা নহে বুঝিতে হইবে)

অঙ্গন্যাসঃ

রাং হৃদয়ায় নমঃ, রীং শিরসে স্বাহা, রূং শিখায়ৈ বষট্, রৈং কবচায় হুং, রৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্, রঃ অস্ত্রায় ফট্।

শ্রীরাধিকাধ্যানং

ততো ধ্যায়েৎ পরাং দেবীং কাঞ্চনাভাং বরপ্রদাং।
কিশোরীং কৃষ্ণসহিতাং নীলাম্বরধরাং শুভাং॥
দক্ষিণে ধৃততাম্বূলাং পাণৌ বামে সমুদ্গকং।
ধারয়ন্তীং স্বর্ণভূষাং সদা কৃষ্ণানুরাগিণীং।
কৃষ্ণস্য নয়নাসক্তাং হারনূপুরভূষিতাং॥১১৩॥

—নারদপঞ্চরাত্র।

কিঞ্চ

সুচীননীলবসনাং দ্রুতহেমসমপ্রভাং।
পটাঞ্চলেনাবৃতার্দ্ধ-সুস্মেরাননপঙ্কজাম্॥

বঙ্গার্থ—তৎপর শ্রীরাধিকার ধ্যান করিবে। শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠা দেবী, স্বর্ণাভাবিশিষ্টা বরপ্রদা কিশোরী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরাজমানা নীলাম্বরধারিণী শুভা, ইনি দক্ষিণ হস্তে তাম্বূল এবং বাম হস্তে মুদ্গ অর্থাৎ কৌটা ধারণ করিয়া আছেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণানুরাগিণী স্বর্ণাভরণ ধারণ করিয়া আছেন। হার নূপুর প্রভৃতি অলঙ্কারে ভূষিতা, শ্রীকৃষ্ণ-মুখকমলে ইহার নয়ন আসক্ত॥১১৩॥

কান্তবক্ত্রে ন্যস্তনেত্রচকোরীং চঞ্চলেক্ষণাং।
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ নিজপ্রিয়মুখাম্বুজে ॥১১৪॥

অর্পয়ন্তীং পূগফালিং পর্ণচূর্ণসমন্বিতং।
মুক্তাহারোস্ফুরচ্চারুপীনোন্নতপয়োধরাং ॥
ক্ষীণমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং কিঙ্কিণীজালশোভিতাং।
রত্নতাড়ঙ্ককেয়ূরমুদ্রাবলয়ধারিণীম্ ॥১১৫॥

রণৎকনকমঞ্জীররত্নপাদাঙ্গুরীয়কাং।
লাবণ্যসারসর্ব্বাঙ্গীং সর্ব্বাবয়বসুন্দরীং ॥

অন্যপ্রকার ধ্যান

বঙ্গার্থ—শ্রীরাধিকা সূক্ষ্ম নীলবসনধারিণী, গলিত স্বর্ণবৎ প্রভাধারিণী, ইহার সুমধুর হাস্যযুক্ত মুখকমলের অর্দ্ধাংশ বসনের অঞ্চল দ্বারা আবৃত। ইনি নিজ কান্ত শ্রীকৃষ্ণের, মুখে নিজের নয়ন ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। চকোরীর মত ইহার নয়ন চঞ্চল। ইনি অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলির দ্বারা কর্পূরাদিযুক্ত তাম্বূল লইয়া নিজ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের মুখ-কমলে অর্পণ করিতেছেন। মুক্তাহারের দ্বারা ইহার বৃহৎ উন্নত সুন্দর পয়োধর শোভা পাইতেছে। দেবীর কটি ক্ষীণ, নিতম্ব বিপুল। কিঙ্কিণী-জালের দ্বারা ইনি সুশোভিতা। ইনি রত্ন নির্ম্মিত তাড়ঙ্ক কেয়ূর বলয়-ধারিণী ॥১১৪, ১১৫॥

আনন্দরসসম্মগ্নাং প্রসন্নাং নবযৌবনাম্।
স্মরেদ্দেবীং শ্রীরাধিকাং কৃষ্ণবামদেশস্থিতাং ॥১১৬॥

কিঞ্চ

তপ্তস্বর্ণপ্রভাং রাধাং স্বর্ণালঙ্কারভূষিতাং।
নীলবস্ত্রপরিধানাং ভজে বৃন্দাবনেশ্বরীং ॥১১৭॥

কিঞ্চ

হেমাভাং দ্বিভুজাং বরাভয়করাং নীলাম্বরেণাবৃতাং।
শ্যামক্রোড়বিলাসিনীং ভগবতীং সিন্দূরপুঞ্জোজ্জ্বলাং॥
লোলাক্ষীং নবযৌবনাং স্মিতমুখীং বিম্বাধরাং রাধিকাং।
নিত্যানন্দময়ীং বিলাসনিলয়াং দিব্যাঙ্গভূষাং ভজে ॥১১৮॥

বঙ্গার্থ—ইহার চরণযুগল শোভাশালী, স্বর্ণ নূপুরের দ্বারা সুশোভিত রত্নের অঙ্গুরী দ্বারা ইহার চরণের অঙ্গুলি শোভিত। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লাবণ্যসার, ও ইনি সর্ব্বাবয়ব-সুন্দরী। ইনি কৃষ্ণপ্রেমে নিমগ্না, প্রসন্না। ইনি নবযৌবনধারিণী, শ্রীকৃষ্ণের বামদিকে অবস্থিতা; শ্রীরাধিকা দেবীকে স্মরণ করি ॥১১৬॥

তপ্ত স্বর্ণের প্রভাধারিণী, স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা, নীলবস্ত্র-পরিধানা, বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাকে আমি ভজনা করি ॥১১৭॥

স্বর্ণকান্তি, দ্বিভুজা, বর ও অভয়দায়ী করযুক্তা, নীলাম্বর দ্বারা আবৃতা, শ্যামসুন্দরের ক্রোড় বিলাসিনী, সিন্দূর বিন্দু দ্বারা উজ্জ্বলা, চঞ্চল-নয়না, নবযৌবনা, মধুরহাস্যমুখী,

শ্রীমতী রাধিকার পূজা

"হে শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমস্ব" বলিয়া মূলমন্ত্রে "এতে পুষ্পে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া তিনবার পীঠে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আবরণ দেবতাকে পূজা করিবে। হে শ্রীকৃষ্ণ তোমার আবরণ দেবতাদিগকে পূজা করি, এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের নিকট অনুজ্ঞা লইয়া শ্রীমতীর পূজা করিবে।

পূজা সম্বন্ধে দুইটী মন্ত্র আছে, একটী অষ্টাক্ষর মন্ত্র "রাং হ্রীং ক্লীং রাধায়ৈ স্বাহা"। অপর ষড়ক্ষর মন্ত্র যথা "রাং রাধায়ৈ নমঃ" উভয়ের মধ্যে সাধকের যাহা অভিরুচি তাহা করিবে।

শ্রীমতী রাধিকার ষোড়শোপচার পূজা প্রণালী।

১। "ইদং রজতাসনং রাং হ্রীং ক্লীং রাধায়ৈ স্বাহা, শ্রীরাধায়ৈ নমঃ" এই মন্ত্রে আসন দিবে।

২। "শ্রীভগবতি রাধিকে দেবি স্বাগতং সুস্বাগতং" (কৃতাঞ্জলিপুটে ইহা বলিবে)।

৩। "এতৎ পাদ্যং রাং হ্রীং ক্লীং রাধায়ৈ স্বাহা, শ্রীরাধায়ৈ নমঃ" বলিয়া পাদ্য দিবে।

বিম্বফলের মত অধরবিশিষ্টা, নিত্যানন্দময়ী, কৃষ্ণবিলাসের নিলয়-স্বরূপিণী, দিব্য অঙ্গভূষা-ধারিণী, ভগবতী শ্রীরাধিকাকে ভজনা করি ॥১১৮॥

৪। "ইদমর্ঘ্যং রাং হ্রীং ক্লীং রাধায়ৈ স্বাহা, শ্রীরাধায়ৈ নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য দিবে।

৫। "ইদমাচমনীয়ং রাং হ্রীং ক্লীং রাধায়ৈ স্বাহা, শ্রীরাধায়ৈ নমঃ" বলিয়া আচমনীয় দিবে।

৬। "এষ মধুপর্কঃ রাং হ্রীং শ্রীরাধায়ৈ নমঃ" বলিয়া মধুপর্ক দিবে।

৭। "ইদং পুনরাচমনীয়ং রাং হ্রীং ক্লীং রাধায়ৈ স্বাহা শ্রীরাধায়ৈ নমঃ" বলিয়া পুনরাচমনীয় দিবে।

৮। "ইদং স্নানীয়জলং রাং হ্রীং ক্লীং রাধায়ৈ স্বাহা, শ্রীরাধায়ৈ নমঃ" বলিয়া স্নানীয় জল দিবে।

৯। "ইদং বস্ত্রং রাং হ্রীং ক্লীং রাধায়ৈ স্বাহা, শ্রীরাধায়ৈ নমঃ" বলিয়া বস্ত্র দিবে।

১০। "ইদম্ আভরণম্ রাং হ্রীং ক্লীং রাধায়ৈ স্বাহা, শ্রীরাধায়ৈ নমঃ" বলিয়া আভরণ দিবে।

১১। "এষ গন্ধঃ রাং হ্রীং ক্লীং রাধায়ৈ স্বাহা, শ্রীরাধায়ৈ নমঃ" বলিয়া গন্ধ দিবে।

১২। "ইদং পুষ্পং রাং হ্রীং ক্লীং রাধায়ৈ স্বাহা, শ্রীরাধায়ৈ নমঃ" বলিয়া পুষ্প দিবে।

"এতৎ সচন্দন-তুলসীপত্রং রাং হ্রীং ক্লীং রাধায়ৈ স্বাহা, শ্রীরাধায়ৈ নমঃ" বলিয়া তুলসী অর্পণ করিবে।

এই প্রকার ষোড়শোপচার পূজা করিয়া "হে শ্রীমতি রাধিকে, ক্ষমস্ব" বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, "হে শ্রীললিতাদি-সখ্যঃ মম পূজাং গৃহ্নীত" বলিয়া আবাহন পূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। যথা "এতৎ পাদ্যং ললিতাদি-সখীগণেভ্যঃ নমঃ" বলিয়া পাদ্য প্রদান করিবে। এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া উত্তরাদি দলে প্রত্যেকের পূজা করিবে।

উত্তরদলে—বিদ্যুদ্বর্ণ ললিতানন্দ কুঞ্জে ললিতা, রাধার কিয়দ্দিনের জ্যেষ্ঠা সুতরাং অনুরাধা বলিয়া খ্যাতা, বামা ও প্রখরা নায়িকাগুণসম্পন্না, গোরোচনা-বর্ণা, ময়ূরপুচ্ছবর্ণ-বসনধারিণী, তাম্বুলসেবা এইরূপ চিন্তা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীললিতা-দেব্যৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে।

ঈশানদলে—মেঘবর্ণ বিশাখানন্দ কুঞ্জে বিশাখা, শ্রীরাধার সমবয়স্কা, বিদ্যুদ্বর্ণবিশিষ্টা, চিত্রাকাশবর্ণ-বসন, চন্দনসেবা, ললিতার আচার, ব্রত ও গুণ-সম্পন্না এইরূপ ধ্যান করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে বিশাখাদেব্যৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে।

পূর্ব্বদলে—পদ্মকিঞ্জল্ক চিত্রানন্দদ কুঞ্জে চিত্রাদেবী, কাশ্মীর (অর্থাৎ কুঙ্কুমের ন্যায়) বর্ণ অঙ্গ, কাঁচবর্ণ বসন, মতীর ২৬ দিনের ছোট, সেবা বসন এইরূপ

ধ্যান করিয়া এতে গন্ধপুষ্পে চিত্রাদেব্যৈ নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে।

অগ্নিকোণদলে—শুভ্রবর্ণ ইন্দুরেখা-সুখপ্রদ কুঞ্জে ইন্দুরেখা দেবী, হরিতালবর্ণ অঙ্গ, দাড়িম্ব কুসুম বর্ণ বসন, নৃত্য সেবা, শ্রীমতীর ৩ দিনের ছোট, “এতে গন্ধপুষ্পেইন্দুরেখাদেব্যৈ নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে।

দক্ষিণদলে—স্বর্ণবর্ণচম্পকলতানন্দদ কুঞ্জে চম্পকলতা বিকসিত চম্পককুসুম বর্ণ, চাষপক্ষিবর্ণ বসন, চামর সেবা, শ্রীমতীর ১ দিনের কনিষ্ঠা “এতে গন্ধপুষ্পে চম্পকলতায়ৈ নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে।

নৈঋতদলে—শ্যামবর্ণ রঙ্গদেবী-সুখপ্রদ কুঞ্জে রঙ্গদেবী, পদ্মকেশর বর্ণ অঙ্গ, জবাকুসুমবৎ রক্তিম বসন, চম্পকলতাদেবীর ন্যায় গুণসম্পন্না, শ্রীমতীর ৭ দিনের ছোট, অলক্তক সেবা এইরূপ চিন্ত করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরঙ্গদেব্যৈ নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে।

পশ্চিমদলে—অরুণবর্ণ তুঙ্গবিদ্যানন্দকুঞ্জে তুঙ্গবিদ্যা, কর্পূর চন্দন মিশ্রিত অঙ্গ-গন্ধ, কুসুমবর্ণ পিঙ্গলব বসন, বাদ্য সেবা, শ্রীমতীর ৫ দিনের বড়, “এতে

গন্ধপুষ্পে তুঙ্গবিদ্যাদেব্যৈ নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে।

বায়ুকোণদলে—হরিদ্বর্ণ সুদেবী-সুখদকুঞ্জে সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যার যমজভগিনী, সুতরাং রূপ গুণ বয়স তুঙ্গবিদ্যারই ন্যায়, মৃদুস্বভাবা, জলসেবা অতএব দর্শকের ভ্রম উৎপাদন সমর্থা, “এতে গন্ধপুষ্পে সুদেব্যৈ নমঃ” বলিয়া পূজা করিবে।

শ্রীবৃন্দাদেব্যৈ নমঃ পৌর্ণমাস্যৈ নমঃ শ্রীরূপাদি-মঞ্জরী-গণেভ্যো নমঃ চতুর্দ্দিক্ষু হে শ্রীললিতাদি-সখ্যঃ ক্ষমধ্বং।

দ্বিতীয়াবরণং

“হে শ্রীদামাদি-গোপালাঃ মম পূজাং গৃহ্নীত” বলিয়া যুক্তহস্তে আবাহন করতঃ “এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীদামাদি-গোপালেভ্যো নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া যুক্তহস্তে “হে শ্রীদামাদি-গোপালাঃ ক্ষমধ্বং” বলিবে।

তৃতীয়াবরণং

“হে নন্দাদি-ব্রজবাসিগণাঃ মম পূজাং গৃহ্নীত” বাক্যে আবাহনপূর্ব্বক “এতে গন্ধপুষ্পে নন্দাদি-ব্রজবাসিগণেভ্যো নমঃ” বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করতঃ শ্রীনন্দ—পাণ্ডুর বর্ণ, সুন্দর মাল্যধারী, দিব্যগন্ধানুলেপিত শ্রীঅঙ্গ এইরূপ চিন্তা করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা সর্ব্বত্রে “শ্রীনন্দায় নমঃ” বলিয়া

পূজা করিবে। শ্রীযশোদাকে পরম সুন্দর হার, মণি কুণ্ডল, বিভূষিতাঙ্গী, আশীর্দ্দাত্রী, পায়সপূর্ণ পাত্র হস্তে চিন্তাপূর্ব্বক "শ্রীযশোদায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া তাঁহার বামে শ্রীরোহিণীদেবীকে সুন্দর বসনধারিণী, হার মণি কুণ্ডল বিভূষিতাঙ্গী, বরপ্রদাত্রী, পায়সপাত্র-হস্তা চিন্তা করিয়া "শ্রীরোহিণীদেব্যৈ নমঃ" বলিয়া পূজাপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখ-ভাগে শ্রীবলদেবকে শঙ্খ অথবা চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূষল এবং লাঙ্গলধারী, পরিধানে নীলবসন, বনমালা-সুশোভিত, দীর্ঘকেশ অথচ সুন্দর লাবণ্যপূর্ণ, চারুচূড়াধারী, কর্ণে রত্নকুণ্ডল, নানাবিধ মণিময় হারশোভিত, হস্তে কেয়ূর ও বলয়, চরণে রত্ননূপুর এইরূপ চিন্তা করিয়া "শ্রীবলদেবায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে। পরে ব্রজবাসী সকলকে শ্রীনন্দ মহারাজ সমবয়স্ক, বেণু, বীণা, যষ্টি, শঙ্খ ও শৃঙ্গ প্রভৃতি হস্ত—এইরূপ চিন্তাপূর্ব্বক "শ্রীগোপবৃন্দেভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা পূর্ব্বক ব্রজবাসিনীগণকে যশোদা-সমবয়স্কা, সর্ব্ববিধ উৎকৃষ্ট ভোজ্য দ্রব্য হস্তা চিন্তা করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে গোপীভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজাপূর্ব্বক যুক্তহস্তে "হে নন্দাদি-ব্রজবাসিনঃ ব্রজবাসিন্যশ্চ ক্ষমধ্বং" বলিবে।

চতুর্থাবরণং

"হে গোবৎসাঃ মম পূজাং গৃহ্নীত" বাক্যে আবাহনান্তে গন্ধপুষ্প দ্বারা "শ্রীগোভ্যো নমঃ, শ্রীবৎসেভ্যো নমঃ" বলিয়া

পূজা করতঃ যুক্তহস্তে "হে গো-গোবৎসাঃ ক্ষমধ্বং" বলিবে।

পঞ্চমাবরণং

"হে বৃষারণ্যমৃগাদয়ঃ মম পূজাং গৃহ্নীত" বলিয়া আবাহন করতঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা "বৃষেভ্যো নমঃ, অরণ্যমৃগেভ্যো নমঃ, পশুপক্ষ্যাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া হাত জোড় পূর্ব্বক "হে বৃষারণ্যমৃগাদয়ঃ ক্ষমধ্বং" বলিবে।

ষষ্ঠাবরণং

"হে ব্রহ্মাদি-লোকপালাঃ মম পূজাং গৃহ্নীত" বলিয়া "এতৎ পাদ্যং শ্রীব্রহ্মাদি-লোকপালেভ্যো নমঃ" বলিয়া দিক্‌পালগণের পূজা করিয়া "হে ব্রহ্মাদি-লোকপালাঃ ক্ষমধ্বং" বলিবে।

সপ্তমাবরণং

"হে নারদাদি-ঋষিগণাঃ মম পূজাং গৃহ্নীত" বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবে। "নারদায় নমঃ, বশিষ্ঠায় নমঃ, বিশ্বামিত্রায় নমঃ, ব্যাসায় নমঃ" পরে যুক্তহস্তে "হে নারদাদি-ঋষিগণাঃ ক্ষমধ্বং" বলিবে।

অথ শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকপূজা

এষ গন্ধপুষ্পাঞ্জলিঃ "শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকেভ্যো নমঃ"। এষ গন্ধপুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। তথা শ্রীবাসুদেবায় নমঃ। তথা শ্রীনারায়ণায় নমঃ। তথা শ্রীদেবকীনন্দনায়

নমঃ। তথা শ্রীযতুশ্রেষ্ঠায় নমঃ। তথা শ্রীবার্ষ্ণেয়ায় নমঃ। তথা শ্রীঅসুরান্তকভারহারিণে নমঃ। তথা শ্রীধর্ম্মসংস্থাপকায় নমঃ। (হরিভক্তি ৭ম বিলাস ১২৯,১৩০)

তদীয়ানাঞ্চ পূজনম্

এতে গন্ধপুষ্পে (সর্ব্বত্র) শ্রীতুলসীদেব্যৈ নমঃ।

শ্রীমথুরামণ্ডলায় নমঃ। শ্রীভাগবতায় নমঃ।

শ্রীভাগবতামৃতে—

প্রমাণম্

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদাঃ স্যু কেবলং দাম্ভিকা জনাঃ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত।
এই চার সেবা হয় শ্রীকৃষ্ণের অভিমত॥

"হে সগণ-শ্রীকৃষ্ণ, ক্ষমস্ব"।

ইতি সপ্তমাবরণং।

ধূপার্পণং

তাহাে [illegible]

করিয়া "অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া অভ্যুক্ষণ করিয়া

"বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্" ॥১১৯

বঙ্গার্থ—বনস্পতিরসোৎপন্ন ও দিব্য মনোহর গন্ধবিশিষ্ট

বলিয়া (মূলমুচ্চার্য্য) "এষ ধূপঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া উৎসর্গ করতঃ "স্বাহা অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে চন্দন কুসুম ও অক্ষত দ্বারা অর্চ্চিত ঘণ্টা বামহাতে বাজাইতে বাজাইতে শ্রীপ্রভুর নাভিদেশ পর্য্যন্ত পাত্র উঠাইয়া ক্ষণেক রাখিয়া চিন্তা করিবে—শ্রীকৃষ্ণ এই ধূপের গন্ধ গ্রহণ করিতেছেন। অনন্তর "এষ প্রসাদধূপঃ শ্রীকৃষ্ণপরিবারেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া শ্রীরাধিকা ও তাঁহার গণ গন্ধ গ্রহণ করিতেছেন চিন্তা করিয়া শ্রীমতীর নাভিদেশে ধরিয়া রাখিয়া কিঞ্চিৎকাল পরে রাখিয়া দিবে। পূর্ব্বে এইরূপ না থাকিলেও সর্ব্বত্র এইপ্রকার জানিবে।

দীপার্পণং

কর্পূর ঘৃত নির্ম্মিত অথবা তৈল নির্ম্মিত বর্ত্তিকা তৈজসাদি পাত্রে প্রজ্জ্বলিত করিয়া "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিয়া

সুপ্রকাশো মহাতেজাঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তর-জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥১২০॥

বলিয়া (মূলমুচ্চার্য্য) "অয়ং দীপঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ"

সর্ব্বদেবতার আঘ্রাণযোগ্য এই ধূপ গ্রহণ করুন ॥১১৯॥

বঙ্গার্থ—সকল তিমিরনাশক সুপ্রকাশ মহাদীপ বাহ্য ও অভ্যন্তরে জ্যোতির্বিশিষ্ট হইয়া আপনার গ্রাহ্য হউক ॥১২০॥

মন্ত্রে অর্পণ করিয়া পূজিত ঘণ্টা বাম হস্তে বাদ্য করিতে করিতে শ্রীপাদপদ্ম হইতে নেত্র পর্য্যন্ত দীপিত করিবে ও পূর্ব্বলিখিত অনুসারে আরতি করিবে। অনন্তর "এষ প্রসাদীদীপঃ শ্রীকৃষ্ণ পরিবারেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্র স্মরণ করিয়া শ্রীমতী রাধাদির আরত্রিক চিন্তা করিবে। সর্ব্বত্র এইরূপ জানিবে।

অথ নৈবেদ্যং

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভোগ লাগাইবার পূর্ব্বে "এষ গন্ধপুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া পীঠে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া "ইদমাসনং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" মন্ত্রে তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন প্রদান করিবে। "এতৎ পাদ্যং, ইদমাচমনীয়ং, শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিয়া আসনের সম্মুখে ত্রিকোণ লিখিয়া তদুপরি নৈবেদ্য-পাত্র স্থাপন করিবে।

অথ দানবিধিঃ

সংস্থাপিত নৈবেদ্য-পাত্রে তুলসীপত্র প্রদান করতঃ অর্ঘ্য-পাত্রস্থ জল দ্বারা "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ ও "সুপ্রোক্ষিতমস্তু" বলিবে। চক্রমুদ্রা দ্বারা রক্ষা ও যং বীজ জলের উপর দ্বাদশ বার জপ করিয়া ঐ জল দ্বারা প্রোক্ষণ ও শোধন করতঃ রং এই বহ্নিবীজ ধ্যানপূর্ব্বক বামহস্তে দক্ষিণ করতলের পৃষ্ঠদেশ সংযোজনা করিয়া দেখাইবে।

তন্মুখ বহ্নিদ্বারা নৈবেদ্যের শুষ্ক-দোষ দগ্ধ করিয়া ঠং এই অমৃতবীজ বামহস্তে চিন্তা করতঃ বামহস্তের পৃষ্ঠদেশে দক্ষিণ করতল রাখিয়া তন্মুখ অমৃত দ্বারা নৈবেদ্য অভিষেচন করিয়া তালত্রয়ে দিগ্বন্ধন দ্বারা রক্ষা করতঃ কবচ মুদ্রা দ্বারা অবগুণ্ঠন করিবে। তাহার উপর মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিয়া ধেনু মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ ও পূর্ণ চিন্তা করতঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা নৈবেদ্য ও শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া দান করিবে।

অথ নৈবেদ্যদানপ্রকরণং

উত্তান বামহস্ত দ্বারা নৈবেদ্য-পাত্র স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে গন্ধপুষ্প, জল, তুলসীপত্রসহ শঙ্খ গ্রহণ করিয়া

দেব দেব জগন্নাথ ভক্তানুগ্রহকারক।
নৈবেদ্যং কল্পয়াম্যত্র গৃহাণ কৃপয়া প্রভো ॥১২১॥

বলিয়া (মূলমুচ্চার্য্য) "এতৎ সোপকরণ-নৈবেদ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া অঙ্গুল্যগ্রদিকে শঙ্খমুখ যোজনা করিয়া ভূমিতে জল ফেলিয়া বামহস্ত সরাইবে। তারপর নৈবেদ্য-পাত্র মনে মনে উত্তোলন পূর্ব্বক 'নিবেদয়ামি হরয়ে জুষানেদং হবির্হরে" মন্ত্র পাঠ করিবে।

বঙ্গার্থ—হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! আপনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহকারী। আমি নৈবেদ্য কল্পনা করিতেছি, হে প্রভো, কৃপা করিয়া গ্রহণ করুন ॥১২১॥

অথ জলগণ্ডূষার্পণং

অমৃতোহপস্তরণমসি স্বাহা" মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণহস্ত চিন্তা করিয়া এক গণ্ডূষ জল দিবে তদনন্তর প্রাণ মুদ্রা দেখাইয়া অর্থাৎ উত্তান বামহস্তের পঞ্চাঙ্গুলি বৃত্তাকারে ঊর্দ্ধভাবে (অর্থাৎ প্রস্ফুটিত পদ্ম সদৃশ) রক্ষিত করিয়া প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইবে যথা,—

১। কনিষ্ঠা ও অনামিকার অগ্রভাগ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের সহিত সংযুক্ত করিয়া "প্রাণায় স্বাহা"

২। তর্জ্জনী ও মধ্যমা একত্র অগ্রভাগ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের সহিত সংযুক্ত করিয়া "অপানায় স্বাহা"

৩। মধ্যমা ও অনামিকার একত্র অগ্রভাগ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের সহিত সংযুক্ত করিয়া "ব্যানায় স্বাহা"

৪। মধ্যমা, তর্জ্জনী ও অনামিকার একত্র অগ্রভাগ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের সহিত সংযুক্ত করিয়া "উদানায় স্বাহা"

৫। সমুদয় পঞ্চাঙ্গুলীর অগ্রভাগ একত্র সমাবেশ করিয়া "সমানায় স্বাহা" মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রার প্রত্যেকটী মুদ্রা বৃত্তাকারে ঈষৎ ঘুরাইতে হইবে।

পানীয় জলদান প্রকার

পানীয় জলে "অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া জলের ছিটা দিয়া সেই জলকে ধারণ করিয়া

সমস্তদেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরং।
অখণ্ডানন্দসম্পুর্ণ গৃহাণ জলমুত্তমং ॥১২২॥

মূলমন্ত্রসহ "এতৎ পানীয়(জলং) বা (গঙ্গোদকং) শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" মন্ত্রে সুগন্ধি, শীতল ও স্বচ্ছ জল নিবেদন করিবে। পরে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া অতিশয় ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিপূর্ব্বক ভোজন করিতেছেন এইরূপ চিন্তা করিবে। পরে যবনিকার দ্বারা আবরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে।

শালীভক্তং সুভক্তং শিশিরকরসিতং পায়সং পূপসূপং
লেহ্যং পেয়ং সুচূষ্যং সিতমমৃতফলং ঘারিকাদ্যং সুখাদ্যং
আজ্যং প্রাজ্যং সামিজ্যং নয়নরুচিকরং বাজিকৈলামরিচ
স্বাদীয়ঃ শাকরাজীপরিকরমমৃতাহারজোষং জুষস্ব ॥১২৩॥

বঙ্গার্থ—হে সকল দেবদেবের ঈশ্বর! হে অখণ্ড আনন্দ-পরিপূর্ণ প্রভো! এই সর্ব্বতৃপ্তিকর উত্তম জল গ্রহণ করুন ॥১২২॥

বঙ্গার্থ—হে ভগবন্! শালীভক্ত শিশিরকণা সদৃশ ধবলবর্ণ উৎকৃষ্ট অন্ন, পায়স, পিষ্টক, সূপ (ডাউল), লেহ্য, চূষ্য, শুভ অমৃতবৎ ফল ঘারিকা (ঘীবেতি) ইত্যাদি উৎ

ন মন্ত্রং নো তন্ত্রং ন চ বিহিতকৃত্যং ন ভজনং।
ন শৌচং নাচারং ন চ জপতপোঽহং জড়মতিঃ॥
প্রজানামি শ্রীনন্দজ যত্নুপহারং তব বিভো
গৃহাণ শ্রীদামোদর মুরহর ত্বং স্বকৃপয়া।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং ব্রজেশ্বর।
যদর্চ্চিতং জগন্নাথ পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥১২৪॥

কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব করিয়া যথাশক্তি ১০০৮ অশক্ত পক্ষে ১০৮ বার জপ করতঃ ভোজন সমাপ্তি চিন্তাপূর্ব্বক যবনিকা উন্মোচন করিয়া "অমৃতোঽপিধানমসি স্বাহা" মন্ত্রে জলগণ্ডূষ প্রদান করতঃ (মূলমুদ্রাার্য্য) "ইদমাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" মন্ত্রে আচমন প্রদান করিবে।

খাদ্য, ঘৃত, চক্ষুর তৃপ্তিপ্রদ, ঘৃত মরীচ এলাইচাদি দ্বারা সংস্কৃত অতি সু-আস্বাদনীয় অত্যুত্তম বহু ঘৃত পক্বান্ন ও শাকাদি উ [illegible] জন্য সুখ অনুভব করুন॥১২৩॥

বঙ্গার্থ—হে নন্দনন্দন! আমি জড়মতি, মন্ত্র, তন্ত্র, বিহিত কৃত্য, ভজন, শৌচ, আচার, জপ, তপ কিছুই জানি না; হে বিভো! হে দামোদর! হে মুরারি! তুমি আমার দত্ত উপহার নিজ কৃপায় গ্রহণ কর। হে ব্রজেশ্বর! হে জগন্নাথ! মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন ভক্তিহীনভাবেও যাহা অর্চ্চিত হইল, তাহা তোমার কৃপায় পরিপূর্ণ হউক॥১২৪॥

পরে দন্তশোধন-তৃণাদি দিয়া পুনরাচমন প্রদানপূর্ব্বক মুখবাস তাম্বূলাদি (মূলমুচ্চার্য্য) "এতত্তাম্বূলং শ্রীকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া দিবে।

শ্রীরাধিকাদি-ভোজনং

শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া এক নৈবেদ্য "এতৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ-নৈবেদ্যং শ্রীরাধিকাদি-ব্রজদেবীগণেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে নিবেদন করিয়া পরে "অমৃতোঽপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া জলগণ্ডূষ দিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে প্রাণাদি মুদ্রা দেখাইয়া প্রাণাহুতি দিবে। সখীমঞ্জর্য্যাদির সহিত তাঁহার ভোজন চিন্তা করিবে। "এতৎ প্রসাদীপানীয়জলং শ্রীরাধিকাদি-ব্রজদেবীগণেভ্যো নিবেদয়ামি নমঃ" মন্ত্রে নিবেদন করিবে। পরে "অমৃতোঽপিধানমসি স্বাহা" মন্ত্রে জলগণ্ডূষ প্রদানপূর্ব্বক "ইদম্ আচমনীয়ং শ্রীরাধিকাদি-ব্রজদেবীগণেভ্যো নিবেদয়ামি নমঃ" ও পরে দন্তশোধনী-তৃণাদি দিয়া পুনরায় আচমন দিবে—ইদম্ পুনরাচমনীয়ং শ্রীরাধিকাদি-ব্রজদেবীগণেভ্যো নমঃ। পরে "এতৎ প্রসাদীতাম্বূলং শ্রীরাধিকাদি-ব্রজদেবীগণেভ্যো নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া দিবে। পরে ভগবদ্বামে ঈশান-কোণে দ্বিতীয় নৈবেদ্য হইতে দুই ভাগে প্রসাদ রাখিয়া চরণামৃতের প্রক্ষেপ দিয়া একভাগ "ওঁ সর্ব্বদেবস্বরূপায় পরায় পরমেষ্ঠিনে। শ্রীকৃষ্ণসেবাযুক্তায় বিশ্বকসেনায় তে নমঃ॥ এতৎশ্রীকৃষ্ণপ্রসাদীনৈবেদ্যং শ্রীবিশ্বকসেনায়

নমঃ"। পূর্ব্ববৎ জলগণ্ডূষাদি তদুপরি অষ্টবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। সেই পাত্রস্থিত অপরভাগ শ্রীবৈষ্ণবদিগকে দিবে ; যথা—"বলির্বিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোঽর্জ্জুনঃ। প্রহ্লাদশ্চাম্বরিষশ্চ বসুর্ব্বায়ুসুতঃ শিবঃ। বিশ্বকসেনোদ্ধবা-ক্রূরাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদোঽয়ং সর্ব্বে গৃহ্নন্তু বৈষ্ণবাঃ। এতৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদনৈবেদ্যং সর্ব্বেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নিবেদয়ামি নমঃ" বলিয়া দিবে। পূর্ব্ববৎ জলগণ্ডূষ, প্রসাদী পানীয় জল ও তাম্বূলাদি প্রদান করিবে।

অথ আরত্রিকং

প্রথমে ধূপ আরতি করিবে ; যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি গোবিন্দের চরণে দিবে। অনন্তর "সুপ্রোক্ষিতমস্তু" মন্ত্রে জলের ছিটা ধূপাধারে দিয়া "ধূপায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবে। "এষ ধূপঃ সপরিবারায় শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" মন্ত্রে সমর্পণ করতঃ শ্রীগোবিন্দের নাভি পর্য্যন্ত ধূপ-পাত্র কিঞ্চিৎকাল ধারণ করিবে। পূর্ব্ববৎ কর্পূর, দীপ, নিবেদন করিয়া দীপমালা প্রজ্জ্বলিত করিয়া আরতি করিবে। দীপাধারকে পূজা করিয়া "এষ দীপঃ সপরিবারায় শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া আরতি করিবে এবং শঙ্খ তিনবার শ্রীবদনে ঘুরাইবে এবং মার্জ্জনীবস্ত্র ও চামর ব্যজনাদি পূর্ব্ববৎ জানিবে।

শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং

আরিরাধয়িষুঃ কৃষ্ণং বাচং জিগদিষামি মাং।
তয়া ব্যাসসমাসিন্যা প্রীয়তাং মধুসূদনঃ ॥১২৫॥

মহাভারতম্।

অথ বৈদিকস্তোত্রং

ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
নমো বিজ্ঞানরূপায়, পরমানন্দরূপিণে।
কৃষ্ণায় গোপীনাথায়, গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥১২৬॥

নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ ॥
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমামানসহংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥১২৭॥

বঙ্গার্থ—মহাভারতে,—শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিতে ইচ্ছা করিয়া যে সকল বাক্য বলিতে অভিলাষ করিতেছি, সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত সেই সমুদায় বাক্য দ্বারা মধুসূদন প্রসন্ন হউন॥১২৫

পূর্ব্বতাপনীয়শ্রুতিতে,—জগতের স্থিতি ও বিনাশের কারণ, বিশ্বের ঈশ্বর ও বিশ্বরূপ গোবিন্দকে নমস্কার। জ্ঞান ও পরমানন্দ স্বরূপ গোপীনাথ গোবিন্দ কৃষ্ণকে নমস্কার ॥১২৬॥

কংসবংশবিনাশায় কেশিচানূরঘাতিনে।
বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ ॥
বেণুবাদনশীলায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে।
কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডলবল্‌গবে ॥১২৮॥

বল্লবীনয়নাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে।
নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥
নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ।
পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তাসুহারিণে ॥১২৯॥

নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধিবৈরিণে।
অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ ॥

বঙ্গার্থ—পদ্মনেত্র, পদ্মমালী, পদ্মনাভ পদ্মপতিকে নমস্কার। যাঁহার মস্তক ময়ূরপুচ্ছে শোভমান, অকুণ্ঠবুদ্ধিসম্পন্ন, লক্ষ্মীর মানস-সরোবরের হংস স্বরূপ সেই গোবিন্দকে নমস্কার ॥১২৭

কংসবংশধ্বংসকারী কেশী ও চানূরঘাতী, মহাদেবের বন্দনীয় এবং অর্জ্জুনের সারথিকে নমস্কার। বেণুবাদন-তৎপর, গোরক্ষক, কালীয়মর্দ্দন, কালিন্দীকূলে অবস্থিত, চঞ্চল কুণ্ডল দ্বারা শোভান্বিত, গোপীদিগের নয়ন-কমলের মালাধারী, নৃত্যশালী এবং প্রণত ব্যক্তিদিগের প্রতিপালক শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। পাতকপ্রণাশী, গোবর্দ্ধনধারী, পূতন ও তৃণাবর্ত্তের প্রাণ-বিনাশককে নমস্কার ॥১২৮,১২৯॥

প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।
আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো ॥১৩০॥

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর।
সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো ॥
কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন।
গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব ॥১৩১॥

অন্যচ্চ

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং।

বঙ্গার্থ—পরিপূর্ণ, মোহবর্জ্জিত, শুদ্ধ, পরমপাবন, অদ্বিতীয় এবং পূজনীয় শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার। হে পরমানন্দ-স্বরূপ পরমেশ্বর! আপনি প্রসন্ন হউন, হে প্রভো! মনঃপীড়া ও ব্যাধিরূপ ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিয়াছে; আপনি তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার করুন ॥১৩০॥

হে রুক্মিণীকান্ত! হে গোপীজনমনোহারিন্! হে জগদ্‌গুরো! হে কৃষ্ণ! আমি সংসারসাগরে মগ্ন হইয়াছি, আমাকে উদ্ধার করুন। হে কেশব! হে ক্লেশনাশন্! হে নারায়ণ! হে জনার্দ্দন! হে গোবিন্দ! হে পরমানন্দ! হে মাধব! আমাকে উদ্ধার করুন ॥১৩১॥

ব্রহ্মসংহিতা,— চিন্তামণি-নির্ম্মিত গৃহসমূহে বেষ্টিত

লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৩২॥

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুজসুন্দরাঙ্গং।
কন্দর্পকোটীকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৩৩॥

আলোলচন্দ্রকলসদ্বনমাল্যবংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসং।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়মপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৩৪॥

লক্ষ লক্ষ শোভন কল্পবৃক্ষে আবৃত এমন অসামান্য পীঠস্থলে যিনি সুরভি অর্থাৎ কামধেনুকে পালন করিতেছেন, শত সহস্র লক্ষ্মী অর্থাৎ গোপসুন্দরীগণ যাঁহার সেবা-কার্য্যে তৎপর রহিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥১৩২॥

বঙ্গার্থ—যিনি বেণু বাদ্য করিতেছেন, যাঁহার লোচনদ্বয় পদ্ম-পলাশের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া শোভমান, অঙ্গ নীলোৎপল সদৃশ মনোহর এবং কোটী কোটী কন্দর্প অপেক্ষাও যাঁহার কমনীয় ও কিশোর বেশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি ॥১৩৩॥

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৩৫॥

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৩৬॥

বঙ্গার্থ—যাঁহার মস্তক চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ আন্দোলিত হইতেছে, যাঁহার গলদেশে বনমালা, হস্তে বংশী ও রত্নের অঙ্গদ সকল শোভা পাইতেছে, তথা যিনি প্রণয়পূর্ব্বক কেলিকলা অর্থাৎ পরিহাসাদিতে বিলাসান্বিত এবং যিনি শ্যামসুন্দর, মনোহর ত্রিভঙ্গ, ও নিত্য প্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি ॥১৩৪॥

যাঁহার বিগ্রহ আনন্দ-স্বরূপ, চিন্ময়, এবং উজ্জ্বল, সুতরাং যাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই নিখিল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিযুক্ত হইয়া, চিরকালের জন্য জগৎকে দর্শন, পালন ও পর্য্যবেক্ষণ করেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥১৩৫॥

যিনি অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি, অনন্তরূপ, আদ্য পুরাণ-

পন্থাস্তু কোটীশতবৎসরসংপ্রগম্যো-
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাং।
সোঽপ্যস্তি যৎ প্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৩৭॥
একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ।
অণ্ডান্তরস্থ পরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৩৮॥

পুরুষ, নবযৌবনান্বিত এবং যিনি বেদ সমুদায়ে দুর্ল্লভ, কিন্তু আত্মভক্তিতে সুলভ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥১৩৬॥

বঙ্গার্থ—সকল হইতে বায়ু অতি দ্রুতগামী, তদপেক্ষা মন তীব্রগামী, কিন্তু প্রধান প্রধান মুনিগণের মনও কোটী শত বৎসরে যাঁহার চরণারবিন্দের অগ্রবর্ত্তি স্থানে গমন করিতে পারে না, কারণ ভগবৎ চরণারবিন্দের তত্ত্ব অতীব অচিন্ত্য, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥১৩৭॥

যিনি এক, কিন্তু কোটী ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতে যাঁহার শক্তি আছে, যাঁহার অন্তরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে এবং তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডচয়ের বহির্ভাগে পরমাণুসমূহের দূরে অবস্থিত, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥১৩৮॥

যদ্ভাবভাবিতধিয়ো মনুজাস্তথৈব
সংপ্রাপ্য রূপমহিমাসনমানভূষা।
সূক্তৈর্যমেব নিগমপ্রথিতৈঃ স্তবন্তি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৩৯॥

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৪০॥

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।

বঙ্গার্থ—যাঁহার ভাবে মনুষ্যদিগের বুদ্ধি বশীকৃত হইয়াছে, সেই মনুজগণ যাঁহার রূপ, মহিমা, আসন ও ভূষণ প্রাপ্ত হইয়া বেদপ্রণীত সূক্তসমূহ দ্বারা যাঁহাকে স্তব করিয়া থাকেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥১৩৯॥

যাঁহার প্রেয়সীবর্গ আনন্দ-চিন্ময়-রসে অর্ঘ্য প্রেমে প্রতিভাবিত ও নিজ স্বরূপের তুল্য এবং কলারূপে বিখ্যাত সেই আত্মরূপিণী প্রেয়সীবর্গের সহিত আত্মভূত ভগবান কেবলমাত্র নিত্য ধাম গোলোকেই বাস করিয়া থাকেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥১৪০॥

ভক্তিরূপি লোচনযুগলকে প্রেমরূপ অঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত

যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৪১॥

—ব্রহ্মসংহিতা।

অন্যচ্চ

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥১৪২॥

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠমার্য্যবচসা যদগাদরণ্যং।

করিয়া সাধুগণ নিয়ত-কালের জন্য হৃদয় মধ্যে অচিন্ত্য গুণ ও স্বরূপবিশিষ্ট শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিয়া থাকেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥১৪১॥

বঙ্গার্থ—হে প্রণতপালক! হে মহাপুরুষ! আপনার যে চরণারবিন্দ সদা ধ্যানযোগ্য, ইন্দ্রিয় ও কুটুম্বাদিজনিত পরাভব-নিবারক, মনোরথপূরক, গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থের আশ্রয়, শিব ও ব্রহ্মার স্তুত, আশ্রয়যোগ্য, ভক্তজনের দুঃখনাশক এবং সংসার সাগরের পার-কারক, আপনার সেই চরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥১৪২॥

হে ধর্ম্মিষ্ঠমহাপুরুষ! অন্যের পক্ষে ত্যাগ করা দুষ্কর

মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবৎ
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥১৪৩॥

পৌরাণিকস্তোত্রং।

কল্পদ্রুমাধো মণিমন্দিরান্তঃ-
শ্রীযোগপীঠাম্বুরুহাস্থয়া স্বং।
উপাসয়ংস্তন্ত্রবিদোঽপি মন্ত্রে
গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥১৪৪॥
মহাভিবেকক্ষণ-সর্ব্ববাসোঽ-
লঙ্কৃত্যনঙ্গীকরণোচ্ছলন্ত্যা।
সর্ব্বাঙ্গ-ভাসাকুলয়ংস্ত্রিলোকীং
গোবিন্দদেবঃ শরণং মমাস্তু ॥১৪৫॥

এবং দেবগণেরও বাঞ্ছিত রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া, আপনি পিতৃবাক্যে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন এবং নিজ প্রিয়া সীতার সন্তোষার্থে মায়ামৃগের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিলেন অতএব আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥১৪৩॥ পৌরাণিক স্তোত্র।

বঙ্গার্থ—কল্পবৃক্ষের অধোভাগে অবস্থিত মণিময় মন্দির মধ্যে যে শ্রীযোগপীঠ আছে ঐ যোগপীঠে যে পদ্ম বিরাজিত রহিয়াছে ঐ পদ্মের উপর অবস্থিত শ্রীগোবিন্দদেব মন্ত্রবিদ্ সকলকে যিনি মন্ত্রদ্বারা উপাসনা করাইতেছেন, সেই গোবিন্দ আমার শরণ হউন ॥১৪৪॥

শ্রীশ্রীরাধাষ্টক

রাধিকা শরদ-ইন্দু-নিন্দি মুখ-মণ্ডলী
কুন্তলে বিচিত্রবেণী চম্পক পুষ্প শোভনী।
নীলপট্ট অঙ্গে শোভে তাহে আধ উঢ়ণী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানুনন্দিনী ॥১৪৬॥

তরুণ অরুণ জিনি সিন্দূরের মণ্ডলী
যৈছে অলি মত্ত ভরে মলয়জ-গন্ধিনী।

বঙ্গার্থ—মহাভিষেকোৎসবে নিজ শ্রীঅঙ্গশোভাদ্বারা আর্দ্র সর্ব্ববস্ত্রকে সুশোভিত করিয়া যিনি সর্ব্বাঙ্গ তেজ দ্বারা সর্ব্বচিত্তাকর্ষকরূপে ত্রিভুবনকে আকুল করিতেছেন সেই শ্রীগোবিন্দদেব আমার শরণ হউন ॥১৪৫॥

শ্রীরাধাষ্টক

রাধিকার মুখমণ্ডল, শরৎ কালের পূর্ণচন্দ্রকেও পরাজিত করে। সুকুঞ্চিত কেশপাশের দ্বারা বিচিত্র বেণী রচিত, তাহে চম্পক পুষ্প সুশোভিত শ্রীঅঙ্গে নীলবর্ণের পট্ট বসন শোভা করিতেছে, তার উপর আধউঢ়ণী থাকায় আরও সুন্দর দেখা যাইতেছে, আমি এবম্ভূতা শ্রীবৃষভানু-রাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥১৪৬॥

ধিকার কপালের সিন্দূরের বিন্দু নবোদিত সূর্য্যকে পরাজিত করিতেছে, সেই সিন্দুরের বিন্দুকে ঘেরিয়া

ভুরুর ভঙ্গিম, কোটী কোটী কাম গঞ্জিনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানুনন্দিনী ॥১৪৭॥

খঞ্জন-গঞ্জন দিঠি বঙ্কিম-সুচাহনী
অঞ্জন-রঞ্জিত তাহে কামশর-সন্ধিনী।
তিল পুষ্প জিনি নাসা বেসর সুদোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানুনন্দিনী ॥১৪৮॥

পক্ব বিম্বফল জিনি অধর-সুরঙ্গিনী
দশন দাড়িম্ব-বীজ জিনি অতি শোভনী।

চন্দনের মণ্ডল, তাহার বাহিরে বিন্দু বিন্দু কস্তুরীর মণ্ডল শোভা পাইতেছে, যেন মলয়জ চন্দনের গন্ধে মত্ত হইয়া পাঁতি পাঁতি ভ্রমর বসিয়াছে। ভ্রূর ভঙ্গিমা কোটী কোটী কামকে গঞ্জনা করিতেছে, আমি শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধিকার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি ॥১৪৭॥

বঙ্গার্থ—শ্রীরাধিকার নয়নযুগল খঞ্জন পাখীকেও গঞ্জনা করিতেছে সেই নয়নযুগল কজ্জল-রঞ্জিত তাতে ঈষৎ বঙ্কিম চাহনি যেন কন্দর্প-শরের সন্ধান করিতেছেন, নাসা তিল-ফুলকে পরাজিত করিতেছে, তাতে বেসর সুন্দর দুলিতেছে, আমি সেই বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধিকার পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥১৪৮॥

রাধার অধর পাকা বিম্বফলকে (তেলাকুচা) পরা-

বসন্ত কোকিল জিনি সুমধুর বোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানুনন্দিনী ॥১৪৯॥

কনক মুকুর জিনি গণ্ডযুগ-শোভনী
রতনমঞ্জির পায়ে বঙ্করাজ-দোলনী ।
কেশর মুকুতাহার উরুপর ঝোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানুনন্দিনী ॥১৫০॥

কনক কলস জিনি কুচযুগ-শোভনী
করিবর-কর জিনি বাহুযুগ-দোলনী ।
সুললিত অঙ্গুলিতে মুদ্রিকার সাজনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥১৫১॥

জিত করিতেছে, দন্তপংক্তি দাড়িম্ব বীজসকলকেও জিনিয়া অতি শোভাযুক্ত, যাঁহার সুমধুর কথা বসন্তের কোকিলকেও পরাজিত করে, আমি সেই বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধিকার পাদপদ্ম বন্দনা করি ।১৪৯॥

বঙ্গার্থ—যাঁহার গণ্ডযুগল স্বর্ণদর্পণকে পরাজিত করিতেছে, চরণের রতন-নূপুর ও বাঁকমল চঞ্চল হইয়া শোভা পাইতেছে, এবং কেশর অর্থাৎ বেণী ও মুকুতার হার যাঁহার বক্ষঃস্থলে ঝুলিতেছে, আমি সেই বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধিকার পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥১৫০॥

রাধার স্তনযুগলের শোভা স্বর্ণনির্ম্মিত কলসকেও

গজ-অরি জিনি মাজা গুরুয়া নিতম্বিনী
তা'পর শোভিত ভাল কনকের কিঙ্কিণী
কনক উলট রম্ভা জানুযুগ-শোভনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানুনন্দিনী ॥১৫২॥

হংসরাজ-গতি যিনি সুমন্থর-চলনী
রাতুল চরণে বাজে কনয়া সুপঞ্জিনী।
যুগল চরণে শোভে যাবক সুরঞ্জনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানুনন্দিনী ॥১৫৩॥

পরাজিত করিতেছে, হস্তীর শুণ্ডকে পরাজিত করিয়া যাঁহার বাহুযুগলের সুন্দর দোলনী, যাঁহার সুন্দর অঙ্গুলীসকলে অঙ্গুরী (অর্থাৎ আংটী) সকল শোভা পাইতেছে, আমি সেই বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধিকার পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥১৫১॥

বঙ্গার্থ—যাঁহার ক্ষীণ মাজাখানি সিংহের মাজাকেও পরাজিত করিতেছে, যাঁহার বিপুল নিতম্বের উপর সোনার কিঙ্কিণী ভাল শোভা পাইতেছে, যাঁহার জানুযুগল উলট স্বর্ণরম্ভার (কলাগাছ) মত শোভা পাইতেছে, আমি সেই বৃষভানুরাজ-নন্দিনী শ্রীরাধিকার পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥১৫২॥

যাঁহার সুমধুর মন্দ মন্দ গতি হংসরাজের গতিকেও পরাজিত করে ও যাঁহার সুন্দর রাঙ্গা চরণে সোনার সুপঞ্জিনী

অথ প্রার্থনা

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন ।
যৎপূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে ॥১৫৪॥

কিঞ্চ

যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলং
আবেদিতং নিবেদ্যন্তু তদ্গৃহাণানুকম্পয়া ॥১৫৫॥

কিঞ্চ

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদশুভং যন্ময়া কৃতং
ক্ষন্তুমর্হসি তৎসর্ব্বং দাস্যেনৈব গৃহাণ মাং ॥১৫৬॥

(অর্থাৎ পাঁয়জোড়) মধুর মধুর বাজিতেছে, যাঁহার যুগল চরণ অলক্তক-রঞ্জিত (অর্থাৎ আলতা-মাখান) আমি সেই বৃষভানু-রাজনন্দিনী শ্রীরাধিকার পাদপদ্ম বন্দনা করি ॥১৫৩।

বঙ্গার্থ—হে দেব ! হে জনার্দ্দন ! মন্ত্রহীন, ক্রিয়াহীন ও ভক্তিহীন হইয়া আমি যে পূজা করিয়াছি তৎসমুদায় পরিপূর্ণ হউক ॥১৫৪॥

আরও, ভক্তিসহকারে যে সমুদায় পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদত্ত হইয়াছে, নিবেদিত সেই সকল বস্তু আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন ॥১৫৫॥

আরও, অজ্ঞানবশতই হউক আর জ্ঞানবশতই হউক আমি যে যে অশুভ কর্ম্ম করিয়াছি তৎসমুদায় আপনি ক্ষমা করুন এবং আমাকে দাসভাবে গ্রহণ করুন ॥১৫৬॥

স্থিতিঃ সেবা গতির্যাত্রা স্মৃতিশ্চিন্তা স্তুতির্ব্বচঃ
ভূয়াৎ সর্ব্বাত্মনা বিষ্ণো মদীয়ং ত্বয়ি চেষ্টিতং ॥১৫৭॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে,—

নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতাভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥১৫৮॥

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥১৫৯॥

বিধিহীনং মন্ত্রহীনং যৎকিঞ্চিদুপপাদিতং
ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনম্বা তৎসর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥১৬০॥

বঙ্গার্থ—হে বিষ্ণো! স্থিতি, সেবা, গতি, যাত্রা, স্মৃতি, চিন্তা, স্তব ও বাক্য প্রভৃতি আমার সমুদায় চেষ্টা যেন আপনার উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হয় ॥১৫৭॥

"বিষ্ণুপুরাণে",— হে নাথ! হে অচ্যুত! আমি যোনিসহস্রের মধ্যে যে যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিব, সেই সেই জন্মে যেন আপনাতে আমার অচলা ভক্তি থাকে ॥১৫৮

যে প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের প্রীতি কেবল বিষয়েই সম্বন্ধ থাকে সেই প্রকার আপনাকে স্মরণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে যে প্রীতির উদয় হইল ইহা যেন মদীয় চিত্ত হইতে কথনও অপগত না হয় ॥১৫৯॥

পাণ্ডবগীতায়াং

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু ।
রক্ষঃপিশাচমনুজেষ্বপি যত্র তত্র ॥১৬১॥

জাতস্য মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ
ত্বয্যেব ভক্তিরতুলাঽব্যভিচারিণী চ ॥১৬২॥

পাদ্মে—

যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা
মনোভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥১৬৩॥

বঙ্গার্থ—বিধিহীন ও মন্ত্রহীন অথবা ক্রিয়ামন্ত্রবিহীন যে কোন কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে সে সমুদায় আপনি ক্ষমা করিতে যোগ্য হউন ॥১৬০॥

পাণ্ডবগীতায়,— হে কেশব ! কীট, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, রাক্ষস, পিশাচ এবং মনুষ্য এই সকলের মধ্যে আমি যে কোন জন্ম গ্রহণ করি না কেন আপনার অনুগ্রহে সেই জন্মেই যেন আপনার প্রতি আমার দৃঢ় অবিচলা ভক্তি থাকে ॥১৬১,১৬২॥

পদ্মপুরাণে,— যেরূপ যুবতীর যুবাতে এবং যুবার যুবতীতে পরস্পর মন অভিরমিত হয়, সেইরূপ যেন আমার মন আপনাতে গিয়া একান্ত আসক্ত থাকে ॥১৬৩॥

অথ অপরাধক্ষমার্পণম্

অপরাধসহস্রাণি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন ॥১৬৪॥

কিঞ্চ

প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দ ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য প্রাণান্ সংধারয়াম্যহং ॥১৬৫॥

কিঞ্চ

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পপুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং ॥১৬৬॥

অপরাধ-ক্ষমাপ্রার্থনা

বঙ্গার্থ—হে মধুসূদন! আমি দিবারাত্রির মধ্যে যে সহস্র সহস্র অপরাধ করিতেছি তৎসমুদায় আমাকে দাস বিবেচনা করিয়া ক্ষমা করুন ॥১৬৪॥

আরও

হে গোবিন্দ! আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, এই আপনার প্রতিজ্ঞা আছে; আমি ইহা স্মরণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি ॥১৬৫॥

আরও

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! কবে আমি যমুনাতীরে তোমার নাম গান কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণলোচনে নৃত্য করি ॥১৬৬॥

শ্রীরাধিকা-প্রণামঃ

নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাং।
বৃষভানুসুতাং বন্দে কৃষ্ণকান্তাশিরোমণিং ॥১৬৭॥

নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং।
বৃষভানুসুতাং দেবীং বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূং ॥১৬৮॥

রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং গোবিন্দমোহিনীং পরাং।
বৃষভানুসুতাং দেবীং নমামি শ্রীহরিপ্রিয়াং ॥১৬৯॥

মহাভাবস্বরূপা ত্বং কৃষ্ণপ্রিয়া বরীয়সী।
প্রেমভক্তিপ্রদে দেবি ! রাধিকে ! ত্বাং নমাম্যহং ॥১৭০॥

বঙ্গার্থ—আমি নবীনা স্বর্ণের মত গৌরাঙ্গী, শ্রেষ্ঠ নীল কমল-বর্ণের বসনধারিণী কৃষ্ণকান্তার শিরোমণি বৃষভানুনন্দিনী রাধিকাকে প্রণাম করি ॥১৬৭॥

আরও ঃ—নবীনা, হেমগৌরাঙ্গী, পূর্ণানন্দবতী, সতী, জগৎপ্রসবকারিণী, বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধাকে প্রণাম করি ॥১৬৮॥

আরও,— রাসেশ্বরী, রম্যা, শ্রেষ্ঠা, গোবিন্দমোহিনী, হরিপ্রিয়া বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকাদেবীকে আমি প্রণাম করি ॥১৬৯॥

আরও,— হে রাধিকে ! হে কৃষ্ণপ্রিয়াশিরোমণি ! হে প্রেমভক্তিপ্রদে ! হে দেবি ! তুমি মহাভাব-স্বরূপা

রাসোৎসব-বিলাসিনি ! নমস্তে পরমেশ্বরি !
কৃষ্ণপ্রাণাধিকে রাধে পরমানন্দ-বিগ্রহে ॥১৭১॥

শ্রীরাধিকা-স্তবঃ।

রাধে ! বৃন্দাবনাধীশে ! করুণামৃতবাহিনি !
কৃপয়া নিজপাদাব্জে দাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাং ॥১৭২॥
কদাগানকলানৃত্যং শিক্ষয়িষ্যসি রাধিকে !
যেন তুষ্টোহহরিস্তে মাং কিঙ্করীমিতিমন্মহে ॥১৭৩॥
তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয়মাং চরণান্তিকে ॥১৭৪॥

তোমাকে প্রণাম করিতেছি ॥১৭০॥

আরও,— হে কৃষ্ণ প্রাণাধিকে ! পরমানন্দ-বিগ্রহে ! রাসোৎসববিলাসিনি পরমেশ্বরি রাধে ! আমি তোমায় প্রণাম করিতেছি ॥১৭১॥

শ্রীরাধিকা স্তব

বঙ্গার্থ—হে বৃন্দাবনেশ্বরি রাধে ! হে করুণামৃতের নদি ! তুমি কৃপা করিয়া তোমার নিজ চরণকমলে দাস্য আমাকে প্রদান কর ॥১৭২॥

আরও,— হে রাধিকে ! তুমি কবে আমাকে গান, কলাবিদ্যা ও নৃত্য শিক্ষা দিবে, যাহাতে হরি তুষ্ট হইয়া আমাকে কিঙ্করী বলিয়া মনে করিবেন ॥১৭৩॥

শ্রীশ্রীযুগলকিশোরস্তোত্র

কনক-মুকুট-চূড়ৌ পুষ্পিতোদ্ভূষিতাঙ্গৌ
সকল-বন-নিবিষ্টৌ সুন্দরানন্দপুঞ্জৌ।
চরণ-কমল-দিব্যৌ দেবদেবাদি-সেব্যৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥১৭৫॥

অতি-সুবলিত-গাত্রৌ গন্ধমাল্যৈর্বিরাজৌ
কতি কতি রমণীনাং সেব্যমানৌ সুবেশৌ।
মুনি-সুর-গণ-ভাব্যৌ বেদশাস্ত্রাদি-বিজ্ঞৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥১৭৬॥

বঙ্গার্থ—হে দেবি রাধিকে, আমি তোমারই, আমি তোমারই, তোমাকে বিনা বাঁচিতেছি না এই জানিয়া তুমি আমাকে তোমার চরণের নিকটে টানিয়া লও ॥১৭৪॥

কনক রচিত মুকুটধারী, পুষ্প ও অলঙ্কারে ভূষিত অঙ্গ, সকল বনে নিবিষ্ট, সুন্দর ও আনন্দপুঞ্জ, চরণ কমলে অতি দিব্য, দেবদেবাদির সেব্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণকে, রে মন! ভজ ভজ ॥১৭৫॥

অতি সুবলিত গাত্রযুক্ত, গন্ধমাল্যে বিরাজিত, কত কত রমণীগণ কর্ত্তৃক নিত্য সেব্য, দেবদেবের আরাধ্য, মুনি দেবতাগণ কর্ত্তৃত চিন্তনীয়, বেদশাস্ত্রাদিবিজ্ঞ, শ্রীরাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রকে, রে মন ভজ ভজ ॥১৭৬॥

অতি-সুমধুর-মূর্ত্তৌ দুষ্ট-দর্প-প্রশান্তৌ
সুরবর-বরদৌ দ্বৌ সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদানৌ।
অতিরসবশ-মগ্নৌ গীতবাদ্য-বিতানৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥১৭৭॥

আগম-নিগম-সারৌ সৃষ্টি-সংহার-কারৌ
বয়সি নবকিশোরৌ নিত্যবৃন্দাবনস্থৌ।
শমনভয়-বিনাশৌ পাপিনস্তারয়ন্তৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥১৭৮॥

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শরণাগতি

তবাস্মি রাধিকানাথ! কর্ম্মণা মনসা গিরা।
কৃষ্ণকান্তে! তবৈবাস্মি যুবামেব গতির্ম্মম ॥

বঙ্গার্থ—অতি সুমধুর মূর্ত্তিধারী, দুষ্টের দর্পবিনাশী, শ্রেষ্ঠ দেবতাগণেরও বরদাতা, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা, অতিশয়রূপে রসে নিমগ্ন, গীতবাদ্য বিস্তারকারী, শ্রীরাধিকা ও কৃষ্ণচন্দ্রকে, রে মন! ভজ ভজ ॥১৭৭॥

তন্ত্র ও বেদের সার, সৃষ্টি সংহারকারী, বয়সে নবকিশোর, নিত্য বৃন্দাবনস্থিত, শমন ভয় বিনাশী, পাপী সকলকে উদ্ধারকারী, শ্রীরাধিকা ও কৃষ্ণচন্দ্রকে, রে মন! ভজ ভজ ॥১৭৮॥

হে রাধিকানাথ! আমি কর্ম্ম, মন, ও বাক্যের দ্বারা

শরণং বাং প্রপন্নোঽস্মি করুণানিকরাকরৌ।
প্রসাদং কুরুতং দাস্যং ময়ি দুষ্টেঽপরাধিনি॥
যোঽহং মমাস্তি যৎকিঞ্চিৎ ইহলোকে পরত্র চ।
তৎসর্ব্বং ভবতোরদ্য চরণেষু ময়ার্পিতং॥১৭৯॥

প্রণাম

দুই বাহুদ্বারা মানসিকে দুই চরণ ধারণপূর্ব্বক অবনত মস্তকে এই বলিয়া প্রণাম করিবে; "হে নাথ! আমার আর অন্য কোন বাসনা বা প্রার্থনা নাই কেবল মাত্র তুমি যেন সুখে থাক" এই বলিয়া অশক্ত পক্ষে ৬বার, শক্ত পক্ষে ১২বার, ২৪বার, ৪৮-বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। ইহাকে নিষ্কাম প্রণাম বলে। "হে ঈশ! মৃত্যুরূপ আক্রমণ সমুদ্র হইতে আমি ভীত ও শরণাগত অথবা আমি

তোমার। হে কৃষ্ণকান্তারাধিকে, আমি তোমার। তোমরা দুইজনেই আমার গতি। হে করুণার আকর রাধাকৃষ্ণ! তোমাদের দুইজনার চরণে আমি শরণাগত হইলাম, তোমরা কৃপা করিয়া, দুষ্ট ও অপরাধী আমাকে তোমাদের চরণ সেবার অধিকার দান কর। আমার ইহলোক ও পরলোকে অহমিকা, ও মমতা যা কিছু আছে, তাহা সব তোমাদের দুইজনার চরণে আমি অদ্য অর্পণ করিলাম॥১৭৯॥

অপরাধী আমাকে রক্ষা করুন” এইরূপ মানসিক চিন্তা দ্বারা যে প্রণাম তাহাকে সকাম প্রণাম বলে।

নির্ম্মাল্যগ্রহণম্

পরমদয়ালুনা ভগবতা দত্তং ইতি মনসা বিচিন্ত্য ভগবন্নির্মাল্য-চন্দন-পুষ্প-তুলসীপত্রাদিকং মহাপ্রসাদ ইতি মত্যা শিরসি ধারয়েৎ ॥১৮০॥

অথ তুলসীবনপূজা

তুলসীবনে গমন করিয়া তন্মূলে (মূলমুচ্চার্য্য) শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিবে। সদাচার মতে—

“গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীং
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িণীং” ॥১৮১॥

মন্ত্রে তুলসীকে স্নান করাইয়া পদ্ধতি মতে অর্ঘ্যদান ও পূজা ও প্রণাম করিবে।

অথ অর্ঘ্যদানং

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যশ্রীধরসংকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি ! গৃহাণার্ঘ্যং নমোঽস্তুতে ॥১৮২॥

বঙ্গার্থ—দয়ালু ভগবান নিজে দান করিয়াছেন মনে করিয়া ভগবৎ-প্রসাদী নির্ম্মাল্য চন্দন তুলসী প্রভৃতি মহাপ্রসাদ-জ্ঞানে উহা মস্তকে ধারণ করিবেন ॥১৮০॥

যিনি শ্রীগোবিন্দের অতিশয় প্রিয়া এবং ভক্তগণকে

"শ্রীতুলসীদেব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে অর্ঘ্য দিবে।

নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।

তুলসি! হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ন নমোঽস্তুতে ॥১৮৩

"এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীতুলসীদেব্যৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবে।

স্তুতিশ্চ

মহাপ্রসাদ জননী সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।

আধিব্যাধিহরী নিত্যং তুলসী ত্বং নমোঽস্তুতে ॥১৮৪॥

চৈতন্য প্রদান করিয়া থাকেন যিনি জগন্মাতা ও বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িণী সেই তুলসী দেবীকে আমি স্নান করাইতেছি ॥১৮১

বঙ্গার্থ—হে দেবি! আপনি শ্রীলক্ষ্মীর আশ্রয় ও বাসস্থান, ৷ধর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সর্ব্বদাই সমাদর করেন, আমি ভক্তিভাবে অর্ঘ্য প্রদান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার ॥১৮২॥

হে দেবি! আপনাকে পূর্ব্বকালে দেবগণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দেব দানবগণ আপনাকে পূজা করেন। হে তুলসি! আমার পাপ হরণ করুন, আমার পূজা গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার ॥১৮৩॥

হে তুলসি! আপনি ভগবৎ-অনুগ্রহ জন্মাইতে পারেন, আপনি নিত্য সমস্ত সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিতে পারেন,

তুলসীপ্রণামঃ

যা দৃষ্টা নিখিলাঘসঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী
রোগানামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ ॥১৮৫॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নাম করিতে করিতে ৪ বার শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিবে পরে ৪ বার শ্রীতুলসী ও পরিক্রমা করিয়া অর্ঘ্যপাত্রস্থিত এক চুলুকোদক মাত্র জল, দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণপদ্মের নিকটে রাখিয়া এই প্রার্থনা করিবে।

পদত্রয়ক্রমাক্রান্ত ত্রৈলোক্যেশ্বর কেশব।
ত্বংপ্রসাদাদিদং তোয়ং পাদ্যং তেঽস্তু জনার্দ্দন ॥১৮৬॥

এই মন্ত্রে কর্ম্মার্পণ করিয়া আত্মা সমর্পণ করিবে।

আপনাকে নমস্কার ॥১৮৪॥

যাঁহাকে দর্শন করিলেই সমস্ত পাতক নষ্ট হয়, জল দ্বারা অভিষেচন করিলে যম-ভয় নিবারণ হয়। যাঁহাকে আরোপণ করিলে ভগবানের সন্নিধি লাভ হয়, শ্রীভগবানের শ্রীচরণে সমর্পণ করিলে বিশিষ্ট মুক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভ করা যায় সেই তুলসীকে নমস্কার করি ॥১৮৫॥

হে ত্রিবিক্রম, হে ত্রৈলোক্যাধিপতে, হে কেশব, হে জনার্দ্দন! এই জল আপনার চরণোদক হউক ॥১৮৬॥

অথ স্বার্পণবিধিঃ

অহং ভগবতোঽংশোঽস্মি সদা দাসোঽস্মি সর্ব্বথা।
তৎকৃপাপেক্ষকো নিত্যমিত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ ॥১৮৭॥

তদনন্তর শ্রীনাম কীর্ত্তন নিম্নলিখিত প্রকারে কিঞ্চিৎ-কাল করিবে।

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ ॥
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।
কৃপা করি দেহ গৌর চরণারবিন্দ ॥
জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ।
শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র।
রাধারমণ রাসবিহারি শ্রীগোকুলানন্দ ॥
ললিতাদি সখী আদি যত সখীবৃন্দ।
পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় আভীরাবৃন্দ ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ।
কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবিন্দ ॥

আমি শ্রীভগবানের অংশ সর্ব্বদা প্রভুর দাস, সর্ব্বদাই তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী এইভাবে আত্মা সমর্পণ করিবে॥১৮৭॥

ইতি শ্রীশ্রীগোবিন্দপূজা সমাপ্তা।

অথ মধ্যাহ্নকৃত্যম্

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজায় বর্ণিত যোগপীঠের পার্শ্বে নানাবিধ পুষ্পে সুশোভিত ও পুষ্পাস্তরণযুক্ত তিনখানি অতি মনোহর স্বর্ণ-পালঙ্ক চিন্তা করিয়া ঐ তিনখানি পালঙ্কে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে শয়ন দিলাম চিন্তা করিবে এবং তদীয় ভক্তবৃন্দকেও ঐ প্রকারে চিন্তা করিবে।

তদনন্তর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউকে ভোজনানন্তর প্রীতিপূর্ব্বক শয্যায় মধ্যাহ্নে শয়ন করাইবে।

শয়নপ্রণালী যথা—

।হরিভক্তিবিলাস ও শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থদৃষ্টে লেখা হইল। মনোজ্ঞ প্রশস্ত পুলিনে ছায়াবর্ত্তী কমলাসনে বিচিত্র চন্দ্রাতপে বিভূষিত সুবর্ণমণ্ডপ, মালাদি রচনায় মনোহর, মণি ও কুসুম ভূষিত, মধ্যে মধ্যে অনেক সুবর্ণ রত্ন দ্বারা খচিত, সিংহাসনে, মুক্তা দ্বারা নির্ম্মিত ও মালায় ভূষিত ও উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে লজ্জিতা শ্রীরাধিকাকে যত্নপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া আপনার মুখ হইতে চর্ব্বিত-তাম্বূল তাঁহার শ্রীমুখপদ্মে প্রদান করতঃ আনন্দিত

হইয়া নিজ পার্শ্বে শয়ন করাইলেন। শ্রীরূপ প্রভৃতি মুখ্য মুখ্য সখীগণ চামর-ব্যজনাদি দ্বারা সেবা করিতে থাকিলে তাঁহারা দুইজনে সেই মন্দিরে ক্ষণকাল নিদ্রা-সুখ লাভ করিলেন।

তদনন্তর সাধক শ্রীচরণামৃত শ্রীবৈষ্ণবগণকে দিয়া পরে নিজে গ্রহণ করিবে। যথা—

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ॥১৮৮॥

পরে সাধক শ্রীগোবিন্দের আরাধনা ও শয়নাদি লীলা চিন্তা করিতে করিতে প্রসাদ গ্রহণ করিবে।

প্রসাদগ্রহণপ্রণালী যথা—

শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদ দর্শনপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে প্রথমেই নমস্কার করিয়া, কামগায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। তৎপর মূলমন্ত্র সাতবার জপ করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রসাদ পাইবেন।

যস্যোচ্ছিষ্টং হি বাঞ্ছন্তি ব্রহ্মাদ্যা ঋষয়োঽমলাঃ।
সিদ্ধাদ্যাশ্চ হরেস্তস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥১৮৯॥

বঙ্গার্থ—আমি অকালমৃত্যুনাশক, সমস্ত পীড়া বিনাশক বিষ্ণুর চরণামৃত পান করিয়া মস্তকে ধারণ করিতেছি ॥১৮৮॥

যাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট ব্রহ্মাদি নির্ম্মল মুনিগণ, সিদ্ধগণ বাঞ্ছা করেন, আমরা সেই ভগবানের উচ্ছিষ্টভোজী ॥১৮৯॥

কিঞ্চ

যস্য নাম্না বিনশ্যন্তি মহাপাতকরাশয়ঃ।
তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বয়মুচ্ছিষ্টভোজিনঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনস্তস্য বয়মদ্ভুতকর্ম্মণঃ
যো বাল্যলীলয়া তাংস্তান্ পূতনাদীনপাতয়ৎ ॥১৯০॥

একাদশস্কন্ধে—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥১৯১॥

উপরোক্ত শ্লোকগুলির অর্থ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীমহাপ্রসাদ পাইবে।

বঙ্গার্থ—যাঁহার নামে মহাপাপরাশি বিনষ্ট হয়। আমরা সেই কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টভোজী। আমরা, অদ্ভুতকর্ম্মা সেই ভগবানের উচ্ছিষ্টভোজী। যিনি, বাল্যলীলাচ্ছলে সেই সেই পূতনাদিকে নিপাত করিয়াছিলেন ॥১৯০॥

একাদশস্কন্ধে,—আমরা তোমার দাস, তোমার প্রসাদী মাল্য, চন্দন, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণপূর্ব্বক তোমার মায়া জয় করিব ॥১৯১॥

অপরাহ্নকৃত্যম্

শ্রীসখীমঞ্জর্য্যাদি সহ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে ঘণ্টাধ্বনি সহ স্তব পাঠ করিতে করিতে উত্থাপনপূর্ব্বক মুখ প্রক্ষালন করাইয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে ধূপ আরত্রিক করিয়া ফল, মূল, সর, লড্ডুক প্রভৃতি শীতলী ভোগ দিবে। অনন্তর ঐ প্রসাদী দ্রব্যাদি সখীমঞ্জর্য্যাদিকেও নিবেদন করিবে। তিন প্রভু ও তদীয় ভক্তবৃন্দেও এইপ্রকার জানিবে। তবে পদ্ধতির পৌর্ব্বপর্য্যানুসারে সর্ব্বত্র বিবেচনা করিয়া লইবে।

সায়াহ্নকৃত্যম্

শ্রীমন্দিরে দীপাদি প্রজ্জ্বলিত করিয়া নাম সংকীর্ত্তনাদি করতঃ মহানীরাজন অর্থাৎ ধূপ আরত্রিক, কর্পূর আরত্রিক, বিষমবর্ত্তিকা দীপ নীরাজন করিবে। আরত্রিক-কালে শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীরাধা, শ্রীগোবিন্দজীউ, তুলসীদেবীর আরত্রিক সংকীর্ত্তন ও মহাবাদ্য, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতি বাদ্য বাজাইবে। পরে শ্রীজয়দেব-কৃত দশাবতারাদি কীর্ত্তন করিবে। এখানে নীরাজন নিয়মাবলী অরুণোদয়কাল-কৃত্যানুসারে জানিবে।

রাত্রিকৃত্যম্

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবের বেশভূষণাদি পরিবর্ত্তন করিয়া লুচি, দুগ্ধ, অন্ন, ব্যঞ্জনাদি, সন্দেশ প্রভৃতি ভোগ দিয়া কর্পূর তাম্বূল প্রদানপূর্ব্বক শয়ন চিন্তা করিয়া শয়ন করাইবে।

শয়নপ্রণালী যথা

যাহার চতুর্দ্বারিই উন্মুক্ত ও যমুনার বায়ুতে শীতল, কোটী-সূর্য্যের কিরণের ন্যায় উজ্জ্বল রত্নসমূহের কিরণ-মালায় যাহা পরম উজ্জ্বল, কামকেলির যাহা নিলয়, অগুরু ধূপের সৌরভ যাহাতে বিদ্যমান, যাহাতে রত্নপর্য্যঙ্ক অবস্থিত, যাহা হংসতূলিকায় পরিব্যাপ্ত, যে শয্যার উপরিভাগ সূক্ষ্ম বসনে ও বৃন্তরহিত (বোঁটাছাড়ান) সুগন্ধি পুষ্পে আচ্ছাদিত এবং বিবিধ প্রকার উপাধানে (বালিশে) পরিব্যাপ্ত, সেই শয্যার উপরিভাগে শ্রীকৃষ্ণ কান্তার সহিত শয়ন করিলেন। এই শয়ন প্রণালী যাহা দেওয়া হইয়াছে যোগপীঠেই জানিবে। এই তিন প্রভুর শয়নও শ্রীনবদ্বীপস্থ যোগপীঠেই জানিতে হইবে।

তখন পর্য্যঙ্কের পার্শ্বস্থিত দুইখানি ক্ষুদ্র খট্টায় ললিতা ও বিশাখা সুখে উপবিষ্ট হইয়া নিজেশ্বর শ্রীরাধাকৃষ্ণকে তাম্বূল সেবা করাইতে লাগিলেন এবং তাঁহারাও দুইজনে

উভয়ের চর্ব্বিত তাম্বূল উভয়ের মুখে দিয়া দুইজনে আস্বাদন করিতে লাগিলেন। এই কালে শ্রীরূপমঞ্জরী ও রতিমঞ্জরী শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদ-সম্বাহন এবং অন্যান্য ধন্যতমা সখীগণ চামর-ব্যজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সখী-গণ ক্ষণকাল শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিচর্য্যাপূর্ব্বক বিলাস মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় স্বীয় কল্পবৃক্ষলতাকুঞ্জে গিয়া শয়ন করিলেন। তৎপরে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সেবা-পরায়ণা সখীগণ সেই লীলামন্দিরের বহির্ভাগস্থ কুট্টিমে অর্থাৎ বেদিকার উপর সুখে শয়ন করিলেন।

অনন্তর সাধক রাত্রিকালে অধরামৃত ভোজনানন্তর প্রাতঃকৃত্য, পূর্ব্বাহ্নকৃত্য, মধ্যাহ্নকৃত্য, অপরাহ্নকৃত্য, সায়াহ্নকৃত্য, প্রদোষকৃত্য, মধ্যরাত্রিকৃত্য ও নিশান্তকৃত্য ভজন সমগ্র চিন্তা করিতে করিতে জলদ্বারা শৌচবিধান-পূর্ব্বক অর্থাৎ দুই পা প্রক্ষালন ও দুইবার আচমন করিয়া জগৎপতি, ব্রজপতি, শ্রীবল্লবীবল্লভ, যিনি শ্রীরাধিকার অধরামৃতময় বাক্য পান করিতেছেন তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে বসনদ্বারা দুইপদ মার্জ্জন করতঃ তৎক্ষণাৎ শয্যায় উপবেশন করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চরণে মন প্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক মানসিকের দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চরণে মস্তক রাখিয়া এইরূপ চিন্তা করিয়া শয়ন করিবে।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দয়োঃ
পূর্ণকৈশোরস্ত প্রমাণম্

যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ

বয়ঃ কৌমারপৌগণ্ডং কৈশোরমিতি তত্রিধা।
কৌমারং পঞ্চমাব্দন্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি ॥
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃপরং।
আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেৎ ॥১৯২॥

তত্রাদ্যং কৈশোরং

বর্ণস্যোজ্জ্বলতা কাপি নেত্রান্তে চারুণচ্ছবিঃ।
রোমাবলিপ্রকটতা কৈশোরে প্রথমে সতি ॥১৯৩॥

বঙ্গার্থ—বয়স তিনপ্রকার কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের নাম কৌমার, দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, তৎপরে ষোড়শ বৎসর হইতে যৌবন। কৈশোর তিনপ্রকার, আদি, মধ্য ও শেষ ॥১৯২॥

তন্মধ্যে আদিকৈশোর যথা

প্রথম কৈশোরে, বর্ণের অনির্ব্বচনীয় উজ্জ্বলতা, নেত্রান্তে অরুণবর্ণ কান্তি ও লোমাবলীর প্রকাশ ॥১৯৩॥

অথ মধ্যং

উরুদ্বয়স্য বাহ্বোশ্চ কাপি শ্রীরুরসস্তথা।
মূর্ত্তের্ম্মধুরিমাদ্যঞ্চ কৈশোরে সতি মধ্যমে ॥১৯৪॥

অথ শেষকৈশোরং

পূর্ব্বতোঽপ্যধিকোৎকর্ষং:বাঢ়মঙ্গানি বিভ্রতি।
ত্রিবলিব্যক্তিরিত্যাদ্যং কৈশোরে চরমে সতি ॥১৯৫॥

শ্রীমতী রাধার পূর্ণ কৈশোর বয়স নির্ণয় যথা,—

শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায়াং

আপঞ্চদশবর্ষঞ্চবয়ঃ কৈশোরকোজ্জ্বলং ॥১৯৬॥

অথ মধ্যকৈশোর

বঙ্গার্থ—মধ্যকৈশোরে উরুদ্বয়, বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থলের কোন অনির্ব্বচনীয় শোভা, তথা মূর্ত্তির মধুরিমাদি প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥১৯৪॥

অথ শেষকৈশোর

চরম কৈশোর প্রবৃত্ত হইলে অঙ্গসকল পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় উৎকর্ষ ধারণ করে এবং তাহাতে স্পষ্টরূপে ত্রিবলি রেখা প্রকাশ পায় ॥১৯৫॥

শ্রীরাধার বয়স পূর্ণপঞ্চদশবর্ষ, সুতরাং উজ্জ্বল কৈশোরভাবে বিরাজিত ॥১৯৬॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বয়স পূর্ণ ১৫ বৎসর, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী হইতে ভাদ্র শুক্লাষ্টমীতে শ্রীমতীর জন্ম, সুতরাং

শ্রীশ্রীগোবিন্দের পূর্ণ কৈশোর উপাসনার মন্ত্ররাজ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র যথা—(শ্রীহরিভক্তিবিলাসে)

ক্লীঁ	কৃষ্ণায়	হৃদয়ায় নমঃ।১
	গোবিন্দায়	শিরসে স্বাহা।২
	গোপীজন	শিখায়ৈ বষট্।৩
	বল্লভায়	কবচায় হুং।৪
	স্বাহা	করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।৫

এই স্থলে, হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্, কবচায় হুং, করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্, এই কথাগুলি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই মন্ত্ররাজ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র বুঝিতে হইবে। উক্ত চিহ্নিত স্থানের ভিতরে, মন্ত্ররাজ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র রহিল, বুঝিয়া লইবে।

অপিচ। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্ররাজ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র হইতে কৃষ্ণায়, গোবিন্দায়, এই দুইটি পদ মাত্র বাদ দিলে দশাক্ষর মন্ত্র হইবে। বীজসহ গ
হইলেও এইস্থলে বীজ অক্ষর মধ্যে শাস্ত্রে গণনা করেন নাই। এই দশাক্ষর মন্ত্রও শ্রীশ্রীগোবিন্দের পূর্ণকিশোর রূপের উপাসনার মন্ত্র জানিবে।

।কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীমতী ১৫ দিনের ছোট অতএব শ্রীমতীর বয়স ১৪ বৎসর ১১ মাস ১৫ দিন।

উক্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ও দশাক্ষর মন্ত্র মানবের দীক্ষা মন্ত্র, কিন্তু কেহ কেহ, "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে" এই ১৬ নাম ৩২ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র দীক্ষার মন্ত্র বলিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত ১৬ নাম ৩২ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র কোনও শাস্ত্রে বা কোনও দীক্ষা পদ্ধতিতে দীক্ষা মন্ত্র মধ্যে ধরেন নাই এবং এপ্রকার সদাচারও দেখা যায় না। তবে দীক্ষা মন্ত্র দিবার পূর্ব্বে শিষ্যের কর্ণ ও চিত্ত শোধন করিবার জন্য উক্ত ১৬ নাম ৩২ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র দিয়া পরে অষ্টাদশাক্ষর বা দশাক্ষর মন্ত্র দিয়া থাকেন। এই জন্যই কেহ কেহ উক্ত ১৬ নাম ৩২ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্রকে দীক্ষার মন্ত্র বলিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত ১৬ নাম ৩২ অক্ষর দীক্ষার মন্ত্র নহে। উক্ত ১৬ নাম ৩২ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র জপ ও কীর্ত্তন উভয়ই করা যায়, তবে জপ অপেক্ষা উচ্চ সংকীর্ত্তনের মহিমা অধিক। এ বিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত ১৬ নাম ৩২ অক্ষর জপ ও উচ্চ সংকীর্ত্তন করিয়া মানবগণকে তাহাই করিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীগৌরভক্ত শ্রীহরিদাস ঠাকুরও জপ ও উচ্চ সংকীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং যাহা উচ্চ সংকীর্ত্তন করা যায় তাহা দীক্ষা মন্ত্র কিরূপে হইতে পারে।

অথ তুলসীমালাধারণবিধিঃ

সন্নিবেদ্যৈব হরয়ে তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাং।
মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধত্তে স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥১৯৭॥
হরয়ে নার্পয়েদ্ যস্তু তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাং।
মালাং ধত্তে স্বয়ং মূঢ়ঃ স যাতি নরকং ধ্রুবং ॥১৯৮॥

তুলসী-কণ্ঠমালা ও নামমালা সংস্কার ও
শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ প্রণালী।

ক্ষালিতাং পঞ্চগব্যেন মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রিতাং।
গায়ত্র্যা চাষ্টকৃত্বো বৈ মন্ত্রিতা ধূপয়েচ্চতাং।
বিধিবৎ পরয়া ভক্ত্যা সদ্যোজাতেন পূজয়েৎ ॥১৯৯॥

বঙ্গার্থ—মালাধারণ-বিধি স্কন্দপুরাণে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতমালা শ্রীহরিকে অর্পণ করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ধারণ করেন তিনি ভগবৎ ভক্তের মধ্যে প্রধান। যে ব্যক্তি তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিত মালা শ্রীহরিকে অর্পণ না করিয়া স্বয়ং ধারণ করে নিশ্চয়ই সে নরকে প্রস্থান করে। সুতরাং ।কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ধারণ করিবে।

সীকাষ্ঠমালা প্রস্তুত করিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া তাহার উপর মূলমন্ত্র জপ করিবে। পরে গায়ত্রী মন্ত্র অর্থাৎ (ক্লীঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ) এই মন্ত্র ৮ বার জপ করিবে।

এই স্থানে বিশেষ এই যে, নামজপমালা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পঞ্চগব্যের দ্বারা স্নান ও মন্ত্র জপাদি করিয়া পূজা-পূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দ-চরণে অর্পণ করিলেই জপমালা সংস্কার করা হইল।

তুলসীমালাধারণ-মন্ত্রঃ

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতে মালে কৃষ্ণজনপ্রিয়ে।
বিভর্ম্মি ত্বামহং কণ্ঠে কুরু মাং কৃষ্ণবল্লভং॥
যথা ত্বং বল্লভা বিষ্ণোর্নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়া।
তথা মাং কুরু দেবেশি নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ং॥

অনন্তর ধূপ ধূম স্পর্শ করাইয়া "তুলসীকাষ্ঠোদ্ভবায়ৈ মালিকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিয়া শ্রীকৃষ্ণগলে অর্পণ করতঃ নিজে ধারণ করিবে। এই বিধি কণ্ঠমালা এবং হরিনাম মহামন্ত্র জপমালা সম্বন্ধে জানিবে॥১৯॥

বঙ্গার্থ—তুমি তুলসীকাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুতা হইয়াছ; কৃষ্ণভক্তের প্রীতি উৎপাদন কর। আমি তোমাকে ধারণ করিতেছি। আমাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিভাজন কর। যেমন তুমি কৃষ্ণের প্রিয়া এবং কৃষ্ণভক্তগণ তোমাকে ভালবাসিয়া থাকেন, সেইরূপ আমাকে কৃষ্ণভক্তের প্রীতিভাজন কর। মালা এই দুইটী অক্ষরের অর্থ;—আমাকে, লা শব্দের অর্থ দান, সুতরাং হে হরিপ্রিয়ে আমাকে শ্রীকৃষ্ণভক্তজনের নিকট

দানে লা-ধাতুরুদ্দিষ্ট লাসি মাং হরিবল্লভে
ভক্তেভ্যশ্চ সমস্তেভ্যস্তেন মালা নিগদ্যসে ॥
এবং সংপ্রার্থ্য বিধিবৎ মালাং কৃষ্ণগলেঽর্পিতাং
ধারয়েদ্বৈষ্ণবো যো বৈ স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদং ॥২০০॥

মালাধারণনিত্যতা

ন জহ্যাৎ তুলসীমালাং ধাত্রীমালাং বিশেষতঃ।
মহাপাতকসংহর্ত্রীং ধর্ম্মকামার্থদায়িনীং ॥২০১॥

তুমি দান করিলে সেইজন্য তোমাকে মালা বলিয়া কীর্ত্তন করে। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মালা ধারণ করিবে ॥২০০॥

বঙ্গার্থ—মহাপাতকনাশিনী তুলসীমালা কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের ফল কামনা করিবেন তাঁহারা আমলকী ফলের মালা ধারণ করিবেন, ত্যাগ করিবেন না ॥২০১॥

অথ নামাপরাধঃ

হরিনাম মহামন্ত্র উপাসনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দশটী অপরাধ যাহাতে না করিয়া উপাসনা করা যায় তদ্বিষয়ে যত্ন করিবে। যদি প্রমাদবশতঃ নামাপরাধ হয় তবে নামজপ কীর্ত্তনের দ্বারা অপরাধ ভঞ্জন হয়।

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাং।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণো র্য ইহ গুণনামাদিসকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥২০২॥

গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনং।
নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥২০৩॥

বঙ্গার্থ—(১) সাধুদিগের নিন্দা করিলে নামের নিকট গুরুতর অপরাধ হয়। কারণ সাধুগণ কর্ত্তৃক প্রকটিত নাম, সাধু-নিন্দা কেন সহ্য করিবে? (২) ইহলোকে যে ব্যক্তি শিব ও বিষ্ণুর নাম গুণাদি অন্তঃকরণে ভিন্নভাবে প্রদর্শন করে, সে নিশ্চয়ই হরিনামের নিকট অপরাধী হয়। যে ব্যক্তি (৩) গুরুকে অবজ্ঞা করে, (৪) বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দা করে, (৫) হরিনামের অর্থবাদ কল্পনা করে অর্থাৎ এইরূপ

ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্ব-
শুভক্রিয়াসাম্যমপিপ্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানে বিমুখেহ্প্যশৃন্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ ॥২০৪॥

শ্রুতেহ্পি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো নরঃ।
অহং মমাদি পরমো নাম্নি সোহ্প্যপরাধকৃৎ ॥
জাতে নামাপরাধেহ্পি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সংকীর্ত্তয়ন্নাম তদেক শরণো ভবেৎ ॥২০৫॥

মনে করে যে হরিনামের মাহাত্ম্য বর্ণন সমস্তই কেবল স্তুতি-বাদ মাত্র, কিম্বা নামের মাহাত্ম্য সূচক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ বৃথা অর্থ কল্পনা করে, (৬) নাম-বলে পাপে প্রবৃত্ত হয় অর্থাৎ হরি যখন সর্ব্বপাপ ধ্বংস করে, তখন নাম গ্রহণ করিলেই পাপ বিনষ্ট হইবে এইরূপ জ্ঞানে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় অথবা আমি এত হরিনাম করিতেছি, পাপে আর আমায় কি করিবে এইরূপ জ্ঞানে পাপাচরণ করিতে থাকে সে চিরকাল যম যাতনা ভোগ করিলেও তাহার শুদ্ধি হয় না। (৭) ধর্ম্ম, ব্রত, দান ও যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্মসমূহকে নামের সহিত সমান জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়। (৮) শ্রদ্ধাবিহীন জনে শ্রবণবিমুখ জনে উপদেশ করিলে অপরাধ হয়। (৯) যে ব্যক্তি নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করে না, এবং (১০) যে ব্যক্তি

জপার্থে শ্রীনামমালাগ্রহণমন্ত্রঃ

অবিঘ্নং কুরু মালে ত্বং হরিনাম জপেষু চ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্দাস্যং দেহি মালে তু প্রার্থয়ে॥
নাম চিন্তামণিরূপং নামৈব পরমা গতিঃ।
নাম্নঃ পরতরং নাস্তি তস্মান্ নাম উপাস্মহে ॥২০৬॥

জপান্তে শ্রীনামমালাস্থাপনমন্ত্রঃ

ত্বং মালে সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা।
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতর্নমোঽস্তু তে ॥২০৭॥

আমি আমার, এই জ্ঞানে বিষয় ভোগাদিতে তৎপর হইয়া থাকে, তাহারাও নামের নিকট অপরাধী। কোন প্রকার প্রমাদবশতঃ নামাপরাধ ঘটিলে সর্ব্বদা নাম সংকীর্ত্তন করতঃ একমাত্র নামেরই শরণাপন্ন হইবে ॥২০২,৩,৪,৫॥

বঙ্গার্থ—হে মালে! শ্রীহরিনাম জপকালে বিঘ্নসকল দূর করুন; হে মালে! আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, আমাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাস্যযোগ প্রদান করুন। নামই চিন্তামণি-স্বরূপ, নামই জীবগণের পরমাগতি, নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই, সেই হেতু আমি নামের উপাসনা করিতেছি ॥২০৬॥

হে মালে! তুমি দেবগণে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদান করিতেছ, তুমি সত্যস্বরূপিণী, অতএব হে মাতঃ, তুমি আমাকে সিদ্ধি প্রদান কর ॥২০৭॥ (এই বলিয়া মালা রাখিয়া দিবে)

অথ মুদ্রাপ্রকরণম্

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ৬ষ্ঠ বিলাস-ধৃত ১৭ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে মুদ্রাপ্রকরণ লেখা হইল। গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে মূল শ্লোক লেখা হইল না।

শ্রীকৃষ্ণ পূজান্তে মন্ত্রী ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে নিম্নস্থ অষ্টমুদ্রা প্রদর্শন করিবে।

যথা, আবাহনী ১, স্থাপনী ২, সন্নিধাপনী ৩, সন্নিরোধনী ৪, সকলীকরণী ৫, অবগুণ্ঠনী ৬, অমৃতীকরণী ৭, পরমীকরণী ৮। তৎপর শঙ্খাদি মুদ্রা দর্শন করিবে।

যথা ; শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মূষল, শার্ঙ্গ, খড়্গ, পাশ, অঙ্কুশ, গরুড়, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বেণু, অভয়, বর, বনমালা, বিল্বফল। এই সপ্তদশ মুদ্রা পুনরায় প্রদর্শন করিবে।

উক্ত মুদ্রাসকল দেখাইবার সময় দুই হস্ত চন্দন লিপ্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। অন্যথা করিলে সিদ্ধি ও ফল লাভ হয় না।

অথ মুদ্রামাহাত্ম্যম্ (অগস্ত্যসংহিতায়াং)

অগস্ত্যসংহিতা গ্রন্থে মুদ্রামাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, যে—

হে দ্বিজেন্দ্র, যে ব্যক্তি এই সপ্তদশ মুদ্রা দ্বারা সর্ব্বদা আমার অর্চ্চনা করে সে দেবরাজকেও মোহিত ও বিচলিত করিতে পারে এবং অভীষ্ট ফল লাভ করে। ক্রমদীপিকা

গ্রন্থে বিল্বমুদ্রা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। জ্ঞান বা অজ্ঞান-বশতঃই হউক মন, বাক্য এবং দেহ দ্বারা মনুষ্য যে পাপ অর্জ্জন করিয়া থাকে, এই মুদ্রাগুলি অবগত হইতে পারিলে সমস্ত পাতক হইতে মুক্তি লাভ করে এবং সমস্ত লোক তাহার বশীভূত হয়।

যথা তন্ত্রে,—

আবাহনী ঃ—উভয় অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দুই অনামিকার মূলপার্শ্বে সংলগ্ন করিলেই আবাহনী মুদ্রা হইল॥১॥

সংস্থাপনী ঃ—পুনরায় ঐ মুদ্রাকে অধোমুখ করিলেই সংস্থাপনী মুদ্রা হইল॥২॥

সন্নিধাপনী ঃ—দুই হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পরস্পর সংযোগ করতঃ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধীকৃত করিলেই সন্নিধাপনী মুদ্রা হইল॥৩॥

সংরোধনী ঃ—ঐ মুদ্রাতেই অঙ্গুষ্ঠ মুষ্টির মধ্যে প্রবেশ করাইলে সংরোধনী মুদ্রা হইবে॥৪॥

সকলীকরণী ঃ—দেবের শরীরে ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। তাহাকেই সকলীকরণী মুদ্রা বলে॥৫॥

অবগুণ্ঠনী ঃ—বামহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করতঃ তর্জ্জনী বিস্তৃত ও অধোমুখভাবে রাখিলেই অবগুণ্ঠন মুদ্রা বলে। এই মুদ্রা শ্রীমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতে হইবে॥৬॥

ধেনু ঃ—কনিষ্ঠা ও অনামিকা এবং তর্জ্জনী এবং

মধ্যমা এই চারিটী অঙ্গুলী পরস্পর সম্মুখীনভাবে রাখিলেই ধেনুমুদ্রা হইবে। এই মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ করিতে হয় ॥৭॥

মহা ঃ—দুই অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর গ্রথিত ও অপরাপর অঙ্গুলি বিস্তারিত করিলেই মহা মুদ্রা হইবে। এতদ্দ্বারা পরমীকরণ করিতে হয় ॥৮॥

শঙ্খ ঃ—দক্ষিণ হস্তের মুষ্টির দ্বারা বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া মুষ্টি চিৎ করিয়া দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিবে। তাহার পর বামহস্তের অন্যান্য অঙ্গুলি পরস্পর সম্মিলিত করিয়া দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ যোজনা করিলেই শঙ্খ মুদ্রা হইল। এই মুদ্রা বিষ্ণুসম্পর্কীয় কার্য্যে প্রয়োগ করিবে ॥৯॥

চক্র ঃ—উভয় হস্ত সম্মুখীন করিয়া সকল অঙ্গুলি পরস্পর গ্রথিত করিয়া করতল মধ্যে দুই অঙ্গুষ্ঠকে মিলিত এইরূপে দুই অঙ্গুষ্ঠ ভগ্ন অথচ প্রসারণ করিয়া কনিষ্ঠ অঙ্গুলিকে স্পার্শ করিলেই চক্র মুদ্রা হইল ॥১০॥

গদা ঃ—প্রথমে দুইহস্ত পরস্পর সম্মুখীন করিয়া সমস্ত অঙ্গুলি গ্রন্থন করিয়া দুই মধ্যমা অঙ্গুলিকে মিলিত করিয়া বিস্তার করিলেই গদা মুদ্রা হইল ॥১১॥

পদ্ম ঃ—দুই হস্ত পরস্পর অভিমুখীন করিয়া অঙ্গুলি-গুলিকে নত ও গ্রথিত করিয়া করতল মধ্যে দুই অঙ্গুলিকে মিলিত করিলে উক্ত মুদ্রা হইল ॥১২॥

মূষল ঃ—বাম মুষ্টির একভাগে দক্ষিণ মুষ্টি যোজনা করিলেই উক্ত মুদ্রা হইবে ॥১৩॥

শার্ঙ্গ ঃ—বামহস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ মধ্যমার প্রান্ত-ভাগে যোজনা করিয়া তৎপর বাম হস্ত ও দক্ষিণ হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক দক্ষিণ স্কন্ধে রাখিয়া বাণের ন্যায় ও তর্জ্জনী চালনা করিলেই উক্ত মুদ্রা হইবে ॥১৪॥

খড়্গ ঃ—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা এই হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা চাপিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই অঙ্গুলিদ্বয় বিস্তার করিলেই খড়্গমুদ্রা হইবে ॥১৫॥

পাশ ঃ—মুষ্টিকৃত দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর সহিত উভয় অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ যুক্ত করিয়া মুষ্টিকৃত বামহস্তের তর্জ্জনী দ্বারা ঐ তর্জ্জনী যুক্ত করিলেই পাশমুদ্রা হইবে ॥১৬॥

অঙ্কুশ ঃ—দক্ষিণ করের মধ্যমাঙ্গুলি সোজাভাবে বিস্তার করিয়া তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্বের সহিত যুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ বক্র করিলেই অঙ্কুশ মুদ্রা হইবে ॥১৭॥

গরুড় ঃ—উভয় হস্ত পরস্পর পৃষ্ঠদেশে যোজনা, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর বন্ধন করিয়া মধ্যমা ও অনামিকা, অঙ্গুলি চতুষ্টয়কে পক্ষবৎ চালনা করিলেই গরুড় মুদ্রা হইবে ॥১৮॥

শ্রীবৎস ঃ—উভয় হস্ত পরস্পর সংযুক্ত করিয়া মধ্যমা ও অনামিকাকে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বন্ধন করতঃ দুই কনিষ্ঠ

অঙ্গুলির মূল স্পর্শ করিলেই শ্রীবৎস মুদ্রা হইবে ॥১৯॥

কৌস্তুভ ঃ—দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দক্ষিণ অনামিকা অঙ্গুলির পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ তর্জ্জনী ও বাম কনিষ্ঠাদ্বারা বাম হস্তের অনামিকা বন্ধন করতঃ দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ মূলদেশে সংলগ্ন করিবে, তৎপর বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠের সহিত মধ্যমা মিলিত করিয়া প্রসারিত করিবে। তাহার পর বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী মধ্যমা দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা উক্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগে যুক্ত করিলেই কৌস্তুভ মুদ্রা হইবে ॥২০॥

বেণু ঃ—বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ, ওষ্ঠে সংলগ্ন করিয়া উভয় হস্তের কনিষ্ঠাকে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে বন্ধন করিবে। তৎপর দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা বিস্তার করিয়া দুই করের তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা ঈষৎ বক্র করিয়া চালিত করিলেই বেণু মুদ্রা হইবে ॥২১॥

অভয় ঃ—বাম কর ঊর্দ্ধে উঠাইলেই অভয় মুদ্রা হইবে ॥২২॥

বর ঃ—দক্ষিণ কর বিস্তার করিয়া জানুর উপরিভাগে রাখিলেই বর মুদ্রা হইবে ॥২৩॥

বনমালা ঃ—দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা মূর্ত্তির কণ্ঠ হইতে চরণ পর্য্যন্ত মালাবৎ স্পর্শ করিলেই বনমালা মুদ্রা হয় ॥২৪॥

বিল্ব ঃ—প্রথমে বামকরের অঙ্গুষ্ঠ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা বন্ধন করতঃ তাহার অগ্রদেশে অবশিষ্ট অঙ্গুলি সংযুক্ত করিবে তাহার পর বাম করের অবশিষ্ট অঙ্গুলিদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া কামবীজ (ক্লীঁ) উচ্চারণ পূর্ব্বক হৃদয়ে সংস্থাপন করিলেই বিল্ব মুদ্রা হইবে ॥২৫॥

গালিনী ঃ—দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি পরস্পর মিলিত ও তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা পরস্পর মিলিত এবং অল্প আকুঞ্চিত করিয়া পরস্পরের অগ্রভাগ একত্রিত করিবে অর্থাৎ আদৌ বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি পরস্পর মিলিত করিবে। তৎপর ঐ উভয় অঙ্গুলির মধ্যভাগে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দিবে এবং তাহার সহিত ঐ হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি যুক্ত করিবে। এইরূপ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিগুলি অল্প বক্র করিয়া পরস্পর মিলিত এবং দুই হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগযুক্ত করিয়া শঙ্খের উপরে ঐ মুদ্রা চালন করিবে। এইরূপ করিলেই গালিনী মুদ্রা হয় ॥২৬॥

সমাপ্তশ্চায়ং শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চনচূড়ামণিঃ।

- প্রার্থনা -



শ্রীশ্রীগোবিন্দ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চনচূড়ামণিঃ নামক শ্রীগ্রন্থখানি প্রকাশ করিলেন। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও তদীয় ভক্তবৃন্দের আরাধনা এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের, তদীয় সখী, সখাবৃন্দেরও আরাধনা এবং তদীয় আবরণ পূজা সন্নিবেশিত আছেন। অতএব এই শ্রীগ্রন্থখানি সামান্য পুস্তক মাত্র জ্ঞান না করিয়া উক্ত গ্রন্থখানিতে সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধি করিয়া মহা আদরের সহিত আপন আপন ইষ্টদেবের পূজার আসনে রাখিবেন। যেখানে সেখানে অনাদরে রাখিলে অপরাধী হইতে হইবে।

উক্ত শ্রীগ্রন্থানুসারে শ্রীশ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও তদীয় ভক্তবৃন্দের এবং শ্রীশ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ও তদীয় সখীসখাগণের চরণে নিঃস্বার্থভাবে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সুখে সুখী হইয়া মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও দেহ সমর্পণ করিয়া একান্ত মনে আরাধনা করিতে পারিলে অচিরকাল মধ্যেই

শ্রীশ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মহা কৃপার পাত্র হইবেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহাই আমার বিশ্বাস।

ভক্তগণের চরণে আমার করজোড়ে প্রার্থনা এই যে, উক্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চনচূড়ামণিঃ অর্থলাভের জন্য প্রকাশ করা হয় নাই। যিনি ভজনের জন্য চাহিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মহাযত্নের সহিত পূজার আসনে ধবেন তাঁহাকে এই গ্রন্থ দেওয়া হই

এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবার ব্যয় শ্রীশ্রীগোবিন্দের তহবিল হইতে করা হইয়াছে, অতএব গ্রন্থের মালিক ীগোবিন্দজিউ জানিবেন।

ভুবনমোহনশ্রীশ্রীশ্রীগোবিন্দদাসানুদাস-

ভুবনেশ্বর।

অভিমত

আমি আপনার সঙ্কলিত শ্রীশ্রীগোবিন্দার্চ্চনচূড়ামণিঃ নামক শ্রীগ্রন্থখানি মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত বিশেষভাবে পাঠ করিয়া সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম।

ইতিপূর্ব্বে যে সকল শ্রীশ্রীগোবিন্দের পূজা পদ্ধতি প্রকাশিত হইয়াছেন তাহার মধ্যে এই গ্রন্থখানি প্রণালীসিদ্ধ, শাস্ত্রসঙ্গত, সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া প্রকট হইয়াছেন। আমি আশা করি, এই শ্রীগ্রন্থখানি বৈষ্ণব জগতের বিশেষ উপকারে আসিবেন এবং উক্ত শ্রীগ্রন্থখানি মহানুভব বৈষ্ণবগণের আনন্দদায়ক হইয়া ঘরে ঘরে বিরাজমান থাকিবেন। ইতি—

রাজেন্দ্র নাথ গোস্বামী
স্মৃতিভাগবতরত্ন।
সাং নবদ্বীপ।